

শুক্রবার

২০ নভেম্বর ২০২৬
৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩
৯ জমাদিউস সানি ১৪৪৮
রেজিঃ ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭
বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৭

সত্যের সন্ধানে অবিচল

খবর

www.khabor.com

Scan for visit Khabor.com



খেলাধুলা ১৫
ইউনাইটেডের কোচ হচ্ছেন মরিসিও পচেত্তিনো

তথ্য-প্রযুক্তি ২৪
মহাকাশে গতি বাড়ছে রহস্যময় এক গ্রহাণুর



আন্তর্জাতিক ১১
'কিলার রোবট' নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের আহ্বান গুতেরেসের



বিনোদন ২১
তারকার মেয়ে হয়ে গর্বিত অনন্যা

ক্ষতিপূরণ ও নিরাপদ প্রত্যাবাসনের নির্দেশ

রোহিঙ্গা গণহত্যায় মিয়ানমারকে দায়ী করল আইসিজে



আন্তর্জাতিক বিচার আদালত

- মিয়ানমার ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদ লঙ্ঘন করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংঘটিত করেছে
- মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো গণহত্যা সনদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড সংঘটিত করেছে

শিব্বীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে চালানো সামরিক অভিযানে গণহত্যার দায়ে দেশটিকে দায়ী করেছে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। বৃহস্পতিবার দেওয়া এক ঐতিহাসিক রায়ে আদালত বলেছে, মিয়ানমার ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদ লঙ্ঘন করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংঘটিত করেছে।

১৫ বিচারকের প্যানেলে ৯-৬ ভোটে এ রায় দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো রাষ্ট্রকে সরাসরি গণহত্যার জন্য দায়ী করা হলো। নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আদালতে প্রায় তিন ঘণ্টার রায় পাঠ করেন আইসিজের প্রেসিডেন্ট জাপানের বিচারপতি ইউজি ইওয়াসাওয়া। তিনি বলেন, মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী হাজার হাজার রোহিঙ্গা বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে, ব্যাপক যৌন সহিংসতা চালিয়েছে, শিশুদের ওপর চরম নির্যাতন করেছে এবং প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যাওয়া রোহিঙ্গাদের ওপরও হামলা চালিয়েছে। আদালত বলেছে, মিয়ানমারের নিরাপত্তা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬



মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার চালু খরচ ২ লাখ টাকার মধ্যে: প্রধানমন্ত্রী

সংসদ ভবন

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া পুনরায় চালু হয়েছে এবং একজন কর্মীর বিদেশ যেতে মোট ব্যয় যথাসম্ভব দুই লাখ টাকার মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে সরকার অনেকটাই সফল হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ময়মনসিংহ-৬ আসনের সংসদ সদস্য মো. কামরুল হাসানের এক তারকাচিহ্নিত সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মালয়েশিয়ায় যেতে একজন কর্মীর মোট অভিবাসন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

চীনে একই টেবিলে ট্রাম্প পুতিন ও শি জিনপিং



বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের আভাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন কূটনৈতিক সমীকরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। চীনের শেনজেনে বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর, এক ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (অপেক্স) সম্মেলনের পাশাপাশি এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তিন পরাশক্তির এই তিন নেতার একসঙ্গে বৈঠককে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে একটি নজিরবিহীন ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। হোয়াইট হাউস ও ক্রেমলিন বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬



এটি বাংলাদেশিদের সিদ্ধান্তের বিষয়

আ.লীগ নিষিদ্ধ ও শেখ হাসিনার পাসপোর্ট ইস্যুতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট

ওয়াশিংটন ডিসি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ইস্যু এবং বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানতে চাওয়া হলে বিষয়গুলোকে বাংলাদেশের জনগণের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। শেখ হাসিনার দেশে ফেরার আগ্রহ এবং এ-সংক্রান্ত পাসপোর্ট আবেদনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভিন্ন মতামত

এরপর পৃষ্ঠা ২৬



বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের সহযোগিতা চাইলেন স্বপন

মশিউর রহমান মজুমদার, নিউইয়র্ক

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংস্কার, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং জনসংখ্যাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) আরও জোরালো সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন। সোমবার (১৬ নভেম্বর) জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সংস্থা দুটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকার ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ইউএনডিপির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ও সহকারী মহাসচিব কান্নি উইগ্নারাজা এবং ইউএনএফপিএর নির্বাহী পরিচালক দিয়েন কেইতার পক্ষে সংস্থাটির কর্মসূচি বিভাগের উপপরিচালক সোয়োলতুয়া বায়ারার সঙ্গে এসব বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূত সঞ্চিতা হকসহ জাতিসংঘের উভয় সংস্থা এবং বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

১ ডিসেম্বর থেকেই নতুন মজুরি কার্যকর বোর্ডের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মজুরি বোর্ডের সভা স্থগিতকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি না করার আহ্বান জানিয়েছেন নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ আজাদ সুবহানী। তিনি বলেছেন, নতুন মজুরি যখনই ঘোষণা করা হোক, আগামী ১ ডিসেম্বর থেকেই তা কার্যকর হবে। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় নিম্নতম মজুরি বোর্ড কার্যালয়ে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। সৈয়দ আজাদ সুবহানী বলেন , বোর্ডের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ও বক্তব্যই সঠিক তথ্য । এর বাইরে অন্য কোনো মহলের দেওয়া বক্তব্যের দায় বোর্ড নেবে না। বোর্ডের স্থগিত হওয়া তৃতীয় সভা ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান আরও বলেন, মজুরি চূড়ান্ত করার আগে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা জরুরি। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা হবে। ১৬ নভেম্বর বোর্ডের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বোর্ডের একজন স্থায়ী সদস্য হঠাৎ অসুস্থ ১ ডিসেম্বর হওয়ার কারণ দেখিয়ে তা স্থগিত করা হয়। ২৩ নভেম্বর

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

আ.লীগ ঠেকাতে এক হচ্ছে সব দল

ঢাকা

অর্চি হক ও গালিব আব্দুল্লাহ , ঢাকা কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ঠেকাতে জুলাই গণ - অভ্যুত্থানের পক্ষের রাজনৈতিক সব শক্তিকে নিয়ে বৃহত্তর ঐক্য গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । জাতীয় সংসদে গত বুধবার বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা দুজনই ঐক্যের কথা বলেন । এরপর অধিবেশন শেষে সংসদ ভবনেই একান্ত বৈঠকে বসেন দুই নেতা । এর পরপরই ঐক্যের উদ্যোগ জোরালো হয় । জানা গেছে , ২৭ বা ২৮ নভেম্বর সর্বদলীয় বৈঠক হতে পারে । সেই বৈঠক থেকে নতুন মোর্চার ঘোষণাও আসতে পারে বলে জানা গেছে । সূত্র জানায় , ফ্যাসিবাদবিরোধী। আন্দোলনে থাকা দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য তৈরিতে উদ্যোগ নিয়েছে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি। বিষয়টি সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিএনপিদলীয় হুইপ এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজানকে। বৈঠকে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬

রাজনীতি

- প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার বৈঠকের পর ঐক্যের উদ্যোগ
- সর্বদলীয় বৈঠক ২৭-২৮ নভেম্বর হতে পারে
- ঐক্যের কথা বললেও গণভোট ও জুলাই সনদ কার্যকরের শর্ত জামায়াত-এনসিপির

বুধবার রাতে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমানের একান্ত বৈঠকে



GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3780 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7503

সম্পাদকীয়

শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনায় আনা উচিত

তৈরি পোশাক খাতে আবারো অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। কয়েক দিন ধরেই বিভিন্ন দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন। পোশাকশিল্প অধ্যুষিত এলাকায় বিক্ষোভ-ভাঙচুর হলে অন্তত ১৬৭ প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করেছিল কর্তৃপক্ষ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই যৌথবাহিনীর নিরাপত্তায় কাজে ফেরেন শ্রমিকরা। সাভারের আশুলিয়া, গাজীপুর, টঙ্গী বিসিক, ভোগরা বাইপাস, বাঘের বাজার ও মাওনা এলাকায় কারখানায় শ্রমিকরা নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। তবে শিল্প খাতে শ্রমিক অসন্তোষ মাথাচাড়া দেয়ায় শিল্পমালিক ও সরকারের উদ্বেগ বাড়ছে। জানা গেছে, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের 'ঝুট ব্যবসার' কারণে অস্থির হয়ে ওঠে তৈরি পোশাক কারখানার পরিবেশ। তারা কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিক অসন্তোষকে কাজে লাগিয়েছে। এমন অভিযোগ করেছেন পোশাক শ্রমিক নেতারা। তবে মালিকরা বলছেন, দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে তৃতীয়পক্ষ এখানে সক্রিয়। এ খাতে এমন অস্থিরতা কোনোভাবেই কাম্য নয়। নৈরাজ্য-অস্থিরতা পোশাক খাতের জন্য শঙ্কার বিষয়। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং বিটিএমএর তথ্য বলছে, দেশে গত জুলাই ও আগস্ট এই দুই মাসের ছাত্র-জনতার আন্দোলন, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদল এবং চলমান অস্থিরতার কারণে কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। সময়মতো শিপমেন্ট করা যায়নি। ফলে কার্যাদেশ ধরে রাখতে উড়োজাহাজে পণ্য পাঠাতে হয়েছে। এতে বাড়তি খরচ পড়েছে। তা সত্ত্বেও ৪৫ শতাংশ কারখানার রপ্তানি আদেশ এ সময় বাতিল হয়েছে। এতে সামগ্রিকভাবে পোশাক ও বস্ত্র খাতে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ক্ষতি হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে অনেক কারখানায় বেতন দিতে দেরি হচ্ছে। শ্রমিকদের মধ্যে বেতন-বোনাস নিয়ে অসন্তোষ দীর্ঘদিনের। শ্রমিকরা বলছেন, বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মজুরি নির্ধারণ হোক। কারখানা শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে গাজীপুরের বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন করে আসছেন। তৈরি পোশাক খাতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ রপ্তানিকারক বাংলাদেশ। অথচ শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম মজুরি পান এ দেশের শ্রমিকরা। এটা এক ধরনের নৈরাজ্য। বেতন-ভাতার দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বারবার রাস্তায় নামতে দেখা যায়। অনেক চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে গত কয়েক দশকের পথপরিক্রমায় দেশের তৈরি পোশাকশিল্প আজকের এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অনেক প্রতিকূলতা এবং দেশি ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প এগিয়ে যাচ্ছে অগ্রগতির পথে।

দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করতে পোশাকশিল্পের কোনো বিকল্প নেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশ থেকে যে রেমিট্যান্স আসছে তার অন্যতম খাত হলো গার্মেন্টস শিল্প। প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক অর্থ আয় করছে। যে কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে সে দেশের শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। সময়ের প্রয়োজনে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল ভোক্তা চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের বহুমুখীকরণ বা বৈচিত্র্যসাধন, কারখানায় আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও দক্ষ জনবল তৈরির মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হলে পোশাকশিল্প দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। তবে শ্রমিকদের হক বঞ্চিত করে নয়। আমরা মনে করি, শ্রমিকদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সুরাহা করা উচিত।

তিতাস নদীর বুকে জেগে উঠুক হারানো জলপথ



মো মশিউর রহমান মজুমদার

বাংলাদেশের নদ-নদী কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ নয়; এগুলো দেশের ভূপ্রকৃতি, অর্থনীতি, কৃষি, যোগাযোগ ও জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে জনপদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমৃদ্ধ হয়। বিকশিত হয় মানুষের জীবনধারা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীও তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ জলধারা। এই নদীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা। কিন্তু নদীটির বর্তমান অবস্থা ও এর সঙ্গে সংযুক্ত জলপথগুলোর সংকট আমাদের সামনে একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলে ধরেছে। আমরা কি আমাদের নদীকে কেবল স্মৃতির অংশ করে ফেলছি, নাকি এর স্বাভাবিক অস্তিত্ব রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ নিতে প্রস্তুত?

তিতাসের গুরুত্ব বুঝতে হলে শুধু মূল নদীর দিকে তাকালে চলবে না। এর সঙ্গে যুক্ত খাল, বিল, জলাভূমি এবং প্রাকৃতিক পানিপ্রবাহের পুরো ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ নদী ও এর সংযুক্ত জলপথ একে অপরের পরিপূরক। একটি নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ, পানি ধারণক্ষমতা, কৃষিতে পানির সরবরাহ এবং জলজ জীববৈচিত্র্য অনেকাংশেই নির্ভর করে এর সঙ্গে যুক্ত জলপথগুলোর কার্যকারিতার ওপর।

তিতাসের ইতিহাস ও হারিয়ে যাওয়া জলপথ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পরিচয়ের সঙ্গে তিতাস নদীর সম্পর্ক বহু পুরোনো। এই নদীকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি, কৃষি, মৎস্য আহরণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা কেন্দ্র। তিতাসের নাম বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও বিশেষভাবে পরিচিত। অদ্বৈত মল্লবর্মণের কালজয়ী উপন্যাস "তিতাস একটি নদীর নাম" নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মানুষের জীবনসংগ্রাম, সংস্কৃতি ও বাস্তবতার এক অনন্য দলিল।নদীটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি এর সংযুক্ত খালগুলোর ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পরিবেশবিষয়ক আলোচনা ও প্রচলিত তথ্যে উঠে এসেছে, ভাদুঘর থেকে মেডভা পর্যন্ত তিতাসের সঙ্গে ছোট-বড় প্রায় ১৪টি খালের সংযোগ ছিল। এসব জলপথ একসময় স্থানীয় মানুষের যোগাযোগ, কৃষিপণ্য পরিবহন, নৌযান চলাচল এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। তিতাসকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন উপজেলার মানুষের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বলেও স্থানীয়ভাবে প্রচলিত রয়েছে। তবে বিষয়টি শুধু ভাদুঘর থেকে মেডভা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা প্রায় পাঁচ শতাধিক খাল ও জলপথের প্রসঙ্গও উঠে আসে। এসব খালের কতগুলো তিতাসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল, কতগুলো ছিল শাখা বা উপশাখা জলপথ এবং বর্তমানে সেগুলোর কতটুকু অস্তিত্ব রয়েছে তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক জরিপ প্রয়োজন। সংখ্যাটি সরকারি নথি, পুরোনো মানচিত্র ও মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধানের মাধ্যমে যাচাই করা জরুরি। কারণ খালের সংখ্যা, অবস্থান ও সংযোগ সম্পর্কে সঠিক তথ্য ছাড়া হারিয়ে যাওয়া জলপথের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়।

এই তথ্যগুলো শুধু অতীতের স্মৃতিচারণের বিষয় নয়; বরং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঐতিহাসিক জলপথ ও অর্থনৈতিক কাঠামো বোঝার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এসব খালের সঠিক নাম, অবস্থান, দৈর্ঘ্য, সংযোগস্থল এবং বর্তমান অবস্থা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ হওয়া প্রয়োজন। পুরোনো মানচিত্র, ভূমি রেকর্ড, স্থানীয় প্রবীণদের সাক্ষাৎকার এবং স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া জলপথগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব।

নদী আছে, কিন্তু নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ আছে কি?

নদীর সংকট শুধু পানির পরিমাণ কমে যাওয়া কিংবা কোথাও কোথাও নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি, অবৈধ দখল, অপরিকল্পিত বালু উত্তোলন, দূষণ, পলি জমা এবং সংযুক্ত খালের মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়াও নদীর অস্তিত্বের জন্য বড় হুমকি।

তিতাসের ক্ষেত্রেও এসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। নদীর তীরবর্তী এলাকায় অপরিকল্পিত স্থাপনা, দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জলপথের সংকোচন পানির স্বাভাবিক চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। কোথাও খালের অস্তিত্ব থাকলেও তা যদি বর্জ্য ও পলিতে ভরাট হয়ে যায়, অথবা নদীর সঙ্গে এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে সেই খাল কার্যত তার পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক ভূমিকা হারায়। একইভাবে নদীর বুকে বা তীরে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন করা হলে নদীর তলদেশ, তীরের স্থিতিশীলতা এবং আশপাশের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই নদীর কোথায়, কী পরিমাণে এবং কোন পদ্ধতিতে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর নজরদারি প্রয়োজন।

খাল ও বিলের মৃত্যু মানে একটি জলব্যবস্থার দুর্বল হয়ে পড়া প্রাকৃতিক খাল ও বিল কোনো এলাকার অতিরিক্ত পানি ধারণ, পানি নিষ্কাশন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং কৃষিতে পানির জোগান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্ষাকালে এসব জলাধার অতিরিক্ত পানি ধারণে সহায়তা করে। অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে এগুলো স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা ও জলজ পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু অপরিকল্পিত ভরাট, দখল, রাস্তা ও অবকাঠামো নির্মাণের সময় পানিপ্রবাহের বিষয়টি উপেক্ষা করা এবং খালের ওপর স্থাপনা গড়ে তোলার কারণে অনেক এলাকায় প্রাকৃতিক জলপথ সংকুচিত হয়ে পড়ছে। কোথাও খাল নালায় পরিণত হচ্ছে, কোথাও আবার এর প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে না, সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষিজমি ও বসতবাড়ি। তিতাসের সঙ্গে যুক্ত খাল ও বিলগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করলে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। কোন খাল কোন বিলের সঙ্গে যুক্ত, কোন জলপথ দিয়ে পানি নদীতে প্রবাহিত হয় এবং কোথায় পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।এসব বিষয় চিহ্নিত করে একটি সমন্বিত জলপথ মানচিত্র তৈরি করা প্রয়োজন।

প্রায় পাঁচ শতাধিক খালের যে তথ্য স্থানীয়ভাবে আলোচনায় রয়েছে, তা সত্য হলে এ অঞ্চলের জলব্যবস্থার বিস্তৃতি ও গুরুত্ব নতুন করে মূল্যায়নের দাবি রাখে। এসব জলপথের মধ্যে কতগুলো এখনো সচল, কতগুলো আংশিক ভরাট, কতগুলো দখলের কারণে সংকুচিত এবং কতগুলো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।তার সুনির্দিষ্ট হিসাব প্রকাশ করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের নথি ও মাঠপর্যায়ের তথ্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তায় নদী-খালের ভূমিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে নদী ও জলপথের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিকাজে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, সেচব্যবস্থা উন্নত করা এবং কৃষিজমির জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক জলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিতাস ও এর সংযুক্ত খালগুলো কার্যকর থাকলে আউশ, আমন ও বোরো ধানসহ পাট, গম, সরিষা, বাদাম, ডাল এবং বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদনে স্থানীয় কৃষকেরা উপকৃত হতে পারেন। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে নদী ও খালের পানি পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা গেলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অতিরিক্ত চাপ কমানোর সুযোগ তৈরি হবে। বর্তমানে অনেক এলাকায় কৃষিকাজে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে এই নির্ভরতা কমাতে নদী, খাল, বিল ও জলাধারের পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন। তবে এ ক্ষেত্রে পানির গুণগত মান, প্রবাহ ও প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দূষিত নদীর পানি কৃষিকাজে ব্যবহার করলে মাটি, ফসল ও জনস্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। অতএব, নদী পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি পানির গুণগত মান নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাকৃতিক জলপথ সচল থাকলে বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির প্রাপ্যতা উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। তাই খাল পুনরুদ্ধারকে শুধু পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগ হিসেবে দেখলে চলবে না; এটি কৃষি উৎপাদন, খাদ্যনিরাপত্তা এবং স্থানীয় অর্থনীতির সঙ্গেও সরাসরি সম্পর্কিত।

মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব

নদী ও খাল জলজ প্রাণীর আবাসস্থল এবং মাছের প্রজনন ও বিচরণের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। প্রাকৃতিক পানিপ্রবাহ বজায় থাকলে বিভিন্ন জলজ প্রজাতির চলাচল ও প্রজননের সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু নদী ও খালের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে, পানির গভীরতা কমে গেলে কিংবা দূষণ বাড়লে জলজ জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এর প্রভাব সরাসরি পড়ে জেলে সম্প্রদায়ের ওপর। নদীতে মাছের প্রাপ্যতা কমে গেলে তাঁদের আয় ও জীবিকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। একই সঙ্গে স্থানীয় বাজার, মাছ ব্যবসা এবং নদীনির্ভর অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তিতাস নদীর ঐতিহ্য রক্ষার অর্থ তাই শুধু নদীর পানি ধরে রাখা নয়; বরং এর সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ, জীববৈচিত্র্য এবং নদীনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও সুরক্ষিত রাখা। খাল ও বিলের সঙ্গে নদীর স্বাভাবিক সংযোগ বজায় থাকলে মাছের প্রজনন ও বিচরণের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

অন্যদিকে জলপথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে অনেক জলজ প্রাণীর স্বাভাবিক জীবনচক্র বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ফলে তিতাসের সঙ্গে সংযুক্ত জলপথগুলোর বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং প্রয়োজনীয় পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ করা মৎস্যসম্পদ রক্ষার জন্যও জরুরি। পুনঃখননই কি নদী পুনরুদ্ধারের একমাত্র সমাধান? নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন সময়ে খনন ও পুনঃখনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তবে নদী পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে শুধু খননকাজের পরিমাণ দিয়ে সফলতা বিচার করা যায় না। খননের পর নদীর পানিপ্রবাহ কতটা স্বাভাবিক হয়েছে, খালের সঙ্গে সংযোগ কায়েম রয়েছে কি না, পলি জমার প্রবণতা কমেছে কি না, জলজ জীববৈচিত্র্যের উন্নতি হয়েছে কি না এবং স্থানীয় কৃষক ও জেলেরা কতটা উপকৃত হয়েছেন এসব বিষয় মূল্যায়ন করতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নদীর একটি অংশ খনন করা হলেও সংযুক্ত খালগুলো আগের অবস্থায় থেকে যায়। ফলে নদীর পানি স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন এলাকায় প্রবাহিত হতে পারে না। আবার কোথাও খননের পর বালু ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম, তদারকির ঘাটতি কিংবা অপরিকল্পিত স্থাপনার কারণে প্রকল্পের সুফল বাধাগ্রস্ত হয়।

তাই তিতাসের ক্ষেত্রে নদী খননকে একটি বৃহত্তর পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখতে হবে। নদী, খাল, বিল, জলাভূমি এবং পানি নিষ্কাশনব্যবস্থাকে একই পরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে খননের আগে পরিবেশগত সমীক্ষা, খননের সময় নিয়মিত তদারকি এবং খননের পর দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রয়োজন তিতাস ও সংযুক্ত জলপথের পূর্ণাঙ্গ মহাপরিকল্পনা

তিতাস নদীকে টেকসইভাবে পুনরুদ্ধার করতে হলে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। এ পরিকল্পনায় কয়েকটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে;

১. পূর্ণাঙ্গ নদী ও খাল জরিপ: তিতাসের সঙ্গে যুক্ত সব খাল, বিল, শাখা জলপথ ও জলাভূমির অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে। পুরোনো মানচিত্র, ভূমি রেকর্ড, স্যাটেলাইট চিত্র ও মাঠপর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে একটি ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি করা প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে আলোচিত প্রায় পাঁচ শতাধিক খালের তথ্যও এ জরিপের মাধ্যমে যাচাই করা যেতে পারে।

২. নদী ও খালের সীমানা সংরক্ষণ: সরকারি নথি অনুযায়ী নদী ও খালের সীমানা নির্ধারণ করে অবৈধ দখল চিহ্নিত করতে হবে। দখলমুক্ত করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে আবার দখল না হয়, সে জন্য নিয়মিত নজরদারি প্রয়োজন।

৩. পরিকল্পিত খনন ও পুনঃখনন: নদী ও খালের প্রকৃতি, পানিপ্রবাহ, পলি জমার ধরন এবং পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করে খনন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৪. দূষণ নিয়ন্ত্রণ: নদী ও খালে গৃহস্থালি বর্জ্য, প্লাস্টিক, নর্দমার পানি এবং অন্যান্য দূষণকারী পদার্থ ফেলা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। নদীর বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত পানির গুণগত মান পরীক্ষা করে তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৫. সংযুক্ত খাল ও বিলের প্রবাহ ফিরিয়ে আনা: নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া খালগুলোর সংযোগ পুনঃস্থাপনের সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী খনন, প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং পানি চলাচলের উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

৬. কৃষি ও মৎস্যসম্পদ রক্ষা: কৃষকের সেচের প্রয়োজন, জেলেদের জীবিকা এবং জলজ প্রাণীর প্রজননক্ষেত্র বিবেচনায় নিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করতে হবে।

৭. প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি: নদী পুনরুদ্ধারে বরাদ্দ, প্রকল্পের অগ্রগতি, কাজের পরিমাণ, ব্যয় এবং ফলাফল জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

প্রশাসন, বিশেষজ্ঞ ও জনগণের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন

তিতাস নদী ও এর সংযুক্ত জলপথ রক্ষার দায়িত্ব কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এককভাবে পালন করা সম্ভব নয়। জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। পাশাপাশি নদী বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিজ্ঞানী, নগর পরিকল্পনাবিদ, কৃষিবিদ, স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাঁদের গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব।

স্থানীয় জনগণকে নিয়ে নদী ও খাল পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এসব কমিটি নদীর কোথাও দখল, দূষণ, ভরাট বা পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নদী ও জলাভূমি সংরক্ষণবিষয়ক কার্যক্রম চালু করা এবং তরুণদের পরিবেশ পর্যবেক্ষণে যুক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রায় পাঁচ শতাধিক খালের তথ্য যদি জরিপে সত্যতা পায়, তাহলে প্রতিটি খালের অবস্থান, আয়তন, সংযোগ, দখল ও বর্তমান প্রবাহের তথ্য সংরক্ষণ করে একটি উন্মুক্ত তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে প্রশাসন, গবেষক, সাংবাদিক এবং সাধারণ মানুষ একই তথ্যের ভিত্তিতে জলপথ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণকে একসঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে।

একটি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সড়ক, সেতু, বাজার, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অবকাঠামো প্রয়োজন। কিন্তু এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনায় নদী, খাল ও জলাভূমির স্বাভাবিক অস্তিত্বকে উপেক্ষা করা যাবে না।

কোনো সড়ক বা সেতু নির্মাণের সময় পানিপ্রবাহের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কি না, কোনো প্রকল্পের কারণে খাল সংকুচিত হচ্ছে কি না কিংবা বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে বাধা তৈরি হচ্ছে কি না এসব বিষয় আগেই যাচাই করতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিশ্চিত করতে হবে। নদী ও খালের দুই পাশে পরিকল্পিত সবুজ এলাকা, জনসাধারণের জন্য নিরাপদ উন্মুক্ত স্থান এবং পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো গড়ে তোলার সুযোগও বিবেচনা করা যেতে পারে। উন্নয়ন যেন নদী ও জলপথের অস্তিত্বকে বিপন্ন না করে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এখনই সময় কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার তিতাসের সংকটকে শুধু পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে দেখলে এর প্রকৃত গুরুত্ব বোঝা যাবে না। এটি কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা, মৎস্যসম্পদ, স্থানীয় অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরিবেশগত অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিতাসের সঙ্গে যুক্ত খাল ও বিলগুলোর ঐতিহাসিক অবস্থান এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রয়োজন। হারিয়ে যাওয়া জলপথগুলো চিহ্নিত করে কোথায় পুনরুদ্ধার সম্ভব, কোথায় দখল উচ্ছেদ প্রয়োজন এবং কোথায় নতুন করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে তা নির্ধারণ করা জরুরি।

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর

Chief Editor : **Shibbir Ahmed** প্রধান সম্পাদক : **শিব্বীর আহমেদ**
Publisher & Editor : **MD MashiurRahman Majumder** প্রকাশক ও সম্পাদক : **মো মশিউর রহমান মজুমদার**
News Editor : **Reema Wahid** বার্তা সম্পাদক : **রিমা ওয়াহিদ**
Dhaka Bureau Chief : **Shehab Munawar Wahid** ঢাকা ব্যুরো প্রধান : **শিহাব মুনাওয়ার ওয়াহিদ**

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর

37-22 73rd Street, Suite # 1E
Jackson Heights, NY 11372, USA
Phone: 646-725-0067
E-Mail: news@khabor.com
Web: khabor.com

খবর www.khabor.com

আনতালিয়ায় কপ-৩১ : মন্থর আলোচনা ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর প্রত্যাশা



মনজুরুল হান্নান খান

তুরস্কের আনতালিয়া শহরে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের ৩১তম বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়েছে গত ৯ নভেম্বর, যা শেষ হবে আগামী ২০ নভেম্বর। সম্মেলনের প্রথম সপ্তাহে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৈশ্বিক দর-কষাকষির পাশাপাশি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তুরস্ক, বাংলাদেশ, ব্রাজিল ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীসহ ১০২ জন উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। সম্মেলনে উপস্থিত সবার আশা ছিল, উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠক থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট সমাধান করার জন্য একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যা এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে সহায়ক হবে। কিন্তু এই আশায় গুড়ে বালি। উচ্চপর্যায়ের এই সভায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি; তার পরিবর্তে বেশ কিছু ঘোষণা এসেছে। সেগুলো হলো–১) মিথেন গ্যাস এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়া অন্যান্য গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য ৪৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করা হবে, ২) তুরস্ক জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের জন্য এআইআইবি (অওওই) থেকে ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়ার চুক্তি চূড়ান্ত করেছে, ৩) সলোমন আইল্যান্ড গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডকে ৪ লাখ মার্কিন ডলার প্রদান করেছে।

সারা বিশ্ব যখন কপ-৩১-এর উচ্চপর্যায়ের সভা থেকে সংকট সমাধানের পথ খুঁজছে, তখন এই ঘোষণাগুলো জলবায়ু সম্মেলনের মূল আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে না। প্রকারান্তরে এগুলো মূল উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করবে। তবুও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। তা না হলে বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস করা সম্ভব হবে না। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে।

বিশ্ব নেতাদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান উল্লেখ করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের কোনো দায় না থাকলেও এর অভিঘাতে বাংলাদেশ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অভিঘাত মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশসহ জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তিনি ৫টি প্রস্তাব তুলে ধরেন। তা হলো–১) জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য ঋণের পরিবর্তে অনুদান প্রদান করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের ৫০ শতাংশ অভিযোজন অর্থায়ন হিসেবে দিতে হবে, ২) ঋণ মওকুফের মাধ্যমে সেই অর্থ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস করার কার্যক্রমে ব্যয় করার সুযোগ করে দিতে হবে এবং জলবায়ু সহনশীল ঋণধারা চালু করতে হবে, ৩) সহজে উন্নত প্রযুক্তি পাওয়া এবং ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে, ৪) সহজ অর্থায়নের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, ৫) ন্যায্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে বেলেম-আনতালিয়া অ্যাকশন মেকানিজম বাস্তবায়ন করা এবং ন্যায্য আর্থিক ও বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। জলবায়ু সম্মেলনের দর-কষাকষিতে এই প্রস্তাবগুলো ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। কপ-৩১-কে জলবায়ু সম্মেলনের 'বাস্তবায়ন কপ' হিসেবে গণ্য করা হলেও এখন পর্যন্ত জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে, তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। আশা করা যায়, এই সপ্তাহের আলোচনায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হবে এবং অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।

কপ-৩১-কে ফলপ্রসূ করতে হলে তুরস্ক এবং অস্ট্রেলিয়াকে জলবায়ু দর-কষাকষির বাকি সময়ে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। কপ-৩১-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে তাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য–১) অনুদানভিত্তিক অভিযোজন তহবিলের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক তহবিলের ৫০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অভিযোজনের জন্য, ২) লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ডের অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে, ৩) প্রশমন কার্যক্রমের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে, ৪) জ্বালানি রূপান্তর ও বাণিজ্যে ন্যায্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে, ৫) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য বিশেষ ছাড় দিতে হবে। জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর জন্য এই আলোচনা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য। তা না হলে উন্নত দেশগুলো তাদের কার্বন নিঃসরণ কমাতে এবং জলবায়ু অর্থায়ন প্রদানের ক্ষেত্রে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পাবে। সুতরাং, এই কপে উল্লিখিত বিষয়গুলো বৈশ্বিক আলোচনায় সমাধান করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে একতাবদ্ধ হয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক আলোচনায় উন্নত দেশগুলো সব সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে আগ্রহী। এই কৌশল তাদের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে সময়ক্ষেপণের সুযোগ করে দেয়। আনতালিয়া কপে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈশ্বিক আলোচনা খুবই মন্থর গতিতে চলছে। এই কপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলে আবার পরবর্তী আদ্দিস আবাবা কপের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর প্রতি অবিচারের এই অনন্তকালের অপেক্ষা শেষ হওয়া জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বিশ্বনেতাদের প্রতিশ্রুতি আর প্রান্তিক মানুষের বাস্তবতার মধ্যে ফারাকটা বরাবরই স্পষ্ট। গত ৯ নভেম্বর ভূমধ্যসাগরের তীরে তুরস্কের মনোরম শহর আন্তালিয়ায় শুরু হওয়া বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ-৩১-এর দিকে তাকালে ওই বৈপরীত্য আবারও চোখে পড়ে। বৈশ্বিক এই আসরে বিশ্বের প্রায় সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, নীতিনির্ধারক ও বিজ্ঞানীরা যখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং জলবায়ু অর্থায়নের জটিল সমীকরণ মেলাচ্ছেন, ঠিক ওই মুহূর্তে হাজার মাইল দূরের বাংলাদেশের পাহাড়, সমতল ও উপকূলীয় অঞ্চলের আদিবাসী জনপদগুলো লড়ছে এক নীরব অস্তিত্ব সংকটের সঙ্গে।

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে সারা বছরে বাংলাদেশের দায় মাত্র ০.৩০ শতাংশ (আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডেটা, ২০২৫)। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম (জার্মানওয়াচ, ২০২৬)। অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির এই বৈষম্যমূলক বাস্তবতায় বাংলাদেশ লঘু পাপে গুরুদণ্ড ভোগ করছে। আর দেশের ভেতরে এই সংকটের সবচেয়ে নির্মম শিকার হচ্ছে পাহাড় ও সমতলের প্রান্তিক আদিবাসী মানুষেরা। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো কিংবা সমতলের সাঁওতাল, ওরাঁও, গারো ও রাখাইনের মতো আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কিন্তু জলবায়ুর বৈরী আচরণে আজ তাদের জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতি খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, আদিবাসী ও সংখ্যায় কম হওয়ার সুযোগ নিয়ে ভূমি মাফিয়ারা সহজেই তাদের ওপর চড়াও হচ্ছে। ভূমিখোররা অব্যাহতভাবে আদিবাসীদের পৈতৃক ভিটেমাটি ও চাষের জমি জবরদখল করে চলেছে। এতে তারা কেবল প্রান্তিকই হচ্ছেন না, হয়ে পড়ছেন পুরোপুরি নিঃস্ব ও অসহায়।

১৯৭৭ থেকে ২০০৭ এই ৩০ বছরে সমতলের ১০টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী (মাহাতো, গারো, রাখাইন, খাসি, হাজং, ডালু, ওরাঁও, পাহান বা মুন্ডা, সাঁওতাল ও পাত্র) মোট ৬ লক্ষ ৭ হাজার বিঘা ভূমি হারিয়েছে, যার অধিকাংশই ঘটেছে জোরপূর্বক উচ্ছেদের মাধ্যমে। এর বর্তমান বাজারমূল্য আনুমানিক ৯ হাজার ৪৩ কোটি টাকা (বারকাত, আবুল, 'বাংলাদেশ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি' ২০১৬)। একদিকে ভূমি হারিয়ে নিঃস্ব হওয়া, অন্যদিকে জলবায়ুর কোপানলে প্রকৃতি ও প্রাণবৈচিত্র্যের বিরূপ পরিবর্তন আদিবাসী জীবন ও জীবিকায় ডেকে এনেছে মারাত্মক বিপর্যয়। কারণ আদিবাসীরা প্রকৃতি থেকেই তাদের খাদ্যশস্য, ভেষজ ঔষধ, প্রাণিজ আমিষ ও বেঁচে থাকার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে থাকেন।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী মূলত প্রকৃতিনির্ভর। তাদের জীবনচক্র, কৃষিব্যবস্থা এবং সামাজিক উৎসব আবর্তিত হয় ঋতুচক্র ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কেন্দ্র করে। উদাহরণস্বরূপ, সাঁওতালরা ফাল্গুনে বাহা-পরব সম্পন্ন না করে কখনো বন থেকে খাদ্যশস্য আহরণ করেন না। কারণ তারা বিশ্বাস করেন, প্রজননকালীন বন থেকে খাবার সংগ্রহ করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতুবৈচিত্র্য অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে একদিকে তীব্র খরা ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে ভয়াবহ পানির সংকট। অন্যদিকে অতিবৃষ্টি ও আকস্মিক পাহাড়ধসে বিলীন হচ্ছে জুমখেত ও বসতভিটা। প্রাকৃতিক ঝিরি ও ছড়ার মুখগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় পাহাড়ি নারীরা মাইলের পর মাইল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পানি সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর ওপর অসাধু কিছু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে ঝিরি থেকে পাথর উত্তোলন করেই যাচ্ছে। ফলে ঝিরিমুখগুলোতে যেটুকু পানি পাওয়া যেত, আজ তাও মিলছে না। সুপেয় পানির অভাবে পাহাড়ি আদিবাসীরা চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন, আর সেচের সংকটে জুম চাষের ফলন কমে যাওয়ায় পাহাড়ে দেখা দিচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা। ঠিক একই ধরনের চিত্র বিরাজ করছে সমতল ও উপকূলের আদিবাসী জনপদেও। বরেন্দ্র অঞ্চলের সাঁওতাল, ওরাঁও, মুন্ডাসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কৃষিকাজ তীব্র খরা এবং ভূগর্ভস্থ পানির সংকটে বিপর্যস্ত। সেখানে আদিবাসী কৃষকেরা বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) কাছ থেকে পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন। ২০২২ সালের ২৩ মার্চ রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার নিমঘট্ট গ্রামের দুই সাঁওতাল কৃষক অভিনাথ মারান্ডি (৩৬) এবং তার চাচাতো ভাই রবি মারান্ডি (২৭) বিএমডিএর কাছ থেকে ন্যায্য সেচের পানি না পেয়ে কীটনাশক পানে আত্মহনন করেন (বণিক বার্তা, ২০২২)। দিনের পর দিন অপারেটরের কাছে ধরনা দিয়েও পানি না পাওয়ায় তারা এই চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অপরদিকে, উপকূলীয় অঞ্চলের রাখাইন এবং সুন্দরবন সংলগ্ন মুন্ডা জনগোষ্ঠী সমুদ্রের লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় দিন গুনছেন। উপকূলে পানিতে অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে মিঠাপানির উৎস নষ্ট হওয়ায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের চিরায়ত পেশা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা। অতিমাত্রায় লবণাক্ত পানিতে দীর্ঘক্ষণ কৃষিকাজ, চিংড়ির ঘেরে শ্রম দেওয়া কিংবা নদী থেকে চিংড়ির পোনা সংগ্রহের ফলে নারীদের জরায়ুতে নানা রোগবালাই ও সংক্রমণ দেখা দিচ্ছে। চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে না পেরে অনেক নারী জরায়ু কেটে বাদ দিতে বাধ্য হচ্ছেন, যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে তাদের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে। সংসারের হাল ধরতে গিয়ে অনেক নারী অল্প বয়সেই সংসার হারাচ্ছেন।

সবচেয়ে বড় পরিহাস হলো, যে আদিবাসীরা শত শত বছর ধরে তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও জীবনচর্চার মাধ্যমে বন-পাহাড় ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে আসছেন এবং বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটে যাদের দায় শূন্যের কোঠায়, তারাই আজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের জলবায়ু নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। আন্তালিয়ায় চলমান কপ-৩১ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়ন এবং 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' বা ক্ষয়ক্ষতি তহবিলের অর্থ ছাড় করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১১ ও ১২ নভেম্বর কপ-৩১-এর লিডারশিপ সামিটে যোগ দিয়ে জলবায়ু ন্যায্যতা ও অভিযোজন তহবিলের দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন (শাহরুখ, এস, 'বাংলাদেশ টেকস ক্লাইমেট জাস্টিস ডিমান্ড টু কপ-৩১' ২০২৬)। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস (সিআইএফ) জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের জন্য নির্ধারণ করেছে (আব্দুল্লাহ, জাবেদ, 'জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় ৩০ মিলিয়ন ডলার পাচ্ছে বাংলাদেশ' ২০২৬)।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, বৈশ্বিক এই জলবায়ু কূটনীতির সুফল কি আদৌ দেশের প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাবে? অতীত অভিজ্ঞতা বলে, জলবায়ু তহবিলের অর্থ প্রায়ই বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্পে ব্যয় হয়, যেখানে প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত চাহিদা ও মতামত বরাবরই উপেক্ষিত থাকে। তাই কপ-৩১ সম্মেলন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সুযোগ। এই মঞ্চ থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট ক্ষয়ক্ষতির চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু কর্মপরিকল্পনায় আদিবাসীদের জন্য আলাদা ও সরাসরি বরাদ্দ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

আন্তালিয়ার সম্মেলন কক্ষে বিশ্বনেতারা হয়তো আগামী দিনের ধরিত্রী রক্ষার নানা প্রতিশ্রুতি দেবেন। কিন্তু ওই প্রতিশ্রুতি যেন কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে; পাহাড়ের ঝিরি আর সমতলের আদিবাসী কৃষকের দোরগোড়ায় যেন এর সুফল পৌঁছায়, সেই প্রত্যাশা রাখি। পাশাপাশি স্বপ্ন দেখি, অভিনাথ ও রবি মারান্ডির মতো কোনো প্রান্তিক কৃষককে যেন আর কখনো সেচের পানির অভাবে আত্মহননের পথ বেছে নিতে না হয়।

শুভ হোক আন্তালিয়ার বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন।

তিন দশকের জলবায়ু সম্মেলনের মঞ্চে প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতির পাহাড় ক্রমেই উঁচু হয়েছে। কিন্তু কার্বন নিঃসরণ, জলবায়ু অর্থায়ন ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সুরক্ষায় প্রত্যাশিত অগ্রগতি কতটা হয়েছে? তুরস্কের আনাতোলিয়ায় আসন্ন কপ থার্টি ওয়ান কি সেই ব্যবধান কমাতে পারবে?

পৃথিবীকে বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি যত দীর্ঘ হচ্ছে, জলবায়ু সংকট মোকাবিলার সময় তত দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। প্রায় তিন দশক ধরে বিশ্বনেতারা জলবায়ু সম্মেলনে মিলিত হচ্ছেন, ঘোষণা করছেন উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য, গঠন করছেন তহবিল এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন কার্বন নিঃসরণ কমানোর। অথচ পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, চরম আবহাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও জলবায়ুজনিত ক্ষয়ক্ষতি উদ্বেগজনক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, নতুন প্রতিশ্রুতি কি সত্যিই পরিবর্তন আনছে, নাকি প্রতিটি সম্মেলন আগের অসম্পূর্ণ অঙ্গীকারের ওপর আরেকটি স্তর যুক্ত করছে?

৯ থেকে ২০ নভেম্বর তুরস্কের আনাতোলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে জাতিসংঘের ৩১তম জলবায়ু সম্মেলন, কপ থার্টি ওয়ান। তুরস্ক সভাপতিত্ব করবে আর অস্ট্রেলিয়া আনুষ্ঠানিক আলোচনার নেতৃত্ব দেবে। এবারের সম্মেলনের বিশেষ তাৎপর্য হলো, নতুন প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দেওয়ার ঘোষণা। কিন্তু এই প্রত্যাশার যৌক্তিকতা বুঝতে হলে ফিরে তাকাতে হবে জলবায়ু কূটনীতির দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে।

আন্তর্জাতিক জলবায়ু সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি হয় ১৯৯২ সালের রিও ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক কাঠামো সনদের মাধ্যমে। এর মূল দর্শন ছিল, জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক সমস্যা হলেও সব দেশের ঐতিহাসিক দায় ও সক্ষমতা সমান নয়। ১৯৯৫ সালে প্রথম কপ অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে নিয়মিত আন্তর্জাতিক আলোচনা শুরু হয়। ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকল উন্নত দেশগুলোর জন্য নির্গমন হ্রাসের বাধ্যতামূলক লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলেও সীমিত অংশগ্রহণ ও বাস্তবায়নগত দুর্বলতার কারণে বৈশ্বিক নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে তা যথেষ্ট কার্যকর হয়নি।

২০০৯ সালের কোপেনহেগেন সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বছরে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন সংগ্রহের লক্ষ্য ঘোষণা করে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্য পূরণ হয়নি। অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি) হিসাব মতে, ২০২২ সালে প্রথমবার তা অতিক্রম করে অর্থায়ন ১১৫ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। এই বিলম্ব জলবায়ু আলোচনায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে আস্থার সংকটকে আরও দৃশ্যমান করে।

২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি জলবায়ু কূটনীতিতে ঐতিহাসিক মোড় তৈরি করে। এতে শিল্পবিপ্লব-পূর্ব সময়ের তুলনায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অনেক নিচে রাখা এবং ১ দশমিক ৫ ডিগ্রিতে সীমিত রাখার প্রচেষ্টা চালানোর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। দেশগুলো পাঁচ বছর অন্তর নিজেদের জাতীয় নির্ধারিত অবদান বা এনডিসি আরও উচ্চাভিলাষী করার অঙ্গীকার করে।

উন্নত দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণ পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ

উন্নত দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণ পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণছবি: রয়টার্স

২০২১২০২৩: জলবায়ু ন্যায্যতা ও জ্বালানি রূপান্তরের নতুন অধ্যায় ২০২১ সালের গ্লাসগো কপ টুয়েন্টি সিক্সে প্রথমবারের মতো সম্মিলিত সিদ্ধান্তে নিয়ন্ত্রণহীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ধাপে ধাপে কমানো এবং অদক্ষ জীবাশ্ম জ্বালানি ভর্তুকি হ্রাসের আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে জলবায়ু অভিযোজন ও অর্থায়ন জোরদারের প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করা হয়। তবে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সম্পূর্ণ সরে আসার বিষয়ে বাধ্যতামূলক সময়সূচি নির্ধারিত হয়নি। ২০২২ সালের মিসরের শারম আল-শেখে কপ টুয়েন্টি সেভেন একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করে। দীর্ঘ আলোচনার পর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' বা ক্ষয়ক্ষতি তহবিল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়।

বাংলাদেশসহ জলবায়ুঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য এটি ছিল জলবায়ু ন্যায্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি। ২০২৩ সালের দুবাই কপ টুয়েন্টি এইটে প্রথম বৈশ্বিক অগ্রগতি মূল্যায়ন বা গ্লোবাল স্টকটেক সম্পন্ন হয়। সম্মেলনে জ্বালানিব্যবস্থায় জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ন্যায়সংগত ও সুশৃঙ্খল উত্তরণের আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা তিন গুণ এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির বার্ষিক হার দ্বিগুণ করার লক্ষ্য সামনে আসে। ক্ষয়ক্ষতি তহবিল কার্যকর করার সিদ্ধান্তও গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিল। তবে এসব সিদ্ধান্তের বড় সীমাবদ্ধতা ছিল বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট বাধ্যবাধকতা ও পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাব।

২০২৪ সালে আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ টুয়েন্টি নাইন মূলত জলবায়ু অর্থায়নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ২০৩৫ সালের মধ্যে বছরে অন্তত ৩০০ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি উৎস মিলিয়ে বছরে ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থায়ন সম্প্রসারণের বৃহত্তর লক্ষ্য সামনে আনা হয়।

যদিও আগের ১০০ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় নতুন লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি, অনেক উন্নয়নশীল দেশ একে বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত মনে করে। কারণ, জলবায়ু অভিঘাত, পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে রূপান্তর এবং ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় প্রয়োজন বিপুল বিনিয়োগ। এখানে অর্থের পরিমাণের পাশাপাশি অর্থায়নের ধরনও গুরুত্বপূর্ণ। ঋণনির্ভর সহায়তা জলবায়ুঝুঁকিপূর্ণ দেশের ঋণের বোঝা বাড়াতে পারে। তাই অনুদান, স্বল্প সুদের অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সহজলভ্য তহবিলকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কপ ৩০: বেলেমে নতুন অঙ্গীকার, পুরোনো প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ২০২৫ সালের নভেম্বরে ব্রাজিলের বেলেমে অনুষ্ঠিত কপ থার্টিকে বাস্তবায়নকেন্দ্রিক সম্মেলন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমাজন অঞ্চলে সম্মেলন আয়োজন বন সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু সংকটের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। সম্মেলনে 'বেলেম পলিটিক্যাল প্যাকেজ' গৃহীত হয়। অভিযোজন অর্থায়ন ২০৩৫ সালের মধ্যে অন্তত তিন গুণ করার আহ্বান, অভিযোজন অগ্রগতি পরিমাপের সূচক এবং 'গ্লোবাল ইমপ্লিমেন্টেশন একসিলারেটর' ও 'বেলেম মিশন টু ১.৫ ডিগ্রি' উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উত্তরণের বাধ্যতামূলক ও সময় নির্ধারিত রূপরেখা সম্মিলিত সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

ব্রাজিলের কপ থার্টি সভাপতিত্ব পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে পৃথক রোডম্যাপ তৈরির উদ্যোগ নেয়। ফলে আলোচনার অগ্রগতি থাকলেও নির্গমন হ্রাসের মূল রাজনৈতিক বিরোধ অনেকাংশে অমীমাংসিত থেকে যায়।



হানিট্র্যাপ: প্রেমেরই ফাঁদ পাতা ভুবনে



চিররঞ্জন সরকার



প্রেমে পড়তে কে না চায়! কেউ চায় সুন্দরী প্রেমিকা, কেউ চায় সুদর্শন প্রেমিক। কেউ খোঁজে মনের মানুষ, কেউ আবার খোঁজে এমন মানুষ, যার সঙ্গে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া যায়। প্রেমের জন্য মানুষ কত কিছুই না করে! কেউ চুলে জেল মাখে, কেউ পারফিউমের বোতল শেষ করে, কেউ আবার পকেটের শেষ টাকাটাও খরচ করে ফেলে। প্রেমের বাজারে এসব অবশ্য পুরোনো কৌশল। কিন্তু এখন প্রেমের বাজারে এমন কিছু খেলোয়াড় নেমেছেন, যাদের উদ্দেশ্য প্রেম করা নয়, প্রেমের অভিনয় করে অন্যের পকেট, মাথা কিংবা দেশের গোপন খবর বের করে নেওয়া। এই প্রেমের নামই হানিট্র্যাপ।

হানিট্র্যাপ কথাটা শুনলে প্রথমেই জেমস বন্ডের সিনেমার কথা মনে পড়ে। সিনেমায় দেখা যায়, এক রহস্যময় সুন্দরী নারী হঠাৎ নায়কের জীবনে হাজির হয়েছেন। তার চোখে-মুখে রহস্য, কথায় মধু, হাসিতে জাদু। নায়ক প্রথমে ভাবেন, আহা! কী সুন্দর প্রেম! কিন্তু দর্শক জানেন, ব্যাপারটা মোটেও এত সহজ নয়। সুন্দরী আসলে প্রেমিকা নন, তিনি গুপ্তচর। তার কাজ নায়কের মন জয় করা, তারপর পকেটের চাবি নয়, রাষ্ট্রের গোপন ফাইলের চাবি সংগ্রহ করা। অর্থাৎ প্রেমের নামে এখানে চলে তথ্যের ব্যবসা। ভালোবাসার ফুলের তোড়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকে গোয়েন্দাগিরির কাঁটা। তবে সিনেমার এই কাহিনী এখন আর শুধু পর্দায় আটকে নেই। বাস্তব পৃথিবীতেও প্রেমের ফাঁদ পেতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের ঘটনা বহু পুরোনো। বিশেষ করে যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য, বড় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কিংবা প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষমতা রয়েছে, তারা অনেক সময় এমন ফাঁদের লক্ষ্যবস্তু হন। সম্প্রতি প্রযুক্তিবিশ্বে আলোচিত একটি ঘটনাও এ প্রসঙ্গ আবার সামনে এনেছে। বিশ্বের অন্যতম বড় এআই চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়াকে ঘিরে এক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে এক নারীর সম্পর্কের কথা চাউর হয়েছে। ওই নারী চীনা সরকারের হয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে অভিযোগটির সত্যতা, ওই নারীর গোয়েন্দা-সংশ্লিষ্টতা কিংবা কোনো তথ্য ফাঁস হয়েছিল কি না, এসব বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। চীনও অভিযোগটিকে ভিত্তিহীন জল্পনা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ঘটনার সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক, বিষয়টি আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে, প্রেম করতে গিয়ে মানুষ কখন যে প্রেমিক বা প্রেমিকা থেকে গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের উৎস হয়ে যায়, তা কি সে নিজেও বুঝতে পারে? ধরা যাক, একজন বড় ব্যবসায়ী। সারা দিন অফিস, মিটিং, হিসাব-নিকাশ, কোটি কোটি টাকার সিদ্ধান্ত। বাড়িতে ফিরলে স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন, 'আজ এত দেরি হলো কেন?' তিনি বলেন, 'অফিসের কাজ।' কিন্তু ফোনে নতুন একজনের মেসেজ আসে, 'খেয়েছ?' ব্যবসায়ী মহোদয়ের মনটা একটু নরম হয়ে যায়। পরদিন মেসেজ আসে, 'তোমার কাজের চাপ খুব বেশি, তাই না?' তারপর একদিন, 'তোমার কোম্পানির নতুন প্রকল্পটা কেমন চলছে?' প্রেমের ফাঁদ পাতার আবার নানা পদ্ধতি আছে। সব ক্ষেত্রে যে কেউ সুন্দরী নারী বা সুদর্শন পুরুষ সেজে প্রেম করতে আসবেন, তা নয়। কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়, যেখানে একজন ব্যক্তি নিজের কোনো গোপন বা বিব্রতকর কাজের জন্য বিপদে পড়তে পারেন। পরে ওই তথ্য প্রকাশ করার ভয় দেখিয়ে তাকে দিয়ে কাজ করানো হয়।

ধরা যাক, কোনো কর্মকর্তা গোপনে এমন কিছু করেছেন, যা প্রকাশ পেলে তার সম্মানহানি হতে পারে। গোয়েন্দারা বিষয়টি জেনে গেলেন। তারপর তাকে বলা হলো, 'আপনার গোপন খবর আমাদের কাছে আছে। এখন আমাদের একটু সাহায্য করুন।' তখন প্রেমের দরকার কী? ভয়ই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় প্রেমের দূত!

তবে সরাসরি প্রেমের অভিনয় করে ফাঁদ পাতার ঘটনাও ইতিহাসে আছে। শীতল যুদ্ধের সময় পূর্ব জার্মানির গোয়েন্দারা আকর্ষণীয় পুরুষদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পশ্চিম জার্মানির নারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পাঠাত। তাদের বলা হতো 'রোমিও স্পাই'। অর্থাৎ প্রেমিকের ছদ্মবেশে গুপ্তচর। প্রেমিকের কাজ হলো প্রেমিকার মন জয় করা, আর গুপ্তচরের কাজ হলো প্রেমিকার অফিসের গোপন খবর সংগ্রহ করা। এখানে প্রেমের সংজ্ঞাটাই একটু আলাদা। সাধারণ প্রেমিক বলেন, 'তোমার মনটা আমাকে দাও।' আর রোমিও স্পাই হয়তো মনে মনে বলেন, 'তোমার অফিসের ফাইলটাও একটু দাও।' এ ধরনের একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল ফ্রান্সের কূটনীতিক বার্নার্ড বুরসিকোর জীবনে। বেইজিংয়ে কর্মরত এই কূটনীতিকের সঙ্গে পিকিং অপেরার এক শিল্পী শি পেই পুর পরিচয় হয়। শি নিজেকে নারী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমনকি শি দাবি করেন, তাদের একটি সন্তানও হয়েছে। প্রায় দুই দশক ধরে এই সম্পর্ক চলে। পরে জানা যায়, শি আসলে পুরুষ এবং এই সম্পর্কের সঙ্গে চীনা গোয়েন্দাদের যোগাযোগ ছিল। একসময় বুরসিকোকে বলা হয়, প্রেমিকাকে দেখতে চাইলে ফরাসি দূতাবাসের গোপন তথ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রেমের টানে তিনি রাজি হয়ে যান। অর্থাৎ প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার টিকিট কিনতে তাকে রাষ্ট্রের গোপন কাগজপত্র জমা দিতে হয়েছে! শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে বুরসিকো জানতে পারেন, এত দিনের প্রেমের গল্পে তিনি আসলে কত বড় প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

এ ঘটনা শুনলে মনে হয়, প্রেমে পড়ার আগে শুধু প্রেমিকার নাম-ঠিকানা জানলেই চলে না, প্রয়োজনে তার জন্মসনদও যাচাই করা দরকার! তবে মজা একদিকে, বাস্তবতা অন্যদিকে। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ব্যবহার করে প্রতারণা করা নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ।

ক্যাটরিনা লিউং নামের এক চীনা বংশোদ্ভূত মার্কিন নারীর ঘটনাও বেশ চমকপ্রদ। তিনি এফবিআইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে চীনের কাছেও তথ্য সরবরাহ করতেন বলে অভিযোগ ওঠে। সবচেয়ে মজার বিষয়, এফবিআইয়ের দুজন কর্মকর্তার সঙ্গেও তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। অর্থাৎ একই ব্যক্তির কাছে প্রেম, গোয়েন্দাগিরি এবং তথ্য আদান-প্রদানের এক অদ্ভুত ত্রিভুজ তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে ও সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, প্রেমের ফাঁদে পড়তে হলে সব সময় বোকা হতে হয় না। বড় বড় কর্মকর্তা, কূটনীতিক, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী, অনেকেই এমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন। কারণ মানুষের পদমর্যাদা যত বড়ই হোক, ব্যক্তিগত আবেগের জায়গায় তিনি শেষ পর্যন্ত একজন সাধারণ মানুষ। তারও ভালো লাগা আছে, একাকিত্ব আছে, প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা আছে। কেউ যদি ওই জায়গাটিতে ঠিকমতো হাত দিতে পারে, তাহলে বিপদ তৈরি হতে পারে। আমাদের সমাজেও প্রেমের নামে প্রতারণার অভাব নেই। ফেইসবুকে পরিচয়, তারপর ইনবক্সে কথাবার্তা, কয়েক দিনের মধ্যে 'তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে আপন মানুষ'। এরপর ভিডিও কল, ব্যক্তিগত ছবি, উপহার, টাকা ধার কিংবা নানা ধরনের আবদার। কখনো আবার বলা হয়, 'তুমি যদি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো, তাহলে এই কাজটা করতেই হবে।' প্রেমের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যেন দিন দিন কঠিন হচ্ছে! আগে প্রেমিক-প্রেমিকারা চিঠি লিখতেন। এখন লেখেন ইনবক্সে। আগে প্রেমের প্রমাণ ছিল গোলাপ ফুল। এখন প্রমাণ হিসেবে চাওয়া হয় ব্যক্তিগত ছবি, পাসওয়ার্ড কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য। আগে প্রেমিক বলতেন, 'তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।' এখন কেউ কেউ হয়তো বলেন, 'তোমার ওটিপিটা দাও, না হলে আমাদের সম্পর্ক থাকবে না।' প্রেমের এমন আধুনিক সংস্করণে অবশ্য রোমান্সের চেয়ে বিপদের পরিমাণই বেশি। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার, সব সুন্দরী নারী গুপ্তচর নন, সব সুদর্শন পুরুষ প্রতারক নন, আর সব অনলাইন প্রেমও হানিট্র্যাপ নয়। কাউকে শুধু তার সৌন্দর্য, পোশাক কিংবা পরিচয়ের ভিত্তিতে সন্দেহ করা উচিত নয়। সমস্যা সৌন্দর্যে নয়, সমস্যা প্রতারণায়। সমস্যা প্রেমে নয়, সমস্যা প্রেমের নামে কাউকে ব্যবহার করার মধ্যে। বিশেষ করে যারা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কিছু সতর্কতা প্রয়োজন। অফিসের গোপন তথ্য, পাসওয়ার্ড, ব্যক্তিগত নথি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা আবেগের বশে কারও সঙ্গে বলা উচিত নয়। নতুন পরিচিত কেউ অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখালে, খুব দ্রুত ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে কিংবা ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে থাকলে একটু ভাবা দরকার। কারণ প্রেমে অন্ধ হওয়া সাহিত্যে যতই সুন্দর শোনাক, বাস্তব জীবনে তা বেশ বিপজ্জনক। বিশেষ করে প্রেমের মানুষটি যদি আপনার মনের খবরের চেয়ে অফিসের ফাইলের খবর বেশি জানতে চান! সবশেষে বলা যায়, পৃথিবীতে প্রেমের ফাঁদ সত্যিই অনেক। কেউ পাতে মন পাওয়ার জন্য, কেউ টাকা পাওয়ার জন্য, কেউ ব্যক্তিগত ছবি সংগ্রহের জন্য, আবার কেউ রাষ্ট্রের গোপন তথ্য পাওয়ার জন্য। উদ্দেশ্য আলাদা, কিন্তু কৌশল প্রায় একই, আগে বিশ্বাস অর্জন, পরে সুযোগ গ্রহণ। তাই প্রেম করুন, মন খুলে করুন, মানুষকে ভালোবাসুন।

কিন্তু ভালোবাসার নামে নিজের বিবেক, বিচারবুদ্ধি আর গোপনীয়তার চাবি অন্যের হাতে তুলে দেবেন না। প্রেমেরই ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে! তবে সেই ফাঁদে পা দেওয়ার আগে একবার দেখে নেওয়া ভালো, সামনে ভালোবাসার মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন, নাকি ভালোবাসার ছদ্মবেশে কোনো গোয়েন্দা!

এলডিসি উত্তরণে বাড়তি তিন বছর: সময়ের ঋণ শোধের পরীক্ষা



শোয়েব সাম্য সিদ্দিক

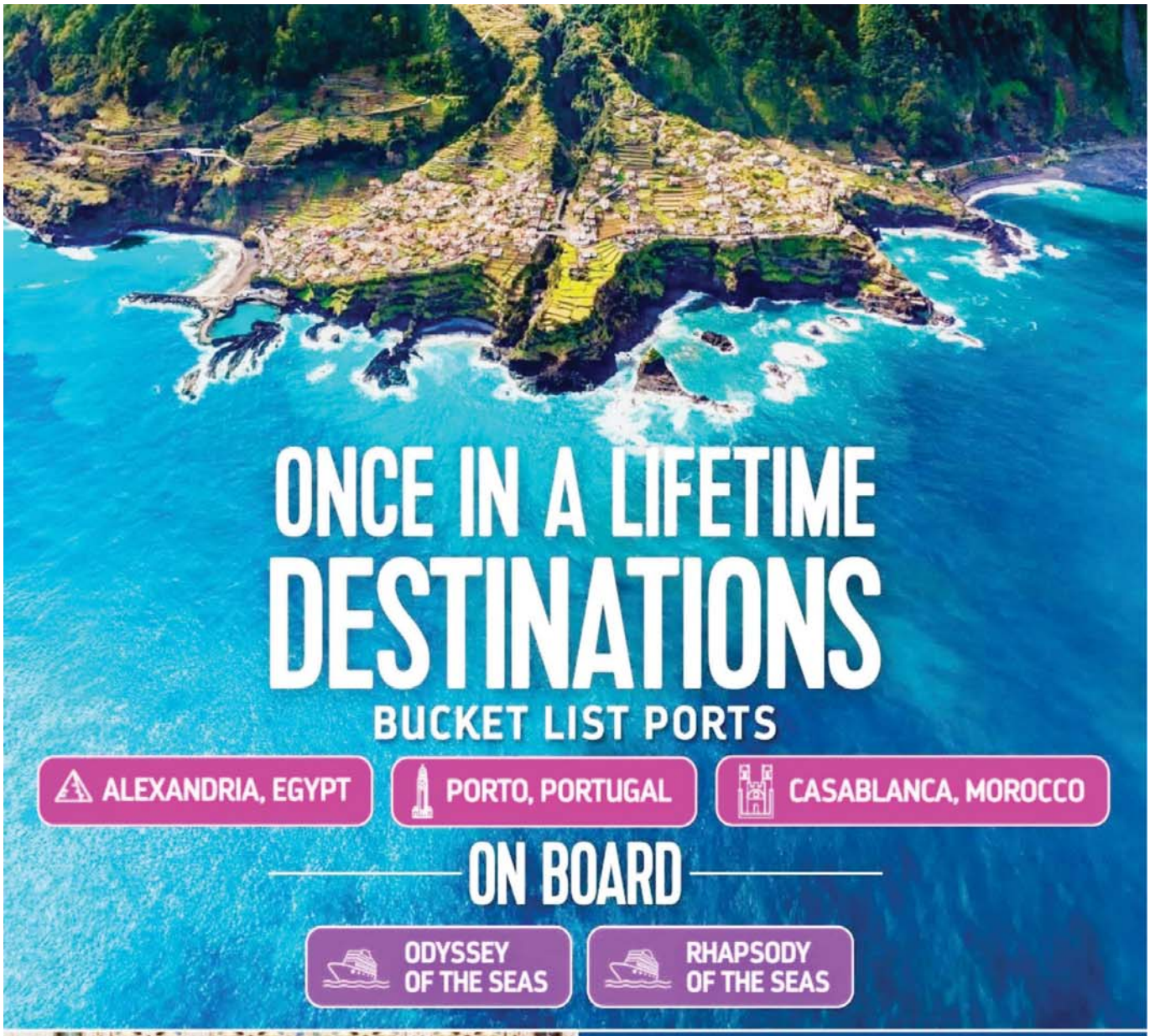


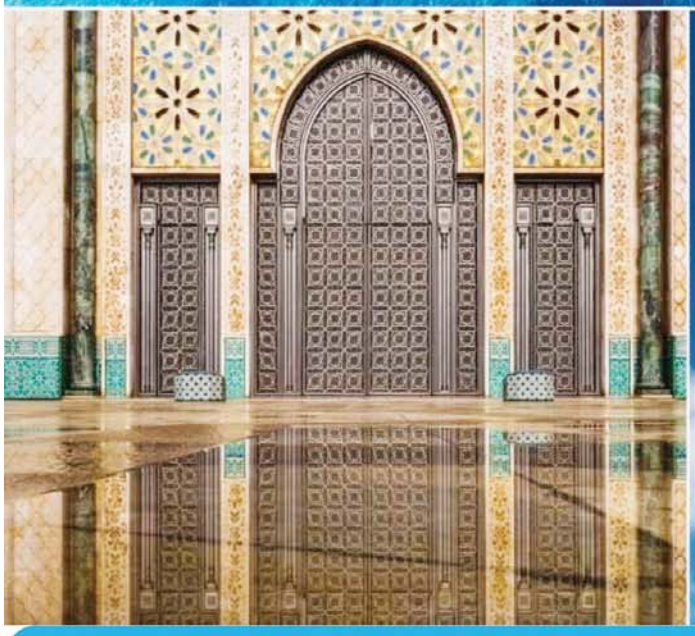
২৪ নভেম্বর ২০২৬ তারিখটি কয়েক বছর ধরে ব্যবসায়ী মহল, নীতিনির্ধারক আর গবেষকদের আলোচনায় ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরছিল। আজ তার নয় দিন আগে দাঁড়িয়ে দেখছি, দিনটা আর উত্তরণের দিন নয়। অক্টোবরের শেষে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বাংলাদেশ ও নেপালের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিকাল তিন বছর বাড়িয়েছে। নতুন তারিখ ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর। ঘড়ির কাঁটা থামেনি, শুধু পিছিয়েছে। প্রশ্ন হলো, এই পিছিয়ে যাওয়া সময়ে আমরা কী করব। আগে পটভূমিটা মনে করা দরকার। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সাল থেকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় আছে। ২০১৮ ও ২০২১ সালের পর্যালোচনায় তিনটি মানদণ্ডেই উত্তীর্ণ হওয়ায় জাতিসংঘের কমিটি উত্তরণের সুপারিশ করেছিল। এমন সাফল্য খুব কম দেশেরই আছে। উত্তরণের কথা ছিল ২০২৪ সালে, করোনার কারণে তা দুই বছর পিছিয়ে ২০২৬ সালে ঠেকে। এটি আমাদের দ্বিতীয় দফা বাড়তি সময়। প্রথমবার সময় পেয়েছিলাম মহামারির কারণে। এবার পেলাম নতুন সরকারের আবেদনে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপ, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা আর বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার যুক্তিতে। জাতিসংঘের কমিটি স্পষ্ট বলেছে, বাংলাদেশ তিনটি মানদণ্ডেই নির্ধারিত সীমা বড় ব্যবধানে পেরিয়েছে এবং পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি কম। অর্থাৎ আমাদের সক্ষমতা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে কমিটি হুঁশিয়ার করেছে, বাড়তি সময়কে যেন প্রস্তুতি এড়ানোর অজুহাত না বানানো হয়। এই দ্বিতীয় বাক্যটিই আমাদের জন্য বেশি জরুরি।

তাহলে অস্বস্তিকর প্রশ্নটা সামনে রাখি। উত্তরণ পেছানো কি সুসংবাদ, নাকি স্বীকারোক্তি যে আমরা তৈরি নই? উত্তর দুটোই। সুসংবাদ, কারণ তৈরি না থেকে ঝাঁপ দিলে যে ধাক্কা লাগত, তা এড়ানো গেছে। জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের এক সাম্প্রতিক মূল্যায়নে অনুমান করা হয়েছে, উত্তরণের পর আমরা বছরে সাড়ে সাতেরো বিলিয়ন ডলারেরও বেশি রপ্তানি হারাতে পারি। এত বড় ঝুঁকি নিয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় বেরোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতো না। আবার এটি স্বীকারোক্তিও, কারণ ২০১৮ থেকে আট বছরে যতটা প্রস্তুতি দরকার ছিল, ততটা আমরা নিতে পারিনি। যে দেশ সব মানদণ্ড পূরণ করেও বাড়তি সময় চায়, তার সামনে দুটো পথ থাকে। হয় সে সময়কে সংস্কারের হাতিয়ার বানায়, নয়তো স্বস্তির বিছানা। পরের পথে হাঁটলে তৃতীয়বার সময় চাওয়ার নৈতিক জোর আর থাকবে না। এখন আসল বিশ্লেষণ। উত্তরণ মানে কী হারাব? স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বড় বাজারে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পাই। উত্তরণের পর সেই সুবিধা ধাপে ধাপে কমে। সুবিধা কমলে পণ্যের দাম বাড়ে না, ক্রেতার হাতে বিকল্প বাড়ে। বিকল্প থাকলে ক্রেতা সবচেয়ে সস্তা আর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারীর দিকে যায়, যা আমাদের জন্য বড় পরীক্ষা। রপ্তানির বড় অংশ এখনো তৈরি পোশাকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই খাত আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন, কিন্তু এক পায়ে দাঁড়ানো অর্থনীতি ধাক্কা সামলাতে পারে না। সরকার রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানোর কথা বলছে, যা সঠিক উদ্যোগ। তবে শুধু তালিকায় নতুন পণ্যের নাম যোগ করলেই হবে না। এর জন্য দরকার নতুন শিল্প, দক্ষতা, বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা। চামড়া, হালকা প্রকৌশল, কৃষিপণ্য, তথ্যপ্রযুক্তি ও ওষুধশিল্পকে বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠা করতে সময় লাগবে। তবে উদ্যোগ শুরু হলে এই তিন বছরেই শক্ত ভিত গড়া সম্ভব। সরকার ২০২৬-২০২৯ মেয়াদে সামষ্টিক স্থিতিশীলতা, আর্থিক খাতের সুশাসন, রাজস্ব সংস্কার, ব্যবসা সহজীকরণ ও রপ্তানি বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরির কথা জানিয়েছে। তবে পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে দায়িত্ব বণ্টন, সময়সীমা নির্ধারণ ও অগ্রগতি মূল্যায়নের ওপর। এগুলো নিশ্চিত না হলে পরিকল্পনা ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। মুক্ত বাণিজ্য ও অংশীদারত্ব চুক্তি নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করে। তবে চুক্তি করাই যথেষ্ট নয়, এর সুফল পেতে হলে কোন শিল্প সুরক্ষা পাবে, কোনটি প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে এবং উপপত্তির শর্ত কতটা পূরণ করা সম্ভব, তা আগে বুঝতে হবে। এ জন্য প্রশিক্ষিত বাণিজ্য আলোচক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা জরুরি। আলোচনার টেবিলে বসে হিসাব শুরু করলে দর-কষাকষিতে পিছিয়ে পড়তে হবে। শিল্পায়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অপরিহার্য। কিন্তু দেশীয় গ্যাসের মজুত কমায় আমদানি-নির্ভরতা বাড়ছে। তাই জ্বালানির উৎস ও অবকাঠামো সম্প্রসারণ জরুরি। পাশাপাশি রাজশাহী ও রংপুরের মতো অঞ্চলে গ্যাস ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে হবে। শিল্প কয়েকটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকলে যানজট, জমির দাম ও আবাসন সংকট বাড়বে, আঞ্চলিক বৈষম্যও বাড়বে। তাই জ্বালানি অবকাঠামো শুধু শিল্পায়ন নয়, আঞ্চলিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠারও শর্ত। সবচেয়ে বড় বাধা ব্যাংকিং খাতে। ব্যাংকার হিসেবে বলছি, ব্যাংক অর্থনীতির রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা। খেলাপি ঋণ বাড়লে নতুন ঋণ বিতরণ বাধাগ্রস্ত হয়, সুদের হার বাড়ে এবং বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়। সরকারও ব্যাংকিং ও পুঁজিবাজারের সুশাসনের দুর্বলতা স্বীকার করেছে। তবে আস্থা ঘোষণায় ফেরে না, ফেরে কার্যকর সংস্কারে। ঋণ আদায়ে স্বচ্ছতা, ব্যাংক পরিচালনায় যোগ্যতা ও স্বাধীনতা এবং আমানতকারীর অর্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি ছাড়া উদ্যোক্তা ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরবে না।

উত্তরণের পর রপ্তানি সুবিধার পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীদের স্বল্পসুদে ঋণ ও অনুদানের সুযোগও ধীরে ধীরে কমবে। ফলে নিজস্ব রাজস্বের ওপর নির্ভরতা বাড়াতে হবে। কিন্তু কম কর আদায় ও কর ব্যবস্থার দুর্বলতা রাজস্ব বাড়ানোর পথে বাধা। রাজস্ব ভিত্তি শক্ত না হলে অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় বাড়ানো কঠিন হবে। তাই আইএমএফসহ উন্নয়ন সহযোগীদের শর্ত পূরণের পাশাপাশি নিজস্ব সংস্কার এজেন্ডাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারের পরিকল্পনায় পাঁচ পক্ষের অংশীদারত্বের কথা থাকলেও জনগণের অংশগ্রহণ শুধু নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। পরিকল্পনা ও অগ্রগতি প্রকাশের পাশাপাশি জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য রপ্তানি, জ্বালানি, খেলাপি ঋণ, কর আদায় ও বিনিয়োগের অগ্রগতি নিয়ে প্রতিবছর প্রকাশ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করা জরুরি। এতে সংস্কারে জনদরদারি বাড়বে। উত্তরণ পেছানোর দাবিতে ব্যবসায়ী সমাজ সক্রিয় ছিল। এখন বাড়তি সময় পাওয়ায় তাদের প্রস্তুতির দায়িত্বও বাড়বে। নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের বৈচিত্র্য ও আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে হবে। সরকার নীতি ও অবকাঠামোগত সহায়তা দেবে, আর উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ ও ঝুঁকি নেওয়ার সক্ষমতা দেখাতে হবে। তিন বছরকে তিন ধাপে ভাবা যায়। প্রথম বছর ভিত্তি তৈরির: ব্যাংকিং সংস্কার, জ্বালানির জোগান নিশ্চিত করা আর বাণিজ্য আলোচনার দক্ষতা গড়ার কাজ এই বছরেই শুরু হতে হবে। দ্বিতীয় বছর বিনিয়োগ ও শিল্প স্থাপনের, যখন আস্থা ফিরলে নতুন কারখানার কাজ চোখে পড়বে।

তৃতীয় বছর বাজার ধরার, যখন নতুন পণ্য আর নতুন চুক্তি মিলিয়ে রপ্তানির ঝুড়ি সত্যিই বদলাতে শুরু করবে। এই ক্রম উল্টে গেলে, অর্থাৎ ভিত্তি না গড়ে সরাসরি বাজার ধরতে গেলে, ফল মিলবে না। তিনটি বড় ঝুঁকি সামনে রয়েছে: রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার অভাব, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা ও সংস্কারের ক্লান্তি। সরকার পরিবর্তনে সংস্কার থেমে গেলে সময় নষ্ট হবে।





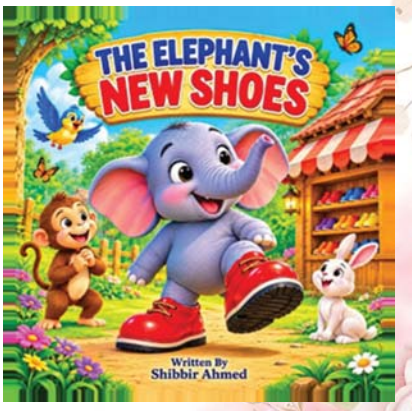


USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

প্রকাশিত হলো শিব্বীর আহমেদের সচিত্র ইংরেজি শিশুতোষ গল্পের বই ‘The Elephant’s New Shoes’

বাপা নিউজ, নিউইয়র্ক

দেশের খ্যাতনামা লেখক, সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক শিব্বীর আহমেদের নতুন সচিত্র ইংরেজি শিশুতোষ গল্পের বই ‘The Elephant’s New Shoes’ প্রকাশিত হয়েছে। স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্বয় প্রকাশ থেকে প্রকাশিত বইটি সম্পূর্ণ রঙিন ও দৃষ্টিনন্দন অলংকরণে সমৃদ্ধ। বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০২৭ নির্ধারিত রয়েছে। অমর একুশে বইমেলা ২০২৭ উপলক্ষে বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের পরিকল্পনা থাকলেও, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বইমেলায় প্রদর্শনের জন্য আগেই এটি প্রকাশ করা হয়েছে। এরই মধ্যে প্রবাসী পাঠক ও শিশুদের মধ্যে বইটি সাড়া ফেলেছে। বইটির প্রচ্ছদ ও ভেতরের সব চিত্রাঙ্কন করেছেন লেখক শিব্বীর আহমেদ নিজেই। শিশুদের কল্পনাশক্তি, কৌতূহল, দয়া ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে লেখা গল্পটির মূল বার্তা–প্রত্যেকের মধ্যেই বিশেষ কিছু দেওয়ার মতো গুণ ও সামর্থ্য রয়েছে। রঙিন অলংকরণ ও আকর্ষণীয় গল্পের সমন্বয়ে বইটি শিশুদের বিনোদনের পাশাপাশি তাদের ইতিবাচক মানসিকতা ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা বিকাশে সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও সৃজনশীল লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত শিব্বীর আহমেদ শিশুসাহিত্যেও স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্বয় প্রকাশ, অনন্যা, নালন্দা, বাংলাপ্রকাশ ও সময় প্রকাশন থেকে তাঁর পঞ্চাশের বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। শিশুদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ছড়া ও ছবির বই ‘ধামিয়ান’ এবং গল্পের ছবির বই ‘ভয়ানক ধামি’ ও ‘ধামি করবে বিয়ে’। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ড থেকে মুদ্রিত বইটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক বাজারে বইটি সহজলভ্য করতে বাংলাদেশসহ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ভারতের বিভিন্ন পরিবেশকের মাধ্যমে বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বইটির পরিবেশক হিসেবে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের মুক্তধারা, কানাডার টরন্টোর বাংলা মিডিয়া, ভারতের কলকাতার বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন ও নয়া উদ্যোগ এবং নয়াদিল্লির ডি কে বুক এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড। প্রকাশক ও সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, শিব্বীর আহমেদের নতুন এই বই বাংলাদেশ ও প্রবাসের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলাভাষী ও ইংরেজিভাষী শিশুদের কাছে সমাদৃত হবে।



একুশের চেতনা থেকে সরে যাচ্ছে বইমেলা



দ্রোহী তারা

আবারও ছন্দপতন ঘটছে অমর একুশে বইমেলার। সাধারণত প্রতিবছর ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে এই প্রাণের মেলার আয়োজন করা হলেও তা হচ্ছে না। আগামী বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পবিত্র মাহে রমজান শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এ বিষয় মাথায় রেখে বইমেলা এগিয়ে এনে ৭ জানুয়ারি শুরু হবে, শেষ হবে ৬ ফেব্রুয়ারি। মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, আয়োজক ও প্রকাশকরা শুধু বাণিজ্যের কথা মাথায় রেখে এমনটি করছেন। এতে মাতৃভাষার প্রতি যে মূল চেতনা, তা থেকে অনেকাংশে সরে আসছে অমর একুশে বইমেলা।

এর আগে ২০২০ সালে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনের কারণে মেলা শুরু হয় ২ ফেব্রুয়ারি। পরের বছর করোনাভাইরাস মহামারির কারণে উদ্বোধন পিছিয়ে ১৮ মার্চ করা হয়। সে বছর বই বিক্রি এক যুগের মধ্যে সবচেয়ে কমে নেমে আসে তিন কোটি ১১ লাখ টাকা।

২০২২ সালে মেলা শুরু হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি। ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়ার কথা থাকলেও মেয়াদ বাড়িয়ে ১৭ মার্চ পর্যন্ত চালানো হয়। ২০২৪ সালে বৃষ্টিতে প্রথম দুদিন বিঘ্নিত হওয়ায় মেলার মেয়াদ বাড়িয়ে ২ মার্চ পর্যন্ত করা হয়। ২০২৩ ও ২০২৫ সালে ফেব্রুয়ারিজুড়েই বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তা দেখা দেয় ২০২৬ সালের মেলা ঘিরে। ২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও রমজানের কথা বিবেচনায় মেলা হবে ২০২৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। কিন্তু প্রকাশক ও লেখকদের প্রতিবাদের মুখে ১০ দিনের মাথায় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। পরে নির্বাচন শেষে মেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। প্রথমে ২০ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনের ঘোষণা এলেও শেষ পর্যন্ত মেলা শুরু হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি। চলে ১৫ মার্চ পর্যন্ত, মোট ১৮ দিন। পুরো মেলা হয় রমজানের মধ্যে। এই অভিজ্ঞতার পর ২০২৭ সালের মেলার সময় এগিয়ে আনার প্রস্তাব দেয় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি (বাপুস)। গত ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলা একাডেমিকে দেওয়া চিঠিতে সংগঠনটি ৭ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা আয়োজনের প্রস্তাব দেয়। চিঠিতে বলা হয়, রমজানের কারণে সময় এগিয়ে আনার প্রয়োজন থাকলেও ফেব্রুয়ারির সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও আবেগের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা জরুরি।

পরে গত ১৩ অক্টোবর বাংলা একাডেমিতে প্রকাশক-প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভায় নতুন সময়সূচি চূড়ান্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে ৭ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ অক্টোবর বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। জানুয়ারিতে মেলা আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম সমকালকে বলেন, প্রতিবছর মেলা আয়োজনের অভিজ্ঞতা ও নিয়মিত প্রস্তুতি থাকায় বাংলা একাডেমি এ ক্ষেত্রে প্রস্তুত রয়েছে।

চটের ওপর ৩২ বই থেকে মাসব্যাপী বইমেলা

অমর একুশে বইমেলার সূচনা স্বাধীনতার পর। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তধারা প্রকাশনীর চিত্তরঞ্জন সাহা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণের বর্ধমান হাউসের সামনে চট বিছিয়ে ৩২টি বই নিয়ে বসেন। তাঁর উদ্যোগ থেকেই বর্তমান ধারার বইমেলার যাত্রা শুরু। পরে অন্য প্রকাশকরাও এতে যোগ দেন।

১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমি আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। পরের বছর যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি। শুরুতে আট থেকে ১০ দিন চললেও প্রকাশকদের অনুরোধ ও ক্রেতাদের উপস্থিতিতে মেলার মেয়াদ বাড়তে থাকে। ১৯৮০ সালে ১৪ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি মেলার পরিকল্পনা থাকলেও তা বাড়িয়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করা হয়। ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালেও সময়সূচিতে পরিবর্তন আসে। ১৯৮৩ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতায় মেলার আয়োজন ব্যাহত হয়। পরের বছর ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা’ নামে মাসব্যাপী আয়োজনের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পুরো মাস মেলা আয়োজনের রীতি নিয়মিত হয়ে ওঠে। ২০১৪ সালে মেলার পরিসর বাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নেওয়া হয়। ২০২১ সালে এ মেলার নামকরণ করা হয় অমর একুশে বইমেলা।

নামের সঙ্গে চেতনার সম্পর্ক

লেখক ও গবেষক সালেক খোকন বলেন, বইমেলার সময় বারবার বদলানো শুধু তারিখের পরিবর্তন নয়; এর সঙ্গে একুশের চেতনা ধারণের প্রশ্নও যুক্ত। অমর একুশে বইমেলা আমরা বলছি, কিন্তু সেটা যদি এপ্রিল, মার্চ অথবা জানুয়ারিতে হয়, তাহলে অমর একুশে বলছি কেন? তিনি আরও বলেন, বই বিক্রি গুরুত্বপূর্ণ হলেও অমর একুশে বইমেলাকে সাধারণ বইমেলার মতো দেখা উচিত নয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও একুশের চেতনা এর স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছে। তাই সময়সূচি নির্ধারণে রাষ্ট্র, বুদ্ধিজীবী, লেখক ও প্রকাশকদের সচেতন ভূমিকা থাকা উচিত। বাণিজ্যিক দিক বেশি গুরুত্ব পেলে মেলার তাৎপর্য দুর্বল হতে পারে। একুশে বইমেলার মূল চেতনার বিষয়ে প্রকাশনা সংস্থা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহরুখ মহিউদ্দিন বলেন, আমাদের সমাজে আর শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষা আন্দোলনের চেতনা আমরা কতটা ধারণ করি? যতটা চেতনা সেখানে অক্ষুণ্ন আছে, তার চেয়ে কিছু বেশি আপনারা বইমেলাতে পাবেন এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

একুশে বইমেলা শুরু হয়েছিল প্রকাশকদের উদ্যোগে, সরকারি উদ্যোগে নয়। আর সব সাংস্কৃতিক মেলার সঙ্গে যেমন তার অর্থনীতি জড়িত, বইমেলাকে তার বাইরে ভাবলে চলবে না। বইমেলা লাভজনক না হলে তা প্রকাশকদের অস্তিত্ব এবং সর্বোপরি একুশের চেতনার অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলবে। দুই বছর ধরে তা-ই ঘটে আসছে। আশা করি এবার ভিন্ন অভিজ্ঞতা হবে।

বিক্রি কমছে, নতুন বইও কম

সময়সূচির পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে প্রকাশকদের উদ্বেগের কেন্দ্রে রয়েছে বিক্রি। ২০২৬ সালের মেলা পরিচালনা কমিটির তথ্য অনুযায়ী, ১৪ মার্চ পর্যন্ত ১৭ দিনে ২৬৯টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিক্রি ছিল প্রায় আট কোটি টাকা। এই হিসাব ধরে ৫৭০টি প্রতিষ্ঠানের জন্য গড় করে পুরো মেলার বিক্রি আনুমানিক ১৭ কোটি টাকা হতে পারে। তবে এটি অনুমানভিত্তিক হিসাব, নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান নয়। এর আগের বছরগুলোতে বিক্রির অঙ্ক ছিল বেশি। ২০২৫ সালে আনুমানিক ৪০ কোটি, ২০২৪ সালে ৬০ কোটি এবং ২০২০ সালে ৮২ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হিসাবে উল্লেখ রয়েছে। এসব অঙ্ক প্রকাশকদের দেওয়া তথ্যনির্ভর; নিরীক্ষিত হিসাব নয়।

নতুন বইয়ের সংখ্যাও কমেছে। ২০২৬ সালের মেলায় মোট নতুন বই এসেছে দুই হাজার ৭টি। তবে ১৪ মার্চ পর্যন্ত তথ্যকেন্দ্রে জমা পড়েছিল এক হাজার ৭৭১টি বই। ২০২৫ সালে নতুন বইয়ের সংখ্যা ছিল তিন হাজার ২৯৩ এবং ২০২৪ সালে তিন হাজার ৭৫১। সব প্রকাশক তথ্যকেন্দ্রে নতুন বইয়ের তথ্য জমা দেন না, তাই প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে।

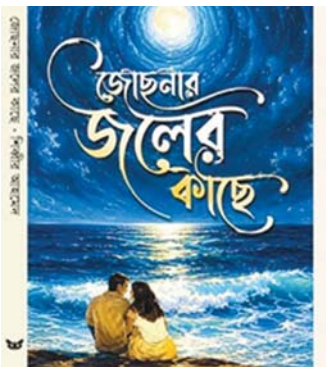
প্রকাশকদের মতে, দেরিতে মেলা শুরু হওয়া ও রমজানের মধ্যে মেলা চলায় ক্রেতার উপস্থিতি কমেছে। তবে বিক্রি ও নতুন বইয়ের সংখ্যা কমার একমাত্র কারণ সময়সূচির পরিবর্তন এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো তথ্য নেই। বইয়ের দাম, পাঠকের ব্যয় করার সামর্থ্য, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও পাঠাভ্যাসের পরিবর্তনও বিবেচনায় নিতে হবে।

‘আগের মতো উৎসবের উচ্ছ্বাস অনুভব করছি না’

১৯৮৮ সাল থেকে বইমেলায় অংশ নিচ্ছেন সময় প্রকাশনের প্রকাশক ফরিদ আহমেদ। তাঁর মতে, অমর একুশে বইমেলা একসময় বই কেনাবেচার বাইরেও বৃহৎ সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছিল। দেশের বাইরের বাঙালিদের মধ্যেও এ মেলা ঘিরে বিশেষ আবেগ ছিল। মেলার টানে বিদেশে থাকা লেখকরা দেশে ফিরতেন, পাঠকরা অপেক্ষা করতেন নতুন বইয়ের জন্য। দীর্ঘ সময়ে একাধিক প্রজন্মকে এই মেলা ঘিরে উচ্ছ্বাস নিয়ে অংশ নিতে দেখেছেন ফরিদ আহমেদ। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই আগ্রহ আগের মতো চোখে পড়ছে না বলে তাঁর পর্যবেক্ষণ। তিনি বলেন, বইমেলাকে কেন্দ্র করে বইও প্রকাশ করব। কিন্তু আগের মতো উৎসবের উচ্ছ্বাস অনুভব করছি না। এই প্রকাশকের মতে, এ সমস্যার দায় শুধু নতুন প্রজন্মের নয়। আয়োজক, প্রকাশক ও সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভাবতে হবে, কীভাবে নতুন প্রজন্মকে বইমেলার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বই পড়ার অভ্যাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলাও জরুরি।

তারিখ বদলালে বদলায় প্রকাশনার পরিকল্পনাও

বইমেলা ঘিরে প্রকাশকদের প্রস্তুতি শুরু হয় অনেক আগে। পাণ্ডুলিপি বাছাই, সম্পাদনা, প্রচ্ছদ তৈরি, ছাপা ও বাজারজাত করতে সময় লাগে। মেলার তারিখ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলে এসব পরিকল্পনাও প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে মেলাকেন্দ্রিক নতুন বই প্রকাশ করেন যেসব প্রকাশক, তাদের জন্য সময়সূচি গুরুত্বপূর্ণ। কখন বই ছাপা হবে, প্রচার শুরু হবে এবং কত কপি ছাপানো হবে এসব সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলার সময় ও ক্রেতার উপস্থিতির সম্পর্ক রয়েছে। মেলা দেরিতে শুরু হলে বা রমজানের মধ্যে পড়লে বিক্রির প্রত্যাশাও বদলে যায়। তবে সময় বদলের কারণে ঠিক কতটি বই কম প্রকাশিত হয়েছে বা কত টাকার বিক্রি কমেছে, সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তুলনামূলক তথ্য নেই। গবেষক ও প্রকাশক মফিদুল হকের মতে, প্রকাশকদের বইমেলার সূচনার প্রধান ভিত্তি এবং মুখ্য বিষয় ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। সময়ের সঙ্গে মেলার পরিসর ও প্রকাশকের সংখ্যা বাড়লেও বইয়ের সামগ্রিক বিকাশে নীতিগত উদ্যোগের ঘাটতি রয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, দেশে গ্রন্থনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। প্রকাশনা খাতের সংকট মোকাবিলায় সরকার, বাংলা একাডেমি ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ দরকার। এই গবেষক বলেন, প্রকাশনা খাতের সংকট মোকাবিলায় শুধু বইমেলার আয়োজনের দিকে মনোযোগ দিলেই চলবে না। বইয়ের সামগ্রিক বিকাশ, প্রকাশকদের টিকে থাকার সুযোগ এবং পাঠক তৈরির দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত নীতিগত পদক্ষেপ ছাড়া এ সংকট কাটানো কঠিন।



অমর একুশে বইমেলা ২০২৭

ভালোবাসার গল্প নিয়ে শিব্বীর আহমেদের গল্পগ্রন্থ ‘জোছনার জলের কাছে’

বাপা নিউজ, ঢাকা

ভালোবাসা, বিরহ, অপেক্ষা, স্মৃতি ও মানবিক সম্পর্কের নানা অনুভূতি নিয়ে ২০২৭ সালের অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে লেখক, সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক শিব্বীর আহমেদের নতুন গল্পগ্রন্থ ‘জোছনার জলের কাছে’। একগুচ্ছ প্রেমের গল্প নিয়ে রচিত বইটি প্রকাশ করছে দেশের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অনন্যা।

প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি, সম্পর্কের গভীরতা, না-পাওয়ার বেদনা, হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি এবং ভালোবাসার নতুন উপলব্ধি–এমন নানা বিষয় উঠে এসেছে গল্পগ্রন্থটিতে। মানুষের জীবনের নানা বাঁকে প্রেম যেভাবে কখনো আনন্দ, কখনো বিষাদ, কখনো অপেক্ষা আবার কখনো নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা হয়ে দেখা দেয়, লেখক তাঁর গল্পগুলোতে সেই অনুভূতিগুলোকে সাহিত্যের ভাষায় তুলে ধরেছেন।

বইটির নাম ‘জোছনার জলের কাছে’ নিজেই তৈরি করেছে এক কাব্যিক ও রোমান্টিক আবহ। প্রচ্ছদ করেছেন লেখক নিজেই। প্রচ্ছদে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় নীল সমুদ্র, জলের ওপর রূপালি আলোর প্রতিফলন এবং সমুদ্রতীরে পাশাপাশি বসে থাকা এক জুটির দৃশ্য বইটির প্রেমময় বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক অনন্য নান্দনিকতা যোগ করেছে। প্রচ্ছদচিত্রে ভালোবাসা, নিঃসঙ্গতা ও স্মৃতিকাতরতার এক আবেগঘন পরিবেশ ফুটে উঠেছে।

লেখক শিব্বীর আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও সৃজনশীল লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। গল্প, উপন্যাস, ছড়া, শিশুতোষ সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পঞ্চাশের বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্বয় প্রকাশ, অনন্যা, নালন্দা, বাংলাপ্রকাশ ও সময় প্রকাশন থেকে তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে।

শিশুসাহিত্যেও শিব্বীর আহমেদের রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি। সম্প্রতি তাঁর সচিত্র ইংরেজি শিশুতোষ গল্পের বই ‘এঅব উষবঢ়যধহঃ’ং ঘবঁ ঝাযড়ুবং’ প্রকাশিত হয়েছে। অন্বয় প্রকাশ থেকে প্রকাশিত সম্পূর্ণ রঙিন ও দৃষ্টিনন্দন অলংকরণের এই বইটির প্রচ্ছদ ও ভেতরের সব চিত্রাঙ্কন করেছেন লেখক নিজেই। বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০২৭ নির্ধারিত থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বইমেলায় প্রদর্শনের জন্য এটি আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুদের কল্পনাশক্তি, কৌতূহল, দয়া ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে লেখা বইটি প্রবাসী পাঠক ও শিশুদের মধ্যে ইতোমধ্যে সাড়া ফেলেছে। শিশুদের জন্য লেখকের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ছড়া ও ছবির বই ‘ধামিয়াম’ এবং গল্পের ছবির বই ‘ভয়ানক ধামি’ ও ‘ধামি করবে বিয়ে’।

শিশুসাহিত্যের পাশাপাশি এবার প্রেমের গল্প নিয়ে পাঠকদের সামনে আসছেন শিব্বীর আহমেদ। ‘জোছনার জলের কাছে’ গল্পগ্রন্থের মাধ্যমে ভালোবাসার বহুমাত্রিক অনুভূতি এবং মানুষের সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চান তিনি। ২০২৭ সালের অমর একুশে বইমেলায় বইটি প্রকাশিত হলে প্রেমের গল্পপ্রেমী পাঠকদের মধ্যে এটি আগ্রহ তৈরি করবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।



For a limited time, receive **up to 20% off cruise fares and up to $750 in Onboard Credit per stateroom* —plus an additional $250 Onboard Credit when you book an Alaska sailing!**

Plus, with Always Azamara inclusions valued at over $4,500, along with longer stays in port, exclusive cultural performances, immersive destination experiences, and exceptional service from a crew that knows you by name, every cruise is designed to bring you closer to the people, places, and moments that matter most. Venture beyond the highlights, uncover hidden gems, and experience destinations with the time and depth they deserve.

Book by October 23, 2026, to take advantage of this exclusive offer.

ALWAYS + AZAMARA

OVER $4,500 IN VALUE - ALWAYS INCLUDED

- Variety of Dining Venues
- Beer, Wine, and Spirits
- Signature AzAmazing Evenings
- Onboard Gratuities
- Unlimited Self-Service Laundry

BOOK YOUR CRUISE: USBD TRAVELS & TOURS PH: 347-646-7979



USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

কুইন্সে ১৪০ কোটি ডলারের ভ্যান উইক এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন



শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ১.৪ বিলিয়ন ডলারের ভ্যান উইক এক্সপ্রেসওয়ে আধুনিকায়ন প্রকল্পের প্রধান সড়ক নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে নিউইয়র্কের কুইন্সে যানজট কমার পাশাপাশি জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাতায়াত আরও দ্রুত ও সহজ হবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ।

প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত বাজেটের মধ্যেই গত অক্টোবর মাসে শেষ হয়েছে। এ উপলক্ষে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল কুইন্সের বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা উদযাপন করেন।

প্রকল্পের সর্বশেষ পর্যায়ে গত ২৩ অক্টোবর থেকে ভ্যান উইক এক্সপ্রেসওয়ের উত্তর দিকে নতুন ম্যানেজড-ইউজ লেন চালু করা হয়েছে। এসব লেন কুইন্সের কিউ গার্ডেনস ইন্টারচেঞ্জ থেকে জেএফকে বিমানবন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত। নতুন লেনগুলো ট্যাক্সি, যাত্রীসহ চলাচলকারী ভাড়ায় চালিত গাড়ি, একাধিক যাত্রী বহনকারী ব্যক্তিগত যানবাহন এবং বাসের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এর ফলে বিমানবন্দরে যাতায়াতকারী যাত্রী ও কর্মীদের সময় সাশ্রয় হবে এবং এক্সপ্রেসওয়ের যানজট কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্বোধন-পরবর্তী অনুষ্ঠানে গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, ভ্যান উইক এক্সপ্রেসওয়ের দীর্ঘদিনের নির্মাণকাজ ও যানজট কুইন্সের বাসিন্দাদের নিত্যদিনের দুর্ভোগে পরিণত হয়েছিল। তবে তাঁর প্রশাসন এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, নতুন অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে যান চলাচল আগের তুলনায় সর্বোচ্চ ২৫ মিনিট পর্যন্ত দ্রুত হতে পারে। এটি পুরো কুইন্সের যোগাযোগব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান কোয়ামে মামদানি বলেন, ভ্যান উইক এক্সপ্রেসওয়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত উন্নয়নকাজ সম্পন্ন হওয়ায় প্রতিদিন এই সড়ক ব্যবহারকারী কয়েক লাখ নিউইয়র্কবাসী সরাসরি উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, কুইন্সের বাসিন্দাদের পাশাপাশি জেএফকে বিমানবন্দরের কর্মী ও যাত্রীরাও এর সুফল পাবেন। প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি গভর্নর হোকুলকে ধন্যবাদ জানান।

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনোভান রিচার্ডস জুনিয়র বলেন, ভ্যান উইক এক্সপ্রেসওয়ে কুইন্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথ। দীর্ঘদিন ধরে এই সড়কের যানজট চালকদের জন্য বড় দুর্ভোগের কারণ ছিল। আধুনিকায়ন প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও বিমানবন্দরগামী লাখো যাত্রী উপকৃত হবেন।

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশনের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। ৪.৩ মাইল দীর্ঘ এই সড়কটির আধুনিকায়নকাজ শুরু হয় ২০২০ সালের প্রথম দিকে। তিনটি পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ৩৪২ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে এক্সপ্রেসওয়ের ওপর থাকা নয়টি সেতু সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করা হয়। ২০২৩ সালে এই পর্যায়ের কাজ শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩১৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে লং আইল্যান্ড রেল রোডের চারটি সেতু প্রতিস্থাপন ও উন্নয়ন করা হয়। পাশাপাশি সড়কের সার্ভিস রোড, বিদ্যুৎ অবকাঠামো এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ৮০৪ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নতুন ম্যানেজড-ইউজ লেন নির্মাণ, ১০টি সেতু নির্মাণ ও সংস্কার, প্রবেশ ও বের হওয়ার র‍্যাম্প পুনর্বিন্যাস এবং পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। পুরো প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩টি সেতু সংস্কার অথবা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব কুইন্সের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যা মোকাবিলায় নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশনের সঙ্গে যৌথভাবে ১৩৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে একটি ডাবল-ব্যারেল পয়োনিষ্কাশন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্যান্য উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে আধুনিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সড়কের প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ পুনর্বিন্যাস এবং উন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি স্থাপন। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিকস নতুন এই প্রকল্পকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নতুন হাই-অকুপেন্সি ভেহিকল (এইচওভি) লেন স্থানীয় যাত্রী, বিমানবন্দরগামী মানুষ এবং পর্যটকদের যানজটের দুর্ভোগ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশনের কমিশনার মেরি থেরেস ডমিঙ্গুয়েজ বলেন, প্রকল্পটি কুইন্সের বাসিন্দা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও দর্শনার্থীদের দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা দেবে। একই সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়াবে। তবে এক্সপ্রেসওয়ের মূল নির্মাণকাজ শেষ হলেও আশপাশের সার্ভিস রোড সংস্কারের কিছু কাজ এখনো বাকি রয়েছে। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এসব কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। ভ্যান উইক এক্সপ্রেসওয়ের আধুনিকায়ন জেএফকে বিমানবন্দরে যাতায়াত সহজ করতে নিউইয়র্কের বৃহত্তর অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ।



নিউইয়র্ক সিটি হলের প্রদর্শনীতে স্থান পেল শেহানা হানিফের অভিষেকের শাড়ি

নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ও মুসলিম নারী কাউন্সিল সদস্য শেহানা হানিফের ২০২১ সালের অভিষেক অনুষ্ঠানে পরা শাড়ি এবার স্থান পেয়েছে নিউইয়র্ক সিটি হলের একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে। দক্ষিণ এশীয় নারীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং নিউইয়র্কের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাঁদের অবদান তুলে ধরতে আয়োজিত 'দ্য নিউইয়র্ক শাড়ি' শীর্ষক এ প্রদর্শনীতে শেহানা হানিফের শাড়ির পাশাপাশি আরও দুজন বিশিষ্ট নারীর শাড়ি স্থান পেয়েছে। তাঁরা হলেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির মা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার এবং সিটি কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণনের মা বিজ্ঞানী ড. ললিতা কৃষ্ণন।

বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে শেহানা হানিফ তাঁর শাড়িটি নিউইয়র্ক সিটি হলের প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০২১ সালে সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়ার সময় সিটি হলে এর আগে কোনো দক্ষিণ এশীয়, মুসলিম কিংবা বাংলাদেশি নারী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি। পাঁচ বছর পর তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানে পরা সেই শাড়িই আবার সিটি হলে ফিরে এসেছে। তবে এবার তা প্রদর্শিত হচ্ছে শাড়ির সৌন্দর্য, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব উদযাপনের অংশ হিসেবে।

শেহানা হানিফ বলেন, শাড়ি সব সময়ই আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ। এখন এটি নিউইয়র্কের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গেও চিরস্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে গেল। এই প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য সিটি কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণান, এপিসেন্টার এনওয়াইসির এস. মিত্র কালিতা এবং নিউইয়র্ক হিস্টোরিক্যালের কিউরেটর সালোনি ভামান ও আনা ডানজিগার হালপেরিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

দ্য নিউইয়র্ক শাড়ি' প্রদর্শনীটি প্রথম নিউইয়র্ক হিস্টোরিক্যালে ২০২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ২০২৬ সালের ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত চলে। পরে সিটি কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণান ও মেয়র জোহরান মামদানির উদ্যোগ ও সহযোগিতায় এটি সিটি হলে নিয়ে আসা হয়। প্রদর্শনীটি ২১ অক্টোবর সিটি হলে স্থাপন করা হয় এবং আগামী ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে চলবে।

প্রদর্শনীটির মূল লক্ষ্য নিউইয়র্কের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর অবদান এবং বিশেষ করে নারীদের জীবনসংগ্রাম, সাফল্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরা। শাড়িকে শুধু ঐতিহ্যবাহী পোশাক হিসেবে নয়, বরং অভিবাসন, আত্মপরিচয়, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এ আয়োজনে।

শেহানা হানিফের শাড়িটি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের স্মারক। ২০২১ সালে তাঁর নির্বাচিত হওয়া নিউইয়র্কের রাজনীতিতে বাংলাদেশি ও মুসলিম নারীদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। আয়োজকদের মতে, সিটি হলের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে শাড়ির প্রদর্শনী দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্য ও নারীদের অবদানকে নিউইয়র্কের মূলধারার ইতিহাসের অংশ হিসেবে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

এফএএর পুরোনো প্রযুক্তিতে বিমান চলাচলে বিপর্যয় আধুনিকায়নের তাগিদ



ওয়াশিংটন ডিসি

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) পুরোনো টেলিযোগাযোগ ও বিমান নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে গত ১৩ নভেম্বর দেশজুড়ে বিমান চলাচলে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে। কয়েক ঘণ্টার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আকাশপথে বিমান চলাচল বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বিত হওয়ার পর দেশটির বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে সামনে এসেছে।

এফএএর তথ্য অনুযায়ী, ১৩ নভেম্বর শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বিমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যোগাযোগ ও রাডার-সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে দেশজুড়ে সাময়িকভাবে বিমান উড্ডয়ন বন্ধের নির্দেশ দেয় সংস্থাটি। পরিবহন বিভাগ ও এফএএর প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, আরকানসাস অঙ্গরাজ্যের এল ডোরাডো এলাকার একটি দূরবর্তী স্থাপনায় পুরোনো তামার তারের পরিবর্তে ফাইবার-অপটিক সংযোগ স্থাপনের কাজ চলছিল। এ সময় একটি নতুন রাউটার থেকে অস্বাভাবিক হারে ডেটা সংযোগের অনুরোধ তৈরি হয়ে এফএএর নেটওয়ার্কে চাপ সৃষ্টি করে।

পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতি চার থেকে পাঁচ সেকেন্ডে প্রায় এক হাজার সংযোগের অনুরোধ তৈরি হচ্ছিল। এতে বিমান নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রগুলোর যোগাযোগ ও রাডার তথ্য আদান-প্রদানে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেশজুড়ে গ্রাউন্ড স্টপ ঘোষণা করা হয়। এফএএর তথ্য অনুযায়ী, সমস্যাটি ছড়িয়ে পড়ে দেশটির ২২টি এয়ার রুট ট্রাফিক কন্ট্রোল সেন্টারের মধ্যে ১৭টিতে এবং কয়েকটি টার্মিনাল রাডার নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে। ওই সময় আকাশে থাকা প্রায় ৩ হাজার ৫০০টি বিমানকে নিরাপদে অবতরণ করানো হয়। এ ঘটনায় কোনো যাত্রী বা বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়নি বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

এফএএর হিসাবে, শুক্রবার প্রায় ১২ হাজার ৪৬২টি ফ্লাইট বাতিল হয়। তবে সব বাতিলের কারণ সরাসরি গ্রাউন্ড স্টপ ছিল না। বিমান সংস্থাগুলো পরবর্তী সময়ে ফ্লাইটসূচি স্বাভাবিক করতে কাজ শুরু করে। শনিবার রাত ৮টা ১৫ মিনিটে এফএএ আকাশপথ পুনরায় চালু করে। তবে বিমান ও ক্রুদের অবস্থানগত জটিলতার কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরতে সময় লাগে।

পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার একটি বড় অংশ এখনও কয়েক দশক পুরোনো প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। এ ধরনের অবকাঠামো আধুনিকায়নে আরও বিনিয়োগ প্রয়োজন। তিনি কংগ্রেসকে এফএএ আধুনিকায়ন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের আহ্বান জানান। তবে এফএএ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে সাইবার হামলার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সংস্থাটির মতে, পুরোনো টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত অস্থিতিশীলতাই এ ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ঠিক কী কারণে নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত ডেটা প্রবাহ তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

এফএএ আরও জানিয়েছে, ভবিষ্যতে একই ধরনের সমস্যা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট রাউটারগুলোর কিছু কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের বিমান চলাচল ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত দুর্বলতা এবং আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে। বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত বিমান চলাচল নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পুরোনো অবকাঠামো দ্রুত হালনাগাদ করার দাবি আরও জোরালো হয়েছে।

বিতর্কিত এনওয়াইপিডি ইউনিট বিলুপ্ত করছেন মেয়র মামদানি

শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) বিতর্কিত স্ট্র্যাটেজিক রেসপন্স গ্রুপ (এসআরজি) বিলুপ্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি। বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা পুনর্গঠন এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার দায়িত্ব থেকে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম আলাদা করার লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সোমবার পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশকে সঙ্গে নিয়ে এক যৌথ ঘোষণায় মামদানি জানান, এসআরজির পরিবর্তে বিক্ষোভ মোকাবিলায় নতুন কাঠামো গড়ে তোলা হবে। এতে নাগরিকদের সঙ্গে সংলাপ, উত্তেজনা প্রশমন এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার সুরক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। মেয়র হিসেবে নির্বাচনী প্রচারের সময় এসআরজি বিলুপ্ত করার যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলো।
মামদানি বলেন, নিউইয়র্কবাসী যখন তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করবেন, তখন তাদের সঙ্গে সন্ত্রাসী হুমকি মোকাবিলার মতো আচরণ করা উচিত নয়।
নতুন ব্যবস্থায় সংলাপ, পারস্পরিক যোগাযোগ ও উত্তেজনা প্রশমনের মাধ্যমে বিক্ষোভ পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে। নতুন পরিকল্পনার আওতায় মেয়রের কমিউনিটি সেফটি দপ্তরের অধীনে 'কমিউনিটি ডায়ালগ অ্যান্ড ডি-এস্কেলেশন ডিভিশন' (সিডিডি) নামে একটি বেসামরিক বিভাগ গঠন করা হবে। এ বিভাগের সদস্যদের কোনো অস্ত্র বা গ্রেপ্তারের ক্ষমতা থাকবে না। বিক্ষোভের আগে ও চলাকালে আয়োজকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখতে তারা কাজ করবেন। পাশাপাশি এনওয়াইপিডির



কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর অধীনে ৩০ সদস্যের একটি বিশেষ দল 'ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট সাপোর্ট টিম' (ফাস্ট) গঠন করা হবে। প্রশিক্ষিত এই পুলিশ সদস্যরা যোগাযোগ ও উত্তেজনা প্রশমনের মাধ্যমে বিক্ষোভ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাজ করবেন। এ ছাড়া পুলিশের পেট্রল সার্ভিসেস ব্যুরোর অধীনে 'পেট্রল সাপোর্ট ডিভিশন' নামে আরেকটি ইউনিট গঠন করা হবে। এ ইউনিটের সদস্যরা বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে জনসমাবেশ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবেন। তবে তাদের অধিকাংশ সময় নিয়মিত টহল, নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান এবং বড় ধরনের জনসমাগমের নিরাপত্তা কার্যক্রমে নিয়োজিত রাখা হবে। নতুন ব্যবস্থায় বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের কিছু কৌশল ও অস্ত্র ব্যবহারের ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিক্ষোভকারীদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার কৌশল (কেটলিং), টিয়ার গ্যাস এবং লংগান ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা। জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণের সাধারণ কৌশল হিসেবে পেপার স্প্রে ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হবে। পাশাপাশি দীর্ঘপাল্লার শব্দতরঙ্গ-নির্ভর যন্ত্রের শব্দমাত্রা সর্বোচ্চ ৯০ ডেসিবেলে সীমিত রাখা হবে। অন্যদিকে, এসআরজির সন্ত্রাসবাদবিরোধী কার্যক্রম, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তায় ভারী অস্ত্রসহ পুলিশ মোতায়েনের দায়িত্ব এনওয়াইপিডির ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড কাউন্টারটেররিজম ব্যুরোর অধীনে নেওয়া হবে। এর ফলে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পৃথক কাঠামোয় পরিচালিত হবে। পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ বলেন, নতুন কাঠামোর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার সক্ষমতা আরও সুসংহত করা, নিয়মিত পুলিশ সদস্যদের সহায়তা বাড়ানো এবং জননিরাপত্তা ও সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার সমুন্নত রেখে বিক্ষোভ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। তাঁর মতে, এসব পরিবর্তনে এনওয়াইপিডির কার্যকারিতা আরও বাড়বে। তবে সিদ্ধান্তটি নিয়ে পুলিশ সংগঠনগুলোর মধ্যে আপত্তি দেখা দিয়েছে। পুলিশ বেনেভোলেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্যাট্রিক হেনড্রি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, এ পরিবর্তন জননিরাপত্তা ও পুলিশ সদস্যদের নিরাপত্তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে, নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলো এসআরজি বিলুপ্তির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে নতুন কাঠামোর অধীনে পুলিশের ভূমিকা ও কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকির প্রয়োজনীয়তার কথাও তারা বলেছে।

'কিলার রোবট' নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের আহ্বান গুতেরেসের



শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক

স্বয়ংক্রিয় প্রাণঘাতী অস্ত্র বা 'কিলার রোবট'-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিকভাবে বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।
দ্রুত বিকাশমান এ প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিস্তার রোধে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এবং বিধিনিষেধ আরোপের লক্ষ্যে দেশগুলোকে আলোচনায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সোমবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় প্রাণঘাতী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা শুরু হয়েছে।
নির্দিষ্ট কিছু প্রচলিত অস্ত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতা আরোপসংক্রান্ত জাতিসংঘের কনভেনশনের (ঈড়হাবহঃরড়হ ড়হ ঈবৎঃধরহ ঈড়হাবহঃরড়হধষ ডবধঢ়ড়হং–ঈঈড) সপ্তম পর্যালোচনা সম্মেলনে ১২০টিরও বেশি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধির উদ্দেশে দেওয়া ভিডিওবার্তায় গুতেরেস এ আহ্বান জানান।
জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, যুদ্ধেরও কিছু সীমা রয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির কারণে যুদ্ধের ধরন বদলে যাচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রব্যবস্থাসহ নতুন প্রযুক্তি মানবিক, আইনগত, নৈতিক ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত নানা চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। তিনি বলেন, 'এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে। এসব নির্মম অস্ত্রের ব্যবহার ও বিস্তার ঠেকাতে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।' গুতেরেস আরও বলেন, সশস্ত্র সংঘাতের ভয়াবহতা ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেসামরিক মানুষকে রক্ষা করা এবং অপ্রয়োজনীয় দুর্ভোগ প্রতিরোধের দায়িত্ব কখনোই উপেক্ষা করা যাবে না।
এর আগে গত শুক্রবার জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক প্রাণঘাতী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে জরুরি ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সতর্ক করে বলেন, প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এবং এসব অস্ত্র সহজলভ্য হয়ে ওঠার আশঙ্কা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। তুর্ক বলেন, 'কোনো যন্ত্রের হাতে একজন মানুষ বেঁচে থাকবে, নাকি মারা যাবে–এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কখনোই থাকা উচিত নয়।'
তিনি এমন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানান, যেগুলো নকশাগতভাবে কিংবা বাস্তবে নিজেরাই মানুষকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচন করে। একই সঙ্গে যেসব অস্ত্রের কার্যপ্রণালি ও সম্ভাব্য প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বোঝা, পূর্বাভাস দেওয়া, ব্যাখ্যা করা কিংবা মানুষের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়, সেগুলো নিষিদ্ধ করার পক্ষেও মত দেন তিনি। মানবাধিকার হাইকমিশনারের মতে, প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্তে মানুষের বিচার-বিবেচনা ও দায়বদ্ধতাই প্রধান থাকতে হবে। কারণ, যন্ত্র মানুষের জীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না কিংবা পরিস্থিতির জটিলতা বুঝে আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নয়।
প্রাণঘাতী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত ৭৮/২৪১ নম্বর প্রস্তাবে এসব অস্ত্রের ব্যবহার আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্বীকৃতি পায়। প্রস্তাবটির পক্ষে ১৫২টি দেশ ভোট দেয়, বিপক্ষে ভোট দেয় চারটি দেশ এবং ১১টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। তবে এ ধরনের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে নতুন কোনো আন্তর্জাতিক আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি হবে, নাকি অন্য কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে–সে বিষয়ে এখনও ঐকমত্য তৈরি হয়নি। সম্ভাব্য চুক্তি বা ব্যবস্থার সময়সীমা নিয়েও আলোচনা বাকি রয়েছে।
জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণবিষয়ক দপ্তরের (ইউএনওডিএ) সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রাণঘাতী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ছাড়াও স্থলমাইন, বিস্ফোরক অস্ত্রের অবশিষ্টাংশ এবং যুদ্ধের নতুন নতুন পদ্ধতির মানবিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ঈড়হাবহঃরড়হ ড়হ ঈবৎঃধরহ ঈড়হাবহঃরড়হধষ ডবধঢ়ড়হং (ঈঈড) স্থলমাইন, অস্থায়ীভাবে তৈরি বিস্ফোরক ডিভাইস, অগ্নিসংযোগকারী অস্ত্র এবং যুদ্ধের অবিস্ফোরিত অস্ত্রের কারণে সৃষ্ট মানবিক দুর্ভোগ কমাতে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করে আসছে।
বর্তমানে এ কনভেনশনের ১২৮টি সদস্যরাষ্ট্র রয়েছে, যাদের আনুষ্ঠানিকভাবে 'হাই কন্ট্রাক্টিং পার্টিজ' বলা হয়। দেশগুলো কনভেনশনে যোগ দিয়ে এর আইনগত বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছে। জেনেভার চলমান সম্মেলনে প্রাণঘাতী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিষয়ে আন্তর্জাতিক অবস্থান নির্ধারণ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার পথ তৈরি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। জাতিসংঘের মতে, যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত যেন মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়, তা নিশ্চিত করাই এ উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

দক্ষিণ গাজায় ইসরায়েলি হামলায় হামাসের জ্যেষ্ঠ কমান্ডার নিহত

বাপা নিউজ, গাজা

দক্ষিণ গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় হামাসের এক জ্যেষ্ঠ সামরিক কমান্ডার নিহত হয়েছেন। নিহত সামির মাহমুদ আবু ইউনুস (৫৩) হামাসের সশস্ত্র শাখা আল-কাসসাম ব্রিগেডের রাফাহ অঞ্চলের কমান্ডার ছিলেন। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ও দেশটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেত জানিয়েছে, শনিবার (১৪ নভেম্বর) দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের আল-মাওয়াসি এলাকায় হামলা চালিয়ে হামাসের ওই জ্যেষ্ঠ কমান্ডারকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। পরে হামাসও আবু ইউনুসের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে।
হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আবু ইউনুস ১৯৯১ সালে আল-কাসসাম ব্রিগেডে যোগ দেন। সংগঠনটি দাবি করেছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে চালানো হামলার পরিকল্পনা ও তদারকিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে এ দাবির স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্থানীয় চিকিৎসাকর্মীরা জানিয়েছেন, ইসরায়েলি হামলায় আবু ইউনুস নিহত হন এবং আরও কয়েকজন আহত হন। কিছু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলায় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় নেওয়া একটি তাঁবুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় দুই মাস আগে রাফাহ ব্রিগেডের কমান্ডারের দায়িত্ব পান আবু ইউনুস। তাঁর পূর্বসূরি নায়েল আবু ওবেইদ গত ১৫ সেপ্টেম্বর ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছিলেন। এদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ১৪ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত ইসরায়েলের কথিত যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনায় অন্তত ১ হাজার ৬৪৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৫ হাজার ৯৬৪ জন আহত হয়েছেন।
যুদ্ধবিরতির ফলে গাজায় বড় ধরনের সামরিক সংঘর্ষ কমলেও ইসরায়েলি হামলা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। একই সঙ্গে হামাসের নিরস্ত্রীকরণসহ যুদ্ধবিরতির গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

ওয়াশিংটনে 'ডার্টি বোমা' হামলার পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ

ইরানের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন ডিসি

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে 'ডার্টি বোমা' বা তেজস্ক্রিয় পদার্থযুক্ত বিস্ফোরক এবং রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাব্য হামলার পরিকল্পনা নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে নতুন গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন। এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা মহলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, সম্ভাব্য পরিকল্পনার বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেলেও তাৎক্ষণিক হামলার কোনো নিশ্চিত ইঙ্গিত নেই।
সিএনএনের ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে সাতজন মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলা হয়, ইরান ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে হামলার সম্ভাব্য পরিকল্পনা তৈরি করছে। এসব পরিকল্পনায় তেজস্ক্রিয় পদার্থযুক্ত প্রচলিত বিস্ফোরক, যা 'ডার্টি বোমা' নামে পরিচিত, অথবা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি রয়েছে বলে গোয়েন্দা তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন গোয়েন্দারা সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু ও হামলার স্থানসংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্যও পেয়েছেন। তবে কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, এ ধরনের পরিকল্পনা তৈরি করা মানেই ইরান তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে–এমন নয়। বরং সম্ভাব্য পরিস্থিতির জন্য বিকল্প প্রস্তুতি হিসেবে এসব পরিকল্পনা করা হয়ে থাকতে পারে।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র লরেন বিস এক বিবৃতিতে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সব ধরনের সম্ভাব্য হুমকি পর্যবেক্ষণ করছে। তবে এ মুহূর্তে মার্কিন ভূখণ্ডের জন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য তাৎক্ষণিক হুমকি নেই।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার এ প্রতিবেদন সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে এবং তদন্ত করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, কোনো আসন্ন হামলার হুমকি নেই। তবে ইরান এ ধরনের হামলা চালালে গুরুতর পরিণতির মুখে পড়বে বলেও সতর্ক করেন তিনি।
অন্যদিকে, ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মার্কিন সংবাদমাধ্যমের এ প্রতিবেদনকে ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 'ডার্টি বোমা' পারমাণবিক বোমা নয়। এটি প্রচলিত বিস্ফোরকের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থ যুক্ত করে তৈরি করা হয়। বিস্ফোরণের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়লে মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জননিরাপত্তার ওপর গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে। এ ধরনের হামলায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ না ঘটলেও ব্যাপক আতঙ্ক, দূষণ এবং দীর্ঘমেয়াদি জনস্বাস্থ্য সংকট তৈরি হতে পারে।
সিএনএনের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ইরানের সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় মার্কিন প্রশাসন বিভিন্ন জরুরি প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা পর্যালোচনা করছে।



USBD TRAVELS & TOURS

347-646-7979


LOYAL TO ROYAL
7-NIGHT SUMMER
CARIBBEAN
MAY 2028 — SEPTEMBER 2028
BOOKINGS OPEN WEEK OF
NOVEMBER 2, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

খবর
www.khabor.com



ভ্রমণে প্রয়োজনীয় টিপস

প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ, নতুন জায়গা দেখা কিংবা পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটানোর জন্য ভ্রমণের বিকল্প নেই। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। পাহাড়, সমুদ্র, নদী, হাওর কিংবা ঐতিহাসিক স্থাপনা– প্রতিটি জায়গার রয়েছে আলাদা সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য। তবে ভ্রমণ আনন্দময় করতে শুধু গন্তব্য নির্বাচনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন যথাযথ প্রস্তুতি।

আগাম পরিকল্পনা করুন : ভ্রমণের আগে কোথায় যাবেন, কীভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন এবং কোন কোন স্থান ঘুরে দেখবেন, তা ঠিক করে নিন। ভ্রমণসঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সম্ভাব্য ভ্রমণসূচি তৈরি করুন। প্রতিটি স্থানে কতক্ষণ থাকবেন, যাতায়াতে কত সময় লাগবে, সেটিও বিবেচনায় রাখুন।

লাগেজ রাখুন হালকা : ভ্রমণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস বহন করবেন না। গন্তব্যের আবহাওয়া ও ভ্রমণের ধরন অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করুন। পাহাড়ে গেলে আরামদায়ক জুতা, সমুদ্রসৈকতে গেলে স্যান্ডেল এবং শীতপ্রধান এলাকায় গেলে গরম পোশাক সঙ্গে রাখুন। এতে লাগেজ বহন করা সহজ হবে।

গুছিয়ে প্যাকিং করুন : পোশাক, প্রসাধনসামগ্রী, ওষুধ ও অন্যান্য জিনিস আলাদা প্যাকেটে রাখুন। জুতা বা স্যান্ডেল ব্যাগে নেওয়ার আগে কাপড়ের ব্যাগ কিংবা আলাদা প্যাকেটে মুড়িয়ে নিন। এতে পোশাক নোংরা হবে না। প্রয়োজনীয় জিনিস সহজে খুঁজে পাওয়ার মতো করে ব্যাগ গোছান।

ভ্রমণ বাজেট নির্ধারণ করুন : যাতায়াত, থাকা, খাওয়া, দর্শনীয় স্থানের প্রবেশমূল্য ও কেনাকাটার জন্য আগেই বাজেট তৈরি করুন। নির্ধারিত বাজেটের বাইরে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য কিছু টাকা অতিরিক্ত রাখুন। নগদ টাকার পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবস্থাও রাখতে পারেন।

আগেই আবাসন ঠিক করুন : ছুটির দিন কিংবা পর্যটন মৌসুমে জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে হোটেল ও রিসোর্টের কক্ষ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আগেই আবাসন বুকিং করুন। বুকিংয়ের আগে ভাড়া, অবস্থান, সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো যাচাই করে নিন।

যাতায়াতের ভাড়া জেনে নিন : গন্তব্যে পৌঁছে স্থানীয় যানবাহনে চলাচলের প্রয়োজন হতে পারে। সিএনজিচালিত অটোরিকশা, রিকশা, নৌকা কিংবা জিপে ওঠার আগে ভাড়া সম্পর্কে ধারণা নিন। প্রয়োজনে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন। যানবাহনে ওঠার আগেই ভাড়া ঠিক করে নিলে বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে না।

স্থানীয় খাবারের স্বাদ নিন : ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার ঐতিহ্যবাহী খাবার চেখে দেখুন। কক্সবাজারে সামুদ্রিক মাছ, চট্টগ্রামে মেজবানি খাবার কিংবা সিলেটে সাতকরা দিয়ে রান্না করা খাবারের স্বাদ নিতে পারেন। তবে খাবারের দোকান নির্বাচনের সময় পরিচ্ছন্নতা ও খাবারের মানের দিকে খেয়াল রাখুন।

প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখুন : ভ্রমণে ছোটখাটো অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই ব্যান্ডেজ, জীবাণুনাশক, খাবার স্যালাইন ও প্রয়োজনীয় সাধারণ ওষুধ সঙ্গে রাখুন। নিয়মিত কোনো ওষুধ খেতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ে নিন।

মোবাইল ও চার্জারের ব্যবস্থা রাখুন : মোবাইল ফোন, চার্জার ও পাওয়ার ব্যাংক সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। ভ্রমণে ছবি তোলা, পথনির্দেশনা দেখা ও যোগাযোগের জন্য মোবাইল প্রয়োজন হয়। প্রত্যন্ত এলাকায় নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে। তাই প্রয়োজনীয় ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বর লিখেও রাখুন।

ছোট হাতব্যাগ রাখুন : মোবাইল, মানিব্যাগ, পরিচয়পত্র, সানগ্লাস, টিস্যু ও প্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস রাখার জন্য একটি হাতব্যাগ সঙ্গে রাখুন। এতে বারবার বড় লাগেজ খোলার প্রয়োজন হবে না। মূল্যবান জিনিসপত্রের নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রাখুন।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে নিন : ভ্রমণের আগে গন্তব্যের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে নিন। বিশেষ করে পাহাড়, সমুদ্র ও হাওর এলাকায় আবহাওয়ার পরিবর্তন দ্রুত হতে পারে। বর্ষায় পাহাড়ে ভূমিধস এবং সমুদ্র ও নদীপথে দুর্যোগের আশঙ্কা থাকে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী ভ্রমণসূচি পরিবর্তন করুন।

পরিবেশ ও নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখুন : ভ্রমণে গিয়ে যেখানে-সেখানে ময়লা, প্লাস্টিকের বোতল কিংবা পলিথিন ফেলবেন না। স্থানীয় মানুষের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকুন। নির্জন জায়গায় একা ঘোরাঘুরি এড়িয়ে চলুন। পাহাড়, নদী কিংবা সমুদ্রসৈকতে ছবি তুলতে গিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে যাবেন না। নৌভ্রমণে লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করুন।

অফ-সিজনে ভ্রমণ করুন : পর্যটন মৌসুমে জনপ্রিয় স্থানগুলোতে পর্যটকের ভিড় ও খরচ দুটোই বেশি থাকে। তাই সুযোগ থাকলে পর্যটন মৌসুমের বাইরে ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন। এতে তুলনামূলক কম খরচে হোটেল, পরিবহন ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায়। তবে যাওয়ার আগে আবহাওয়া ও যাতায়াতের অবস্থা জেনে নিন।

ভ্রমণসঙ্গীদের সঙ্গে সমন্বয় করুন : বন্ধু কিংবা পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে গেলে সবার পছন্দ ও সুবিধাকে গুরুত্ব দিন। কোথায় যাবেন, কী খাবেন কিংবা কতক্ষণ থাকবেন, তা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করুন।

ভ্রমণের খরচ ভাগাভাগি করার বিষয়টিও আগেই নির্ধারণ করে নিন।

ভ্রমণের আনন্দ শুধু নতুন জায়গা দেখা নয়, বরং নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন ও প্রকৃতির কাছাকাছি যাওয়ার মধ্যেও রয়েছে। তাই যথাযথ প্রস্তুতি নিন, সতর্ক থাকুন এবং পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করুন। তাহলেই আপনার ভ্রমণ হয়ে উঠবে নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও স্মরণীয়।

বাওমো গার্ডেন
চীনের বুকে এক স্বপ্নরাজ্য

ভ্রমণ ডেস্ক

বাওমো গার্ডেনের ইতিহাসও কম আকর্ষণীয় নয়। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে, ১৬৭৮ সালে চীনের চিং রাজবংশের সময় এ উদ্যান নির্মিত হয়। কিংবদন্তিতুল্য ন্যায়পরায়ণ বিচারক বাও ঝেং বা বাও গং'র স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে স্থানীয়রা এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সময়ের প্রবাহে বাগানটি হারিয়ে গেলেও ১৯৯৫ সালে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে এটি আবার নতুন জীবন ফিরে পায় কিছু ভ্রমণ থাকে যেগুলো কেবল কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গা পরিভ্রমণ নয়, হয়ে ওঠে দীর্ঘ অনুভূতির নাম। গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই এর গল্প শুরু হয়, আর ফিরে আসার পরও তার রেশ রয়ে যায় মনের কোণে। চীনের গুয়াংজু শহরে অবস্থিত বাওমো গার্ডেন আমার জন্য তেমনই এক অভিজ্ঞতা। ২০২৫ সালের ১৬ এপ্রিল, গন্তব্য চীনের গুয়াংজু। উদ্দেশ্য বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য মেলা ক্যান্টন ফেয়ারে অংশগ্রহণ। কিন্তু সে যাত্রার শুরুটা ছিল অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা আর দৌড়ঝাঁপে ভরা। সেদিন ঢাকার আকাশ ভেঙে সকাল থেকেই নেমেছিল অবিরাম বৃষ্টি। তার সঙ্গে অসহনীয় যানজট। যে পথ সাধারণ দিনে এক ঘণ্টারও কম সময়ে পার হওয়া যায়, সেদিন পথটুকু পাড়ি দিতে লেগেছিল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। গাড়ির ভেতর বসে সময়ের কাঁটা যত এগোচ্ছিল, ততই বাড়ছিল উদ্বেগ। মনে হচ্ছিল, এত দিনের প্রস্তুতি, এত স্বপ্ন সবকিছু হয়তো বিমানবন্দরে পৌঁছানোর আগেই থেমে যাবে। একপর্যায়ে আর অপেক্ষা করার সুযোগ ছিল না। এক্সপ্রেসওয়ের মাঝপথে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। হাতে ব্যাগ, কাঁধে লাগেজ। বৃষ্টিভেজা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। চারপাশে অসংখ্য মানুষের ব্যস্ততা, গাড়ির হর্ন আর বৃষ্টির শব্দের মধ্যে কখনো দ্রুত হেঁটে, কখনো প্রায় দৌড়ে নিজের গন্তব্যের দিকেই



ছুটছিলাম। অবশেষে বিমানবন্দরে পৌঁছে যখন চেক ইন কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালাম, নির্ধারিত সময় পেরোতে বাকি মাত্র কয়েক মিনিট। সে মুহূর্তের স্বস্তি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। বিমানে বসে প্রথমবারের মতো মনে হলো, হ্যাঁ, যাত্রা সত্যিই শুরু হয়েছে। গুয়াংজুর বাইয়ুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে রাতের আলোয় ঝলমলে শহরটিকে প্রথম দেখাতেই মনে হয়েছিল, আমি যেন অন্য এক পৃথিবীতে এসে দাঁড়িয়েছি। পরদিন শুরু হলো ক্যান্টন ফেয়ারের ব্যস্ততা। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ী, নতুন প্রযুক্তি, উদ্ভাবন আর সম্ভাবনার এক বিশাল মিলনমেলা। কয়েকদিন কেটে গেল কাজের মধ্যেই। তবে ভ্রমণের প্রতি আমার দুর্বলতা বরাবরের। ব্যবসায়িক ব্যস্ততার ফাঁকেও শহরটাকে একটু একটু করে দেখার চেষ্টা করছিলাম। কখনো ক্যান্টন টাওয়ারের দিকে হাঁটতাম, কখনো মেট্রোতে চড়ে নতুন কোনো এলাকায় চলে যেতাম। এমনই এক সন্ধ্যায় ইন্টারনেটে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে চোখে পড়ল একটি নাম 'বাওমো গার্ডেন'। ছবি দেখেই থমকে গেলাম। এ যেন কোনো বাগান নয়, প্রাচীন চীনা শিল্পকর্মের ভেতরে গড়ে ওঠা এক জীবন্ত স্বপ্নরাজ্য। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, যেতেই হবে।

২৩ এপ্রিল, খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। সামনে দীর্ঘ পথ। কিন্তু সে পথের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল উপভোগ্য। জানালার বাইরে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল দৃশ্যপট। আধুনিক নগর জীবনের ব্যস্ততা পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে আসছিল সবুজ, শান্ত আর নান্দনিক এক পরিবেশ। প্রায় দুই ঘণ্টা পর পৌঁছালাম বাওমো গার্ডেনে। প্রবেশপথ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই মনে হলো, সময়ের সীমানা অতিক্রম করে অন্য এক যুগে চলে এসেছি। চোখের সামনে ভেসে উঠল ইতিহাস, শিল্প আর প্রকৃতির অপূর্ব সমন্বয়। প্রথমেই দৃষ্টি আটকে গেল 'অ্যালোং দ্য রিভার ডিউরিং দ্য চিংমিং ফেস্টিভাল' নামের বিশাল পোর্সেলিন রিলিফে। বিশ্বের বৃহত্তম পোর্সেলিন রিলিফগুলোর একটি এ শিল্পকর্ম গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান করে নিয়েছে। বিশাল সে দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, যেন শত শত বছর আগের চীনের জীবনযাত্রা চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর প্রান্তসীমার বরফে ঢাকা বিচ্ছিন্ন জনপদ

ভ্রমণ ডেস্ক

উত্তর মেরুর কাছে অবস্থিত মাত্র ৩৭০ জন মানুষের গ্রামটিতে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হলো হেলিকপ্টার বা ছোট বিমান। তবে গ্রীষ্মের অল্প কিছু সময় যখন সাগরের বরফ গলে, তখন নৌকা করেও সেখানে যাওয়া যায়। গ্রামের উত্তর দিকে বিশ্বের বৃহত্তম ন্যাশনাল পার্ক আর দক্ষিণে বিশ্বের বৃহত্তম ফিয়র্ড সিস্টেম। এ দুই বিশালের মাঝখানে ছোট ছোট রঙিন ঘরগুলো যেন এক রূপকথার ছবি।

পৃথিবীর একবারে প্রান্তসীমা, যেখানে আটলান্টিক আর আর্কটিক সাগরের বরফ এসে মিশেছে–সেখানকার ছোট্ট জনপদ ইতোকোর্তোরমিউত।

গ্রিনল্যান্ডের এ গ্রামটিকে বলা হয় পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন লোকালয়। বছরের নয় মাসই গ্রামটি বরফের চাদরে ঢাকা থাকে, বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। নিকটতম শহর থেকেও এর দূরত্ব ৮০০ কিলোমিটার!

ব্রিটেনের ফটোসাংবাদিক কেভিন হলের অভিজ্ঞতায় আমরা এ রহস্যময় জনপদের জীবনযাত্রা দেখব। উত্তর মেরুর কাছে অবস্থিত মাত্র ৩৭০ জন মানুষের গ্রামটিতে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হলো হেলিকপ্টার বা ছোট বিমান। তবে গ্রীষ্মের অল্প কিছু সময় যখন সাগরের বরফ গলে, তখন নৌকা করেও সেখানে যাওয়া যায়। গ্রামের উত্তর দিকে বিশ্বের বৃহত্তম ন্যাশনাল পার্ক আর দক্ষিণে বিশ্বের বৃহত্তম ফিয়র্ড সিস্টেম। এ দুই বিশালের মাঝখানে ছোট ছোট রঙিন ঘরগুলো যেন এক রূপকথার ছবি।

হিমশীতল অভিযান

ফটোগ্রাফার কেভিন হল যখন সেখানে পৌঁছান, তখন তাপমাত্রা ছিল হিমাঙ্কের নিচে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তিনি জানান, সেখানে টিকে থাকাটাই ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। পাঁচ দিন তাকে বরফের ওপর তাঁবুতে বা শিকারিদের ছোট কুঁড়েঘরে কাটাতে হয়েছে। যেখানে কোনো বিছানা নেই, পানি নেই, এমনকি হিটিং সিস্টেমও নেই। তীব্র তুষারঝড়ের মধ্যে বরফ ঠান্ডায় কুকুরে টানা স্লেজে চড়ে ভ্রমণ করা ছিল এক দুর্বরষ অভিজ্ঞতা।

গ্রিনল্যান্ডের ইনুইট আদিবাসীদের জন্য কুকুরে টানা স্লেজ কেবল যাতায়াতের মাধ্যম নয়, এটি তাদের সংস্কৃতির অংশ। এ কুকুরগুলোকে বলা হয় 'কিমিত'। হাজার বছর আগে সাইবেরিয়া থেকে আসা শক্তিশালী



কুকুরগুলো ৪৫০ কেজির বেশি ওজন নিয়ে প্রতিদিন ২৫ কিলোমিটার বরফ পাড়ি দিতে পারে। স্লেজে চড়ে শিকার করতে যাওয়া ইনুইটদের কয়েক প্রজন্মের ঐতিহ্য।

ইতোকোর্তোরমিউতের বরফে প্রাগৈতিহাসিক যুগের 'মাস্ক অক্স' এর দেখা মিলবে। ৪০০ কেজি ওজনের এ বিশাল লোমশ পশুগুলো দেখতে যতটা রাজকীয়, মেজাজে ততটাই আক্রমণাত্মক। স্থানীয়দের কাছে এ পশুর মাংস এক পরম উপাদেয় খাবার। কেভিন জানান, দূর থেকে এই গম্ভীরদর্শন পশুদের পাহাড়ে চড়তে দেখা এক বিরল দৃশ্য। স্থানীয় গাইড আজে ডানিয়েলসেনের জীবনে শিকার কেবল পেশা নয়, এটি তার পরিচয়। গ্রিনল্যান্ডের আইন অনুযায়ী, শিকারিরা তাদের শিকার করা পশুর মাংস বা চামড়া বিক্রি করতে পারেন না। এগুলো কেবল নিজেদের খাবার ও পোশাকের জন্য ব্যবহার করা হয়। দানিয়েলসেনের বাবাও ছিলেন দক্ষ শিকারী। সে নিজেও বিশ্বাস করেন, তার সন্তানরাও শিকারের ঐতিহ্য ধরে রাখবে।

ইতোকোর্তোরমিউতের চারপাশের দৃশ্য যেন প্রকৃতির তুলিতে আঁকা বরফ ভাস্কর্য। সাগরের নীলচে বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল সব আইসবার্গ বা হিমশৈল যেন প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া ভাস্কর্য। আর রাতে যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, তখন দেখা মেলে 'অরোরা বোরিয়ালিস' বা উত্তর মেরুর আলোর নাচ। স্থানীয়রা একে বলে 'আর্সারনেরিত', স্থানীয়দের বিশ্বাস–এটি মৃত শিশুদের আত্মা, যারা ওয়ালরাস বা সিন্ধুঘোটকের মাথার খুলি দিয়ে ফুটবল খেলছে।

জীবন যেখানে থমকে আছে

পুরো গ্রামটি ঘুরে দেখতে মাত্র ৩০ মিনিট সময় লাগে। এখানে আছে একটি ছোট গির্জা, একটি পুলিশ স্টেশন, একটি সুপার মার্কেট আর একটি মাত্র গেস্টহাউস। সুপার মার্কেটে জিনিসের দাম আকাশচুম্বী, কারণ বছরে মাত্র দুবার জাহাজে করে এখানে রসদ আসে। অথচ কর্মসংস্থান নেই বললেই চলে। পড়াশোনা ও উন্নত ক্যারিয়ারের খোঁজে তরুণ প্রজন্ম এখন গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে চলে যাচ্ছে। ২০০৬ সাল থেকে এখানকার জনসংখ্যা প্রায় ৩৫ শতাংশ কমে গেছে।

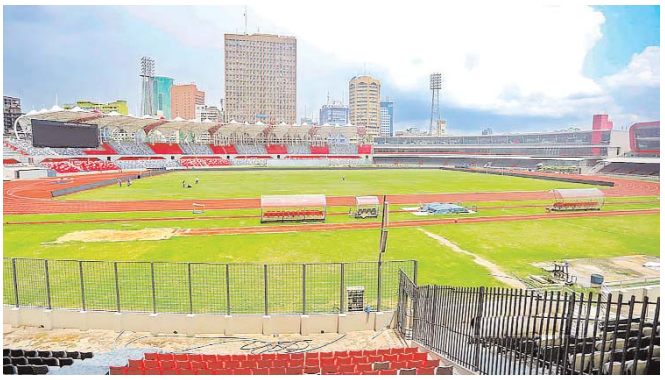
জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূ-রাজনীতির দ্বিমুখী সংকটের মুখে ইতোকোর্তোরমিউত। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বরফ জমতে দেরিতে



আর গলছে দ্রুত। ফলে ইনুইটদের শিকার ও যাতায়াত ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড কেনার আলোচনা শান্ত জনপদকটিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

জাতীয় স্টেডিয়ামে ফিরছে ঘরোয়া ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিবেদক



১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন ঢাকা স্টেডিয়াম নামে পরিচিত ছিল এটি। ক্রিকেট-ফুটবল এখানে ভাগাভাগি করে হতো। নিয়মিত এখানে অ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া রাষ্ট্রীয় অনেক অনুষ্ঠানও এখানে হতো। এই স্টেডিয়ামে হয়েছে সাফ গেমসের মতো আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসর। এমনকি ২০১১ সালে লিওনেল মেসিদের আর্জেন্টিনা ফুটবল দলও এই মাঠে নাইজেরিয়ার সঙ্গে ম্যাচ খেলে গেছে। তবে দীর্ঘ সময় সংস্কার না হওয়ায় খেলার অনুপোযোগি হয়ে পড়ায় ২০২০ সালে সংস্কার শুরু হয় দেশের অন্যতম সেরা এ মাঠের।

জলবদ্ধতা রোধে আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ নতুন ফুটবল মাঠ এবং অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক তৈরি করা হয়েছে। নতুন ফ্লাডলাইট, জায়ান্ট এলইডি স্ক্রিন, ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং বোর্ড, সিসিটিভি নজরদারি এবং পরিবেশবান্ধব সৌর প্যানেল যুক্ত করা হয়েছে। খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুম, মেডিকেল ও ডোপিং কন্ট্রোল রুম, ভিআইপি ও ভিভিআইপি বক্স এবং মিডিয়া সেন্টার আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ফলে জাতীয় স্টেডিয়াম এখন নতুন রূপে ফিরেছে।

দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে। আবারও ঘরোয়া ফুটবলের পদচারণায় মুখর হবে দেশের প্রধান ক্রীড়াভেন্যু ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম। পাঁচ বছর দুই মাস পর এই মাঠে ফিরছে ক্লাব ফুটবলের প্রতিযোগিতা। আগামী ২৪ নভেম্বর ফর্টিস এফসি ও রহমতগঞ্জ এমএফএসের মধ্যকার ফেডারেশন কাপের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে সেই প্রত্যাবর্তন। দেশের ফুটবলের জন্য এটি নিঃসন্দেহে আনন্দের খবর। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এই স্টেডিয়াম ঘরোয়া ফুটবলের বাইরে থাকায় দর্শক, ক্লাব ও খেলোয়াড়দের মধ্যে তৈরি হয়েছিল এক ধরনের শূন্যতা। সর্বশেষ ২০২১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হয়েছিল ঘরোয়া ফুটবলের ম্যাচ। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সেই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দেশের দুই শীর্ষ ক্লাব আবাহনী লিমিটেড ও বসুন্ধরা কিংস। ১-১ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচটিই ছিল এই স্টেডিয়ামে ঘরোয়া ফুটবলের শেষ আয়োজন। এরপর কেটে গেছে পাঁচটি মৌসুম। ২০২১-২২ মৌসুমের পর ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ মৌসুমেও এখানে ঘরোয়া ফুটবলের কোনো প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়নি। দীর্ঘ এই বিরতির অন্যতম কারণ ছিল স্টেডিয়ামের সংস্কারকাজ। সংস্কারের জন্য দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল মাঠ। কাজ শেষ হওয়ার পরও ঘরোয়া ফুটবলের নিয়মিত ভেন্যু হিসেবে জাতীয় স্টেডিয়ামকে ফেরাতে পারেনি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল মাঠটির ফুটবল কার্যক্রম। গত বছর ৪ জুন ভুটানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে সংস্কার-পরবর্তী সময়ে এই মাঠে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফিরেছিল। আধুনিকায়নের পর নতুন রূপে স্টেডিয়ামটি ফিরে পেলেও ঘরোয়া ফুটবলের জন্য অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হয়। এই সময়ে ঢাকার ঘরোয়া ফুটবলের প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছিল বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনা। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে ঢাকার বাইরে মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জসহ কয়েকটি জেলা শহরে আয়োজন করা হয়েছে লিগ ও কাপের ম্যাচ। ফলে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জাতীয় স্টেডিয়ামে নিয়মিত ফুটবল দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন রাজধানীর দর্শকেরা। বিশেষ করে আবাহনী, মোহামেডানসহ দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবগুলোর সমর্থকদের কাছে এই মাঠের আলাদা আবেগ ও আবেদন রয়েছে।

এবার সেই অপেক্ষার অবসান হচ্ছে ফেডারেশন কাপ দিয়ে। ২৪ নভেম্বর শুধু ফর্টিস ও রহমতগঞ্জের ম্যাচই নয়, একই দিনে আরও দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মুন্সিগঞ্জে মুখোমুখি হবে আবাহনী লিমিটেড ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব। অন্যদিকে মানিকগঞ্জে লড়বে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও চট্টগ্রাম সিটি এফসি। অর্থাৎ, একই দিনে তিন ভেন্যুতে গড়াবে ফেডারেশন কাপের খেলা। সাফ চ্যাম্পিয়ন-শিপকে কেন্দ্র করে জাতীয় দলের ব্যস্ততার কারণে বন্ধ ছিল ঘরোয়া ফুটবলের কার্যক্রম। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার পর এবার আবার মাঠে ফিরছে ক্লাব ফুটবল। ফেডারেশন কাপের পর ২৭ নভেম্বর শুক্রবার শুরু হওয়ার কথা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। ফলে জাতীয় স্টেডিয়ামে ক্লাব ফুটবলের শীর্ষ আসর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে দেশের ফুটবলে নতুন করে প্রতিযোগিতার আবহও তৈরি হচ্ছে।

ব্যাটিং ধসে মহাবিপদে বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদক

প্রথম ইনিংসে চারশ করা বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে বেশ বড় বিপদে পড়েছে। একশ হওয়ার আগেই পাঁচ উইকেট নেই তাদের। চা বিরতির আগে বাংলাদেশ তিন উইকেট হারায়। শেষ সেশনের শুরুতে দ্রুত আরও দুটি উইকেট পড়ে। ৮৭ রানের মধ্যে ব্যাটিং লাইনের প্রথম পাঁচ ব্যাটার বিদায় নিয়েছেন। আলোর স্বল্পতায় চতুর্থ দিনের বাকি ৮০ মিনিটের খেলা নিয়ে শঙ্কা জেগেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫৫৭ রানে অলআউট করে বাংলাদেশ। ১৫৭ রানে পিছিয়ে থেকে খেলতে নেমে সাত বলের মধ্যে দুই ব্যাটারকে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয়েছে। মাত্র এক রানের ব্যবধানে জোড়া আঘাত। দলীয় ১১ রানে প্রথম ইনিংসের হাফ সেঞ্চুরিয়ান তানজিদ হাসান তামিম থামেন। ইয়ানসেনের বলে রায়ান রিকেলটনের গ্লাভসে ধরা পড়েন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকান পেসারের আগের ওভারের শেষ বলে কট বিহাইন্ডের আবেদনে আম্পায়ার আঙুল তুলে দেন। তানজিদ রিভিউ নিয়ে বেঁচে যান, তার ব্যাট নয় প্যাড ছুঁয়ে বল পড়েছিল রিকেলটনের হাতে। কিন্তু ইয়ানসেনের পরের ওভারের প্রথম বলে থামতে হলো তাকে মাত্র ৪ রান করে। নতুন ব্যাটার হিসেবে নেমে মুমিনুল হক খেলতে পেরেছেন মাত্র ৩ বল। প্রথম ইনিংসে ডাক মারা এই ব্যাটার ১ রান করে রাবাদার বলে বোল্ড হন। ১১ ও ১২ রানে বাংলাদেশ হারায় দুটি উইকেট। আগের ইনিংসে ম্যাচের প্রথম বলে ডাক মারা মাহফিজুল ইসলাম রবিন দুইবার জীবন পান। একবার প্রথম স্লিপে উইয়ান মুল্ডারের হাত ফসকে, আরেকবার রিভিউ নিয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি রানের খাতা খোলেন রাবাদাকে চার মেরে। রবিনকে নিয়ে নাজমুল হোসেন শান্ত ৩১ রানের জুটি গড়ে থামেন। সিমন হারমারের বল খোঁচা দিয়ে এইডেন মারক্রামের সহজ ক্যাচ হলে ১১ রানে থামে অধিনায়কের ইনিংস। প্রথম ইনিংসে দারুণ পারফর্ম করা তাওহীদ হৃদয় রবিনকে নিয়ে দলীয় স্কোর ৫৮ রানে রেখে চা বিরতিতে যান।



পাকিস্তানের কাছে হেরে সাফ থেকে বিদায় বাংলাদেশের

ঢাকা

ঘরের মাঠে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন পূরণ হলো না বাংলাদেশের। শনিবার (১৪ নভেম্বর) ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ১-০ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে স্বাগতিকরা।

ম্যাচের ৮৬ মিনিটে আবদুল সামাদ শাহজাদের করা একমাত্র গোলে প্রথমবারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে পাকিস্তান। ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে খেলতে থাকে। তবে প্রথমার্ধে বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। ৭ মিনিটে রাকিব হোসেনের পাস থেকে গোলের সুযোগ তৈরি করেন সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানি। ২৩ মিনিটে শামিত সোমের হেড থেকে বল পেয়ে রাকিবের নেওয়া শট পাকিস্তানের গোলরক্ষক ঠেকিয়ে দেন। ফিরতি বল পোস্টে লেগে ফিরে আসে। অন্যদিকে ৩২ মিনিটে পাকিস্তানের আবদুল সামাদের শটও পোস্টে লেগে ফিরে আসে।

প্রথমার্ধে বাংলাদেশের বলের দখল ছিল ৫৯ শতাংশ, পাকিস্তানের ৪১ শতাংশ। কিন্তু একাধিক সুযোগ তৈরি করেও গোলের দেখা পায়নি স্বাগতিকরা। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য চাপ বাড়ায় বাংলাদেশ। ৭৫ মিনিটে পাকিস্তানের আদিল নবীর বিপজ্জনক ফ্রি-কিক দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন বাংলাদেশের গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ। ৮১ মিনিটে পাকিস্তানের বদলি খেলোয়াড় নাজিব উল্লাহর নেওয়া শটও প্রতিহত করেন তিনি।

তবে ম্যাচের শেষ দিকে বাংলাদেশের রক্ষণভাগ ও গোলরক্ষকের ভুলের সুযোগ কাজে লাগায় পাকিস্তান। ৮৬ মিনিটে বল পেয়ে বাম পায়ের নিচু শটে বাংলাদেশের জালে বল পাঠান আবদুল সামাদ শাহজাদ। গোলরক্ষক শ্রাবণ বলটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হলে তা জালে জড়ায়। এই গোলেই এগিয়ে যায় পাকিস্তান। শেষ দিকে মিনিটে সমতায় ফেরার চেষ্টা করেও সফল হয়নি বাংলাদেশ। এই ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে গোলরক্ষক ছিলেন মেহেদী হাসান শ্রাবণ।

রক্ষণভাগে খেলেছেন তারিক রায়হান কাজী, জিদান আলেকজান্ডার ইউসুফ, জায়ান আহমেদ ও রহমত মিয়া। মাঝমাঠে অধিনায়ক হামজা দেওয়ান চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন শামিত সোম ও সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানি। আক্রমণভাগে খেলেছেন রাকিব হোসেন, শুকি ইতোফুসা ও ফারহান আলী ওয়াহিদ। ইনজুরির কারণে সাদ উদ্দিনকে না পাওয়ায় তাঁর পরিবর্তে একাদশে সুযোগ পান রহমত মিয়া। আর মোহাম্মদ ইব্রাহিমের পরিবর্তে শুরু থেকে খেলেন শুকি ইতোফুসা। ম্যাচের ৬২ মিনিটে শুকির বদলি হিসেবে ইব্রাহিম মাঠে নামেন। ৭৬ মিনিটে রহমত মিয়ার পরিবর্তে খেলতে নামেন বিশ্বনাথ ঘোষ। অতিরিক্ত সময়ে জামাল ভূঁইয়া, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও ফাহামেদুল ইসলামও মাঠে নামেন। বাংলাদেশের কোচ থমাস ডুলি এই ম্যাচে আটজন প্রবাসী ফুটবলারকে শুরুর একাদশে রেখেছিলেন। আগের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪-০ গোলের জয়ে খেলা একাদশে ছিল দুটি পরিবর্তন। এই জয়ে আগামী ১৭ নভেম্বর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। দিনের প্রথম সেমিফাইনালে ভুটানকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ভারত। বাংলাদেশ সর্বশেষ ২০০৫ সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলেছিল। ২০০৩ সালে একবার শিরোপা জেতা দলটির সামনে এবার ঘরের মাঠে ফাইনালে ফেরার সুযোগ ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে হেরে সেই অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হলো।

ইউনাইটেডের কোচ হচ্ছেন মরিসিও পচেত্তিনো

বাপা নিউজ, ওয়াশিংটন ডিসি

যুক্তরাষ্ট্রের পুরুষ জাতীয় ফুটবল দলের (ইউএসএমএনটি) প্রধান কোচের দায়িত্ব ছেড়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম শীর্ষ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রধান কোচ হতে যাচ্ছেন আর্জেন্টাইন কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। তবে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলের সঙ্গে দায়িত্ব শেষ করার আগে হাইতির বিপক্ষে কনকাকাফ নেশন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দুটি ম্যাচে দলকে কোচিং করাবেন পচেত্তিনো ও তাঁর কোচিং স্টাফ। আগামী ১৪ নভেম্বর মিয়ামি এবং ১৭ নভেম্বর সিনসিনাটিতে ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন পচেত্তিনো। তাঁর অধীনে ৩৫টি ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্র ২১টি জয়, ১২টি হার ও দুটি ড্র করেছে। তাঁর কোচিংয়ে ২০২৫ সালের কনকাকাফ গোল্ড কাপের ফাইনালে উঠেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এরপর নিজেদের মাটিতে অনুষ্ঠিত ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে শেষ ষোলোতে পৌঁছায় দলটি। বিশ্বকাপে নিজেদের গ্রুপে শীর্ষস্থান অর্জনের পাশাপাশি ২০০২ সালের পর কৃতিত্ব অর্জন করে যুক্তরাষ্ট্র। টুর্নামেন্টে তিনটি জয়ের মাধ্যমে বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি জয় পাওয়া কোচও হন পচেত্তিনো। ইউএস সকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পচেত্তিনো দলের পেশাদার মান, ফুটবল সংস্কৃতি এবং যুব জাতীয় দলগুলোর সঙ্গে সিনিয়র দলের সমন্বয় উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ইউএস সকারের প্রধান নির্বাহী ও মহাসচিব জেটি ব্যাটসন বলেন, নেতৃত্ব, পেশাদারত্ব এবং খেলোয়াড়দের প্রতি অঙ্গীকারের মাধ্যমে পচেত্তিনো যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন।

এনডব্লিউএসএল ফাইনালে ওয়াশিংটন স্পিরিট

ওয়াশিংটন ডিসি

যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবল লিগ এনডব্লিউএসএল (ঘডঝখ) চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে ওয়াশিংটন স্পিরিট। শনিবার (১৪ নভেম্বর) অডি ফিল্ডে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে ইউটাহ রয়্যালসকে ২-১ গোলে হারিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে জায়গা করে নিয়েছে দলটি। এই জয়ে ২০২১ সালের পর আবারও লিগ শিরোপা জয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে ওয়াশিংটন স্পিরিটের সামনে। আগের দুই মৌসুমেও ফাইনালে উঠেছিল দলটি, তবে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। ম্যাচের শুরুতেই চমক দেখায় ইউটাহ রয়্যালস। খেলা শুরুর মাত্র ১ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডের মাথায় সরাসরি কর্নার থেকে গোল করেন ক্লোয়ে লাকাসে। এনডব্লিউএসএল প্লে-অফের ইতিহাসে এটিই দ্রুততম গোল হিসেবে রেকর্ড গড়ে। পোস্টসিজন ইতিহাসে সরাসরি কর্নার থেকে গোলের ঘটনাও এটি প্রথম।

তবে দ্রুতই ম্যাচে ফিরে আসে ওয়াশিংটন। অষ্টম মিনিটে ট্রিনিটি রডম্যানের ক্রস থেকে ইতালীয় ফরোয়ার্ড সোফিয়া কান্তোরে দারুণ ব্যাকহিল শটে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। ফলে ১-১ গোলে সমতায় শেষ হয় প্রথমার্ধ। বিরতির পরও আক্রমণ অব্যাহত রাখে স্বাগতিকরা। ম্যাচের ৫৬ মিনিটে ইউটাহ ডিফেন্ডার নুরিয়া রাবানোর দুর্বল ব্যাক পাসের সুযোগ কাজে লাগান ক্লারা লুভাঙ্গা। বলটি রহস্যজনকভাবে এগিয়ে এসে ইউটাহর গোলরক্ষক ম্যান্ডি ম্যাকগ্লিনকে পরাস্ত করে জয়সূচক গোলটি করেন তিনি। এরপর সমতায় ফেরার চেষ্টা চালায় ইউটাহ রয়্যালস। কিন্তু ওয়াশিংটনের রক্ষণভাগ দৃঢ়ভাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামাল দেয়। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্পিরিট। ম্যাচে ট্রিনিটি রডম্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর ক্রস থেকেই সমতাসূচক গোলটি করেন কান্তোরে। মাঝমাঠেও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন অ্যান্ডি সুলিভান। এই জয়ের মধ্য দিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো এনডব্লিউএসএল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠল ওয়াশিংটন স্পিরিট। আগামী ২১ নভেম্বর রাত ৮টায় অডি ফিল্ডে অনুষ্ঠিত হবে এবারের ফাইনাল। প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে এনজে/এনওয়াই গথাম এফসি ও কানসাস সিটি কারেন্টের মধ্যকার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল থেকে। ফাইনাল ম্যাচটি যুক্তরাষ্ট্রে সিবিএস টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হবে। পাশাপাশি প্যারামাউন্ট প্লাসে সরাসরি দেখা যাবে।



Carnival®
CHOOSE FUN®

ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com

4-DAY Western Caribbean CRUISE FROM TAMPA

Sun, Sea & Unforgettable Moments!



SAILING DATE
NOV 1, 2026
(4 NIGHTS)

ROUNDTRIP FROM
TAMPA, FL

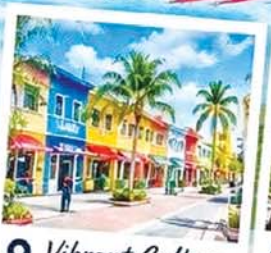
FROM $309 PP

SPECIAL OFFER
75% OFF 2ND GUEST
+ UP TO $400 INSTANT SAVINGS
+ $100 BONUS
ON ELIGIBLE PROMOTION TERMS

ITINERARY

DAY 1 NOV 1		TAMPA, FLORIDA Departure: 4:00 PM
DAY 2 NOV 2		FUN DAY AT SEA Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 3 NOV 3		COZUMEL, MEXICO Arrival: 8:00 AM Departure: 5:00 PM
DAY 4 NOV 4		AT SEA Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 5 NOV 5		TAMPA, FLORIDA Arrival: 8:00 AM


COZUMEL Mexico


Vibrant Culture
SHOP · DINE · EXPLORE


Tropical Paradise
BEAUTIFUL BEACHES

WHY CHOOSE CARNIVAL?

- World-Class Entertainment
- Delicious Dining
- Pools & Water Fun
- Kids & Family Activities
- Spa & Wellness

PREMIUM FUN AWAITS


Stunning Pools & Decks


World-Class Entertainment


Comfortable Staterooms



Make Memories at Sea

BOOK YOUR CRUISE TODAY!

Cruise Travel Agency
(Illustrative)

Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com

Your Dream Vacation Starts Here!


LOYAL TO ROYAL
EUROPE
2028 SEASON
(PART ONE)
BOOKINGS OPEN WEEK OF
OCTOBER 12, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

Guterres Calls for Legally Binding Treaty to Regulate 'Killer Robots'

Shibbir Ahmed, *New York*



United Nations Secretary-General António Guterres has called for a legally binding international instrument to regulate lethal autonomous weapons systems, commonly known as "killer robots," warning that rapidly advancing military technologies pose serious humanitarian, legal, ethical and security challenges. Guterres urged countries to negotiate clear prohibitions and restrictions to prevent the development, use and spread of weapons capable of operating without meaningful human control.

The appeal came as discussions began Monday in Geneva at the Seventh Review Conference of the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW). Addressing delegates from more than 120 Member States through a video message, the UN chief called on governments to seize the opportunity to establish international rules governing these emerging weapons.

"Even war has limits," Guterres said, emphasizing that the nature of warfare is changing rapidly. He warned that new technologies, particularly autonomous weapons systems, are creating unprecedented challenges for the international community.

"I urge you to seize this moment. Take action to prevent the use and spread of these merciless weapons," he said. The Secretary-General also stressed that protecting civilians from the destruction of armed conflict and preventing unnecessary human suffering must remain a global priority. The Secretary-General's appeal follows a strong call last Friday from UN High Commissioner for Human Rights Volker Türk, who urged governments to urgently agree on an international treaty regulating lethal autonomous weapons. Türk warned that rapid technological advancements could soon make such weapons increasingly accessible, raising serious concerns about their potential use in armed conflicts.

"A machine must never have the power to decide whether a human being survives or dies," Türk stressed. He called for prohibiting autonomous weapons designed to target human beings, as well as weapons whose functions and effects cannot be fully understood, predicted, explained or controlled by human operators.

According to the UN human rights chief, human judgment and accountability must remain central to all decisions involving the use of lethal force. Machines cannot understand the value of human life or assess complex circumstances in the way humans can, he noted, particularly when decisions must comply with international humanitarian law.

Despite growing calls for international regulation, countries remain divided over how to control lethal autonomous weapons systems. In December 2023, the UN General Assembly adopted Resolution 78/241, affirming the importance of ensuring that lethal autonomous weapons systems comply with international law, including international humanitarian law. The resolution received support from 152 countries, while four voted against it and 11 abstained.

However, governments have yet to reach agreement on the nature of a possible new international instrument, including whether it should be legally binding or what timeframe should be established for its adoption. The ongoing Geneva conference is being held under the Convention on Certain Conventional Weapons, an international agreement that has worked for more than four decades to reduce human suffering caused by certain weapons. The convention has addressed issues involving landmines, improvised explosive devices, incendiary weapons and explosive remnants of war. In addition to autonomous weapons, delegates are expected to discuss the humanitarian consequences of landmines and emerging methods of warfare that are not adequately covered by existing international agreements. The discussions are being organized by the UN Office for Disarmament Affairs (UNODA). The Convention on Certain Conventional Weapons currently has 128 High Contracting Parties, referring to countries that have formally joined the agreement and accepted its legal obligations.

As discussions continue in Geneva, the central challenge for the international community is to establish effective safeguards ensuring that decisions over the use of lethal force remain under meaningful human control. The UN leadership is urging governments to move beyond discussions and work toward concrete international rules before advances in autonomous weapons technology outpace efforts to regulate them.

US Intelligence Warns of Possible Iranian Dirty Bomb Plot in Washington



BAPA News

Washington DC: New US intelligence has raised concerns that Iran may be developing contingency plans for a potential attack targeting senior Trump administration officials in Washington, D.C., involving a so-called "dirty bomb" or chemical weapons, according to a CNN investigative report. The intelligence findings have prompted heightened concern among US national security officials, although authorities have emphasized that there is currently no confirmed indication of an imminent attack.

According to a CNN report published November 16, citing seven US officials, Iranian planning may involve the potential use of a conventional explosive device containing radioactive material, commonly known as a dirty bomb, or chemical weapons to target senior officials in President Donald Trump's administration. Officials familiar with the intelligence reportedly said that US agencies had identified specific locations and potential targets.

However, they cautioned that the existence of contingency plans does not necessarily mean Tehran has decided to carry out an attack. Instead, the intelligence may indicate that Iran is developing possible options amid escalating tensions with Washington.

White House spokesperson Lauren Bis said in a statement that the administration was monitoring all potential threats but emphasized that there were currently no credible threats to the US homeland. President Donald Trump said Tuesday that the United States was taking the reported intelligence seriously and investigating the allegations. He expressed hope that there was no imminent threat but warned that Iran would face severe consequences if it carried out such an attack. Iran's Foreign Ministry spokesperson rejected the allegations, describing the reported plans as baseless. A dirty bomb is not a nuclear weapon. It combines conventional explosives with radioactive material, which can be dispersed through an explosion. Although it does not produce a nuclear explosion, radioactive contamination could create serious public health, environmental and security consequences. The CNN report also indicated that US officials were examining separate intelligence concerns involving the possible use of chemical weapons against American military personnel stationed in the Middle East. The reported developments have renewed attention on US intelligence capabilities, counterterrorism preparedness and the broader security implications of escalating tensions between Washington and Tehran.



Nvidia Faces Fresh National Security and Export-Control Scrutiny

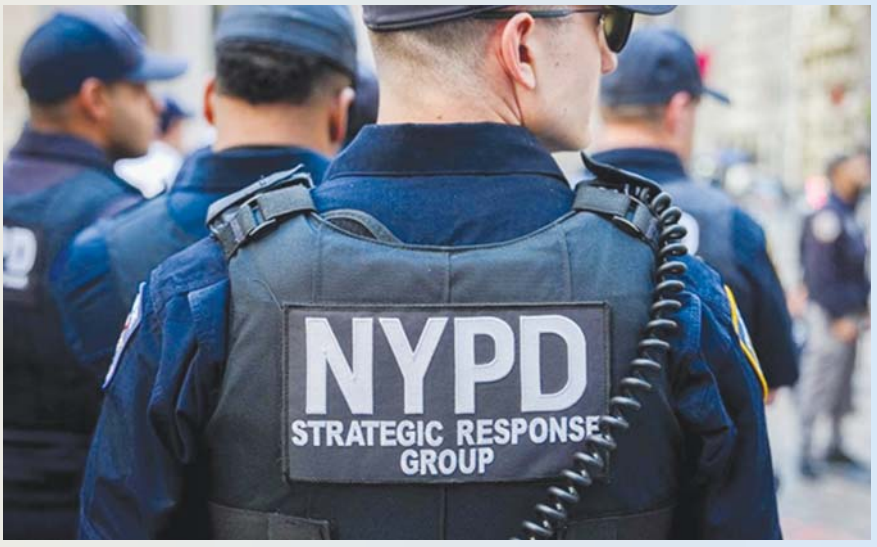
WASHINGTON DC

Nvidia is facing renewed scrutiny over national security, advanced AI chip exports to China and concerns about possible technology diversion. In response to growing pressure, the semiconductor giant has established a new board-level committee to oversee its national security policies and export-control compliance. In an announcement on November 17, Nvidia said its board had created the National Security and Export Control Oversight Committee. The committee will supervise the company's national security policies, compliance with export-control regulations and management of global trade risks. Director Suzanne Nora Johnson will chair the committee, with Stephen C. Neal and Caltech professor John O. Dabiri serving as members. The committee is expected to meet at least quarterly and consult independent experts in law, national security and international trade. The move comes as US lawmakers intensify scrutiny of Nvidia's advanced AI chip sales to China and the possibility that restricted technology could reach Chinese companies through third countries. Members of Congress have raised concerns that weaknesses in export-control enforcement could allow sensitive semiconductor technology to be diverted to entities linked to countries of concern. They are calling for stronger safeguards, better tracking of advanced chips and tighter oversight of export licenses.

Congressional scrutiny has also extended to Nvidia's former chief executive, Jensen Huang, and officials at the US Department of Commerce. Lawmakers are seeking explanations about decisions involving chip exports to China, possible diversion of restricted technology and whether existing safeguards were properly enforced. Several members of Congress have requested records and briefings as investigations and potential hearings move forward. Meanwhile, the US Commerce Department has taken steps to address concerns that companies in restricted countries could access advanced American AI chips remotely through data centers located in other countries. A recently reported interim rule would require additional export licenses and stronger customer due diligence in certain circumstances, aiming to close potential loopholes in the existing restrictions.

Mamdani Disbands Controversial NYPD Strategic Response Group

Shibbir Ahmed, New York



New York City Mayor Zohran Mamdani has announced plans to disband the New York Police Department's (NYPD) controversial Strategic Response Group (SRG), introducing a major restructuring of how the city handles protests, public demonstrations and counterterrorism operations. Mamdani made the announcement Monday alongside NYPD Commissioner Jessica Tisch, saying the changes would separate protest response from counterterrorism responsibilities and place greater emphasis on communication, de-escalation and protecting the constitutional rights of demonstrators. The decision fulfills a key campaign promise Mamdani made during his 2025 mayoral campaign.

"New Yorkers exercising their constitutional right to protest should not be met with the same police response as a terrorism threat," Mamdani said. He added that the city was establishing a new civilian-led approach focused on dialogue, engagement and de-escalation.

Under the new plan, the city will establish a Community Dialogue and De-escalation Division (CDDD) within the Mayor's Office of Community Safety. The new division will be civilian-led, and its members will not carry weapons or have arrest powers.

The division will coordinate with a newly created 30-member First Amendment Support Team (FAST) within the NYPD's Community Affairs Bureau. The specially trained officers will focus on communication and de-escalation during demonstrations.

The administration will also establish a new Patrol Support Division (PSD) within the NYPD's Patrol Services Bureau. Its officers will receive specialized crowd-management training and assist with demonstrations when necessary. Most of the time, however, they will perform regular patrol duties, assist in searches for missing persons and support major public events. The reforms also introduce significant restrictions on police tactics and weapons during First Amendment activities. Under the new rules, officers will be prohibited from using kettling tactics, tear gas and long guns during demonstrations.

Pepper spray will not be permitted as a general crowd-management tool, while long-range acoustic devices will be limited to 90 decibels.

The changes will also separate counterterrorism operations from protest policing. The SRG's counterterrorism responsibilities, including the deployment of heavily armed officers at critical infrastructure sites, will be transferred to the NYPD's Intelligence and Counterterrorism Bureau.

Police Commissioner Jessica Tisch defended the restructuring, saying the new arrangement would consolidate counterterrorism capabilities, provide greater support to patrol officers and ensure that demonstrations are managed in a manner consistent with public safety and First Amendment protections. She emphasized that the changes would not weaken the NYPD's ability to respond to serious threats.

The announcement, however, has drawn criticism from police union representatives. Patrick Hendry, president of the Police Benevolent Association, expressed concern that the restructuring could undermine public safety and the ability of officers to maintain order during large demonstrations.

Civil rights advocates, meanwhile, welcomed the decision, citing longstanding concerns about the SRG's crowd-control practices. Some advocates also called for close oversight of the replacement units to ensure that the reforms produce meaningful changes in police conduct. According to the Mayor's Office, the restructuring will be implemented without additional funding and will not increase or reduce the NYPD's overall headcount. Existing officers will be reassigned to other units under the new structure.

Established in 2015, the Strategic Response Group was designed to respond to major emergencies, counterterrorism threats, large public demonstrations and other citywide security operations. The unit faced significant criticism over its handling of protests, particularly during demonstrations following the killing of George Floyd in 2020. Critics accused officers of excessive force and mass arrests, leading to legal challenges and a settlement in 2023 concerning the treatment of protesters, journalists and legal observers.

Mamdani's decision marks a significant shift in New York City's approach to protest management and policing. The implementation of the reforms is expected to draw continued attention from civil rights organizations, police unions, city officials and residents as the new structure takes shape.



Five Major Powers' Envoys Hold Separate Talks with Khalilur Rahman

DHAKA

Foreign Minister Dr Khalilur Rahman on Thursday held separate meetings with the ambassadors and representatives of the United States, United Kingdom, India, European Union and China, highlighting Bangladesh's continued diplomatic engagement with key international partners. The meetings took place in phases at the Ministry of Foreign Affairs, with the envoys discussing bilateral relations and issues of mutual interest. US Ambassador to Bangladesh Brent T. Christensen, British High Commissioner Sarah Cooke and Indian High Commissioner Dinesh Trivedi separately called on the foreign minister during the day. Earlier in the morning, European Union Ambassador to Bangladesh Michael Miller and Chinese Embassy Chargé d'Affaires Dr Liu Yuyin also held separate meetings with Dr Khalilur Rahman. Speaking to journalists after his meeting, US Ambassador Christensen said he had called on the foreign minister to exchange greetings ahead of the American Thanksgiving holiday. He said they also discussed the friendly relations between Bangladesh and the United States. Meanwhile, Indian High Commissioner Dinesh Trivedi said his meeting was primarily a courtesy call to congratulate Dr Khalilur Rahman on assuming the presidency of the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA). "I had come here as High Commissioner of India in Bangladesh to greet the President of UNGA," Trivedi told reporters after the meeting at the foreign ministry in the afternoon. He clarified that the meeting was held specifically in Khalilur Rahman's capacity as UNGA president, rather than in his concurrent role as Bangladesh's foreign minister.

FAA Technical Failure Disrupts US Flights Nationwide

BAPA News, WASHINGTON DC

A technical failure involving the Federal Aviation Administration's (FAA) aging telecommunications infrastructure triggered a nationwide disruption in US air travel on November 13, forcing authorities to temporarily halt flights across the country and raising fresh concerns about the modernization of America's air traffic control system. The disruption began at approximately 3:30 p.m. Eastern Time on Friday, when instability developed in the communications and radar-related networks used by air traffic controllers. The FAA issued a nationwide ground stop as a precautionary measure to protect passengers and ensure the safe operation of aircraft. According to preliminary findings released by the Department of Transportation and the FAA, the problem was associated with maintenance work at a remote facility in El Dorado, Arkansas, where old copper telecommunications lines were being replaced with fiber-optic connections. During the process, a router generated an unusually high volume of data connection attempts, placing significant pressure on the FAA's telecommunications network. Transportation Secretary Sean Duffy said the system experienced approximately 1,000 connection attempts every four to five seconds, creating instability in communications and radar information used by air traffic control centers. The disruption affected 17 of the country's 22 Air Route Traffic Control Centers and several Terminal Radar Approach Control facilities. At the time of the incident, approximately 3,500 aircraft were in the air. FAA officials said all affected aircraft landed safely, with no reported aviation accidents resulting from the disruption. According to the FAA, approximately 12,462 flights were canceled on Friday, although not all cancellations were directly attributable to the nationwide ground stop.

The agency reopened US airspace at 8:15 p.m. Eastern Time on Friday. However, airlines continued to experience operational challenges as aircraft and flight crews had to be repositioned before normal schedules could resume. Secretary Duffy acknowledged that much of America's air traffic control infrastructure still relies on decades-old technology. He called for additional congressional funding to accelerate the modernization of the nation's aviation systems, arguing that outdated telecommunications infrastructure must be replaced with more reliable and advanced technology. The FAA said its preliminary investigation found no indication that the disruption was caused by a cyberattack or an external malicious actor. Instead, investigators are examining network instability associated with the legacy telecommunications system and the router replacement work carried out by the network contractor, L3Harris.

As an immediate precaution, the FAA disabled certain functions on the affected routers and similar equipment across its network. The incident has renewed questions about the reliability of America's air traffic control infrastructure and the pace of modernization.


Carnival
CHOOSE FUN®
ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
4-Day
The Bahamas Cruise
FROM MIAMI
Sun, Sand & Endless Smiles
Small Getaway
Big Memories
CARNIVAL SUNRISE
Half Moon Cay™
PRIVATE ISLAND PARADISE
Celebration Key™
NEWEST PORT OF FUN
Miami
FLORIDA
SAILING DATE
NOV 29 – DEC 03, 2026
(4 NIGHTS)
ROUNDTRIP FROM
MIAMI, FL
SHIP
Carnival Sunrise®
ITINERARY
DAY 1 NOV 29
MIAMI, FLORIDA
Departure: 6:00 PM
DAY 2 NOV 30
AT SEA
Relax & Enjoy
Onboard Activities
DAY 3 DEC 01
HALF MOON CAY™
Arrival: 8:00 AM
Departure: 4:00 PM
DAY 4 DEC 02
CELEBRATION KEY™
Arrival: 8:00 AM
Departure: 5:00 PM
DAY 5 DEC 03
MIAMI, FLORIDA
Arrival: 8:00 AM
Escape to Paradise
FROM $199 PP*
Average per person,
based on 2-person room
4 DAYS OF ISLAND VIBES, OCEAN BREEZES & UNFORGETTABLE FUN!
CHOOSE YOUR PERFECT CABIN
INTERIOR
From $199 PP
OCEANVIEW
From $280 PP
BALCONY
From $484 PP
SUITE
From $828 PP
WHY CARNIVAL SUNRISE?
World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness
MORE FUN AWAITS!
Stunning Pools & Decks
Live Shows & Nightlife
Delicious Dining Options
Shore Excursions & More!
More Beaches
More Smiles
More Carnival
Cruise Travel Agency
(Illustrative)
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Your Dream Vacation
Starts Here!



নেপোটিজম বিতর্ক

তারকার মেয়ে হয়ে গর্বিত অনন্যা

অনন্যা পাণ্ডে

> ২০১৯ সালে ‘স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার টু’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় অনন্যার। এরপর থেকেই নেপোটিজম নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাকে। তবে এ বিতর্কে নিজের পারিবারিক পরিচয় অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখেন না অভিনেত্রী। বাবার পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাকে তিনি ইতিবাচকভাবেই দেখেন।
> অনন্যা বলেন, আমার মনে হয়, বিষয়টি স্বীকার না করার কোনো অর্থ নেই। আমি আমার বাবার মেয়ে হতে পেরে খুব গর্বিত

● বিনোদন ডেস্ক

বলিউডে নেপোটিজম নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। অভিনেতা চাঙ্কি পাণ্ডের মেয়ে হিসেবে সেই বিতর্কের কেন্দ্রে বহুবার এসেছেন অনন্যা পাণ্ডে। তবে বাবার পরিচয় আড়াল করতে চান না এ অভিনেত্রী। বরং চাঙ্কি পাণ্ডের মেয়ে হতে পেরে গর্বিত তিনি। একই সঙ্গে নিজের স্বপ্নের জীবন যাপন করতে পারার জন্য প্রতিদিন সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অনন্যা।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ২৪তম হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন অভিনেত্রী। আলোচনায় জেন জি প্রজন্মকে ঘিরে প্রচলিত নানা ধারণারও জবাব দেন তিনি। এ প্রজন্মকে অলস, অধিকারসচেতন ও পরিশ্রমবিমুখ বলে যে ধারণা প্রচলিত, তা মানতে নারাজ অনন্যা।

২০১৯ সালে ‘স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার টু’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় অনন্যার। এরপর থেকেই নেপোটিজম নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাকে। তবে এ বিতর্কে নিজের পারিবারিক পরিচয় অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখেন না অভিনেত্রী। বাবার পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাকে তিনি ইতিবাচকভাবেই দেখেন।

অনন্যা বলেন, আমার মনে হয়, বিষয়টি স্বীকার না করার কোনো অর্থ নেই। আমি আমার বাবার মেয়ে হতে পেরে খুব গর্বিত। চাঙ্কি পাণ্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় কখনোই অস্বীকার করতে চাই না। তাই এ সম্পর্কের সঙ্গে কোনো নেতিবাচক অর্থ জুড়ে দিতে চাই না।

অভিনেত্রীর ভাষ্যে, আসলে সাফল্যের সংজ্ঞাটাই আলাদা। বড় হওয়ার সময় আগের প্রজন্মের কাছে হয়তো সাফল্যের একটিই ধরন ছিল। সেই সাফল্য পেতে হলে নির্দিষ্ট একটি পথ অনুসরণ করতে হতো। জেন জি কিছুটা আলাদা। আমি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যেও ভালো থাকি, যত বেশি সময় সম্ভব কাজ করতে ভালোবাসি। তবে আমার প্রজন্মের অন্য কেউ হয়তো আমার মতোই সফল, কিন্তু ততটা পরিশ্রম করে না। সাফল্য অর্জনের সেটি তার নিজস্ব উপায়।



মৃত্যুর পর এক পয়সাও পাবে না রজনীকান্তের পরিবার

● বিনোদন ডেস্ক

দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিনয়জগতে রাজত্ব করেছেন দক্ষিণী সিনেমার সুপারস্টার রজনীকান্ত। একসময় বাস কন্ডাক্টারের কাজ করা মানুষটি আজ ভারতীয় সিনেমার অন্যতম ধনী অভিনেতা। তবে সম্পদের একটি বড় অংশ পরিবারকে না দিয়ে জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের হাতে তুলে দিতে চান তিনি। সেই সম্পত্তি থেকে উপার্জিত প্রতিটি পয়সা খরচ হবে তামিলনাড়ুর সাধারণ মানুষের পেছনে। চেন্নাইয়ের কোদামবাক্কামে অবস্থিত রজনীকান্তের রাঘবেন্দ্র মণ্ডপম। প্রায় সোয়া একর জমির উপর তৈরি ভবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অভিনেতার বহু স্মৃতি। ১৯৮৯ সালে তৈরি হয়েছিল এ মণ্ডপম। দীর্ঘদিন ধরে এটি রজনীকান্তের নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র। এখানেই অনুরাগীদের সঙ্গে একাধিকবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন অভিনেতা।







জিতের পরিবর্তে শাকিব

রাফী বললেন– এটি রিউমার

● বিনোদন প্রতিবেদক

বছর দুয়েক আগে টালিউড সুপারস্টার জিৎ ও ঢালিউডের শরিফুল রাজকে নিয়ে অ্যাকশন-থ্রিলার সিনেমা ‘লায়ন’ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন নির্মাতা রায়হান রাফী। তবে শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। এরইমধ্যে চলতি বছরের আগস্টে অভিনেতা জিৎ জানিয়ে দেন, লায়নের সঙ্গে তিনি আর নেই। ফলে ছবিটির ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয় অনিশ্চয়তা।

সম্প্রতি সমাজিক মাধ্যমে গুঞ্জন উঠেছেন ‘লায়ন’-এ জিতের পরিবর্তে দেখা যেতে পারে ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খানকে। তবে বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন রাফী। এক শব্দে ঢাকা মেইলকে বলেন, ‘এটি রিউমার।’

এর আগে শাকিবের সঙ্গে জুটি বেঁধে ‘তাণ্ডব’ ও ‘তুফান’ সিনেমা উপহার দিয়েছেন রাফী। মুক্তির পর সিনেমা দুইটি রমরমা ব্যবসা করেছিল। পর্দায় শাকিবকে তুফানরূপে হাজির করে দর্শকের মন ভরিয়েছিলেন রাফী। সিনেমাটির শেষে জানানো হয়েছিল ‘তুফান টু’ লোডিং। অপেক্ষায় মুখিয়ে শাকিব অনুরাগীরা। সম্প্রতি ঢাকা মেইলকে তিনি জানান, ছবিটি নিয়েও তার পরিকল্পনা আছে। সুযোগ মতো শুটিং শুরু করবেন।

‘তুফান’ সিনেমায় শাকিব ছাড়াও অভিনয় করেছেন মিমি চক্রবর্তী, চঞ্চল চৌধুরী, মাসুমা রহমান নাবিলা, ফজলুর রহমান বাবু, মিশা সওদাগর, সালাহউদ্দিন লাভলুসহ আরও অনেকে।

> সম্প্রতি সমাজিক মাধ্যমে গুঞ্জন উঠেছেন ‘লায়ন’-এ জিতের পরিবর্তে দেখা যেতে পারে ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খানকে। তবে বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন রাফী। এক শব্দে ঢাকা মেইলকে বলেন, ‘এটি রিউমার’

হাসপাতালে গীতিকার রফিকউজ্জামান

● বিনোদন প্রতিবেদক

দিন কয়েক হলো রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত গীতিকার মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মেইলকে এ গীতিকারের বর্তমান শারীরিক পরিস্থিতি জানিয়েছেন তার স্ত্রী জিন্নাত আরা জামান।

জিন্নাত আরা জামান বলেন, উনি (রফিকউজ্জামান) আগের মতোই আছেন। কিছু মনে রাখতে পারেন না। কথা জড়িয়ে যায়। রফিকউজ্জামানের একাধিকবার স্ট্রোক হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, চিকিৎসকরা বলেছেন, উনি অনেকবার স্ট্রোক করেছেন। ছোট ছোট স্ট্রোকগুলো বিভিন্ন সময় হয়েছে। কিন্তু আপনারা কেউ বুঝতে পারেননি। উনিও বুঝতে পারেননি। যার কারণে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতসৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই উনি বিভিন্ন সময় স্মৃতি হারিয়ে ফেলছেন।

বেশকিছু দিন ধরে অসুস্থ রফিকউজ্জামান। এর আগে গেল ১০ নভেম্বর জিন্নাত আরা জামান বলেছিলেন, উনি (রফিকউজ্জামান) অনেকদিন ধরেই অসুস্থ। এরমধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। শারীরিক অবস্থা তাই আরও নাজুক। হাঁটাচলা তেমন করতে পারেন না। মনেও রাখতে পারছেন না কিছু। কথাও অল্প বলেন। ঘুম একেবারেই হয় না।

আরও বলেছিলেন, চলতি মাসের শুরুতে ওনার ভার্টিগো রোগ ধরা পড়ে। এরপর নিউরো মেডিসিন বিশেষজ্ঞকে দেখানো হয়। চিকিৎসক প্রয়োজনীয় কিছু টেস্ট দেন। এরমধ্যে সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট খুব একটা ভালো আসেনি।



> চলতি মাসের শুরুতে ওনার ভার্টিগো রোগ ধরা পড়ে। এরপর নিউরো মেডিসিন বিশেষজ্ঞকে দেখানো হয়। চিকিৎসক প্রয়োজনীয় কিছু টেস্ট দেন

আধুনিক বাংলা গানের জগতে জীবন্ত কিংবদন্তি মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান। শুরুটা কবিতা লেখার মধ্যমে। পরে কলম হাতে নেন গানের কথা লিখতে। ১৯৭৩ সাল থেকে সিনেমার জন্য নিয়মিত গান লেখা শুরু করেন। বহু গুণে গুণান্বিত রফিকউজ্জামান চলচ্চিত্রের কাহিনী-চিত্রনাট্য-সংলাপ রচয়িতা হিসেবেও সুপরিচিত। ১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে এবং ২০০৮ সালে শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার হিসেবে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। এ ছাড়া বহু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান রাখায় ২০২৪ সালে স্বাধীনতা পদক পান তিনি।


LOYAL TO ROYAL
ALASKA
2028 SEASON
BOOKINGS OPEN WEEK OF
SEPTEMBER 28, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

স্বাস্থ্য কর্নার



–ডায়াবেটিস–
আমাদের করণীয়

ডা. পীযূষ কান্তি বড়ুয়া

বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিস একটি দ্রুত বিস্তারলাভকারী ব্যাধি, যা মোকাবিলা ও প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরি করা জরুরি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯১ সাল থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন একমত হয়ে ১৪ নভেম্বরকে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয় ও উদযাপন করে। সেই থেকে প্রতিবছর একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য তৈরি করে বিশ্বজুড়ে এ দিবসটি পালন করা হয়। একই দিন বিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক ব্যান্টিংয়ের জন্মদিন। তিনি এবং বিজ্ঞানী চার্লস বেস্ট একত্রে ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে ইনসুলিন আবিষ্কার করেছিলেন।

সারাবিশ্বে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী বর্তমানে ডায়াবেটিসের শিকার। ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী, চীন, ভারত ও পাকিস্তান ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার দিক থেকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। চীনে ১৭৪ মিলিয়নের অধিক, ভারতে ১২৪ মিলিয়নের অধিক এবং পাকিস্তানে ৬২ মিলিয়নের অধিক মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের তথ্যমতে, ২০১৭ সালেই সারাবিশ্বে ৪২৫ মিলিয়ন মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ছিল। এর মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ ছিল প্রাপ্তবয়স্ক।

ডায়াবেটিসের ইতিহাস : ডায়াবেটিসের ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে দেখা যায়, গ্রিক শব্দ 'ডায়াবেটিস' এবং ল্যাটিন শব্দ 'মেলাইটাস'-এর সমন্বয়ে ডায়াবেটিস মেলাইটাস নামের উৎপত্তি।

ডায়াবেটিস শব্দের অর্থ কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া এবং মেলাইটাস অর্থ মধু বা মিষ্টিযুক্ত। খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে একে 'শয়তানের মূত্রত্যাগ' নামে অভিহিত করা হতো। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০ সালে মেমফিসের অ্যাপোলোনিয়াস প্রথম ডায়াবেটিস শব্দের প্রচলন করেন। খ্রিষ্টীয় ১৪২৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইতে ডায়াবেটিসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শুশ্রুত, অরাতিউস, থমাস উইলিয়াম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় অগ্রপথিক ছিলেন। শুশ্রুত একে মধুমেহ বলে আখ্যা দেন। জোসেফ ফন মেরিং এবং মিনকোয়াস্কি ১৮৮৯ সালে ডায়াবেটিসের সঙ্গে অগ্ন্যাশয়ের সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে লিওনার্ড থম্পসন প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ইনসুলিনের ইনজেকশন গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার আগে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ১৭ বছর।

ডায়াবেটিসের ধরন : টাইপ-১ ডায়াবেটিসকে তারুণ্যের ডায়াবেটিসও বলা হয়। এতে দেহে ইনসুলিনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না। এ ধরনের ডায়াবেটিসেরও কোনো নির্মূল নেই, তবে নিয়ন্ত্রণ আছে।

টাইপ-২ ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না এবং কোষগুলো সেই ইনসুলিন ব্যবহার করে রক্ত থেকে গ্লুকোজ টেনে নেওয়ার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

টাইপ-২ ডায়াবেটিসের কোনো নির্মূল না থাকলেও অতিরিক্ত দৈহিক ওজন কমিয়ে, খাদ্যগ্রহণে শৃঙ্খলা এনে এবং অতিরিক্ত ক্যালরি পোড়ানোর জন্য শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

উপসর্গসমূহ : অতিরিক্ত পিপাসা, অতিরিক্ত মূত্রত্যাগের প্রবণতা, অতিরিক্ত ক্ষুধা, ওজন হ্রাস, ক্লান্তি, ঝাপসা দৃষ্টি, ক্ষত নিরাময়ে ধীরগতি, ঘন ঘন জীবাণুর সংক্রমণ, হাতে-পায়ে অবশভাব ও ঝিনঝিন বোধ, স্নায়ুকেন্দ্রিক জ্বালাপোড়া বৃদ্ধি এবং বগল, গলা প্রভৃতি স্থানের ত্বকে কালো বর্ণের ছাপ তৈরি হওয়া।

রেসিপি

মজাদার তিন পিঠা

নতুন ধানের চালের ঘ্রাণে শীতের পিঠাপুলির আয়োজন যেন আরও জমে ওঠে। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পিঠার তালিকায় নকশি পিঠা, দুধ পলি পিঠা ও ঝিনুক পিঠার রয়েছে আলাদা আবেদন। কোনোটি নকশার কারুকাজে নজর কাড়ে, কোনোটি দুধের মিষ্টি স্বাদে মন ভরায়, আবার কোনোটি আকৃতির বৈচিত্র্যে হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়। রেসিপি দিয়েছেন– **মরিয়ম বেগম**



নকশি পিঠা

যা লাগবে : চালের গুঁড়া ২ কাপ, পানি ২ কাপ, লবণ ১ চা চামচ, খেজুর কাঁটা কয়েকটি, বাঁশের চটা প্রয়োজনমতো, তেল (ভাজার জন্য) ১ লিটার, সিরা তৈরির জন্য চিনি বা গুড় ২ কাপ, পানি ২ কাপ, এলাচ ২-৩টি, দারুচিনি ২ টুকরা, তেজপাতা ১টি।

যেভাবে করবেন : হাঁড়িতে পানি ফুটতে দিন। পানি ফুটে উঠলে লবণ ও চালের গুঁড়া দিন। মাঝারি আঁচে ঢেকে সিদ্ধ করুন ৮-১০ মিনিট। নাড়বেন না। আঁচ কমিয়ে হাঁড়ি চুলায় রেখেই নেড়ে কাই করুন। চুলা থেকে নামিয়ে কাই ভালোভাবে মথে নিন। ভেজা নেকড়া দিয়ে ঢেকে রাখুন। মথা কাই ৬ ভাগ করুন। প্রত্যেক ভাগ কাই দিয়ে ১/২ ইঞ্চি পুরু রুটি বেলুন। রুটির ওপর হাত দিয়ে তেল মেখে খেজুর কাঁটা দিয়ে নকশা করুন। বড় মোটা সুই দিয়ে বড় নকশার ভেতর থেকে কাই তুলে নিন ও ছোট নকশার ভেতর জিগজ্যাগ করে দিন। পিঠার চারদিকে বাঁশের চটা দিয়ে দাঁত কেটে দিন। লোহার কড়াইতে তেল গরম করে মৃদু আঁচে পিঠা ভাজুন। খেয়াল রাখুন পিঠা যেন ভেতরে-বাইরে সমান ভাজা হয় এবং গাঢ় রং না হয়। ভাজার পর বেশ কয়েক সপ্তাহ সংরক্ষণ করতে পারেন। পরিবেশনের আগে সিরা তৈরির উপকরণ দিয়ে মাঝারি ঘনত্বের সিরা করে নিন। এলাচ দারুচিনি তেজপাতা তুলে ফেলে দিন। কড়াইতে তেল গরম করে বাদামি রং করে পিঠা ভেজে তেল ঝরিয়ে সিরায় ফেলুন। ২-৩ বার উলটে দিন। ৫-৬ মিনিট পর সিরা থেকে পিঠা তুলে পরিবেশন করুন।

দুধ পুলি



যা লাগবে : ময়দা ২ কাপ, আতপ চালের গুঁড়ি আধা কাপ, লবণ সামান্য, নারকেলের দুধ ১ কাপ (২ লিটার দুধ জাল দিয়ে ১ লিটার করে ১ কাপ চিনি ও আধা চা-চামচ এলাচি গুঁড়া দিয়ে কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে রাখতে হবে)।

যেভাবে : নারকেলের দুধ ফুটিয়ে লবণ, চালের গুঁড়া, ময়দা দিয়ে সেদ্ধ হলে নেড়ে নামিয়ে নিন। এবার ভালো করে মথে ২০ ভাগ বা পছন্দমতো ভাগ করে, প্রতি ভাগ হাতের আঙুল দিয়ে চেপে চেপে বাটির মতো আকার করে ১ টেবিল চামচ পুর দিয়ে মুখ বন্ধ করে অর্ধচন্দ্রাকারে করে ২০-২৫ মিনিট ভাপে সেদ্ধ করে গরম অবস্থায় ঘন দুধে দিতে হবে, ঠান্ডা হলে পরিবেশন করতে হবে।

পুরের জন্য যা লাগবে : নারকেল কোরানো ২ কাপ, খেজুরের গুড় ১ কাপ, এলাচি গুঁড়া সামান্য। সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে চুলায় দিয়ে নাড়তে হবে, চটচটে হলে নামাতে হবে।



ঝিনুক পিঠা

যা লাগবে : ডিম ২টি, ময়দা ৩ কাপ, চিনি ১ কাপ, সুজি সোয়া কাপ, তেল পৌনে ১ কাপ, লবণ পরিমাণমতো।

যেভাবে করবেন : প্রথমে ডিম ও চিনি একসঙ্গে ফেটাতে হবে। তেল ও লবণ দিয়ে আবারও ভালোভাবে ফেটান। এরপর ময়দা ও সুজি মিশিয়ে খামির বানাতে হবে। রুটির খামিরের চেয়ে একটু নরম খামির হতে হবে। ছোট ছোট গোল বল বানিয়ে নিন। এবার পরিষ্কার নতুন চিরুনিতে তেল মেখে নিতে হবে। বলের উপর চিরুনিটি আঙুল দিয়ে চেপে ধরুন। ঝিনুকের মতো করে পেঁচিয়ে ঝিনুক পিঠা বানিয়ে ফেলুন। এভাবে অনেকগুলো পিঠা বানানোর পর হালকা জ্বালে বাদামি করে ভেজে পরিবেশন করুন।

হেমন্তেও ত্বক থাকবে ঝকঝকে

চারপাশে গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি, কামিনী, হিমঝুরি, দেব কাঞ্চন, রাজ অশোক, ছাতিমসহ অসংখ্য ফুলের গন্ধ নিয়ে আগমন ঘটে হেমন্ত ঋতুর। এ সময় ঘাসের ওপর বিন্দু বিন্দু শিশির জমতে শুরু করে। তবে হেমন্তে প্রকৃতি পূর্ণ থাকলেও হিম শীতল পরশে মলিন হয়ে যায় ত্বক। এ সময় ত্বকের বাড়তি যত্ন নিতে হয়। লিখেছেন– **নাদিয়া আফরিন**



■ মডেল : মোহনা
■ ছবি :রাহুল রায় মিশুক

সঠিকভাবে ত্বক পরিষ্কার করতে হবে : অন্যান্য সময় ত্বকের তৈলাক্তভাব দূর করতে আপনি হয়তো স্কার্ব দিয়ে দিনে দুইবারের বেশি ত্বক পরিষ্কার করেন। কার্তিকের এই আবহাওয়ায় তা করলে কিন্তু আপনার ত্বকের ক্ষতি হবে। দিনে দুইবার ক্লিনজার দিয়ে ত্বক ভালোমতো পরিষ্কার করলে ত্বক থাকবে সতেজ ও সজীব।

পরিমিত খাবার : খাবার ত্বককে ভেতর থেকে শক্তি যোগায়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ও আঁশ জাতীয় খাবার ত্বকে বলিরেখা পড়তে দেয় না। ত্বক ভালো রাখতে সবুজ শাক-সবজি, দুধ, ডিম, ফল, বাদাম, মিষ্টি কুমড়া জাতীয় খাবার খাদ্য তালিকায় নিয়মিত রাখতে হবে।

নিয়মিত ব্যায়াম : নিয়মিত ব্যায়াম করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। ত্বক ভালো রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম করুন।

পর্যাপ্ত পানি : ত্বক ভালো রাখতে পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ২ লিটার পানি পান করুন। এবং যেসব ফলে পানির পরিমাণ বেশি সেসব ফল বেশি খেতে হবে। বিশেষ করে যাদের ত্বক তৈলাক্ত তাদের ত্বক ভালো রাখতে পানির কোন বিকল্প নাই।

প্রাকৃতিক উপাদান : প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ত্বকের ক্রিম এবং মাস্ক তৈরি করতে পারেন। হলুদ, ময়দা, মধু, ওটস, দুধ, অ্যালোভেরা ত্বকে নিয়মিত ব্যবহার করুন। এতে ত্বক থাকবে ঝকঝকে।

চ্যাট হিস্ট্রি বন্ধ রাখলেও তথ্য সংরক্ষণ করবে গুগল

প্রযুক্তি ডেস্ক



বিভিন্ন কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট ব্যবহারের সময় অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত বা সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করতে হয় ব্যবহারকারীদের। এসব গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন যেন অ্যাকাউন্টের চ্যাট হিস্ট্রিতে জমা না থাকে, সে জন্য জেমিনাইতে হিস্ট্রি বন্ধ রাখার সুবিধা ইতিমধ্যেই রয়েছে। তবে এখন থেকে এ চ্যাট হিস্ট্রি বন্ধ রাখলেও ব্যবহারকারীদের কথোপকথন আগের চেয়ে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করার কথা জানিয়েছে গুগল। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, হিস্ট্রি বন্ধ থাকা অবস্থায় করা চ্যাট এবং টেম্পোরারি চ্যাট ৭২ ঘণ্টার পরিবর্তে প্রায় দুই মাস পর্যন্ত গুগলের সার্ভারে রাখা হবে।

গত ১৭ নভেম্বরে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জেমিনাইয়ের প্রাইভেসি হাবের আপডেটেড নীতিমালায় এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। গুগলের ভাষ্য, এআই সিস্টেমের সক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারকারী, প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চ্যাট হিস্ট্রি দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া ব্যবহারকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং তাদের পাঠানো ফিডব্যাক প্রক্রিয়াকরণেও এসব তথ্য কাজে লাগানো হবে। সম্ভাব্য সিস্টেম ত্রুটি দেখা দিলে তা পর্যালোচনার জন্যও চ্যাট হিস্ট্রি সংরক্ষণ করা হয় বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

তবে হিস্ট্রি বন্ধ থাকলে সংরক্ষিত কথোপকথন ব্যবহারকারীর চ্যাট তালিকায় দেখা যাবে না। গুগলের ভাষ্য, ব্যবহারকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে এসব কথোপকথনের সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টার তথ্য প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তবে টেম্পোরারি চ্যাট কিংবা হিস্ট্রি বন্ধ থাকা অবস্থায় করা কথোপকথন গুগলের এআই মডেল প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হবে না, যদি না ব্যবহারকারী সংশ্লিষ্ট কোনো ফিডব্যাক পাঠান।

কোনো উত্তরের বিষয়ে ব্যবহারকারী ফিডব্যাক পাঠালে তথ্য সংরক্ষণের নিয়ম ভিন্ন হবে। সে ক্ষেত্রে ফিডব্যাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চ্যাটের সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টার কথোপকথন, সংযুক্ত ফাইল ও অন্যান্য তথ্যও সংগ্রহ করতে পারে গুগল। এসব তথ্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত পর্যালোচকদের মাধ্যমে যাচাই করা হবে। পর্যালোচনার জন্য নির্বাচিত কথোপকথন ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারে প্রতিষ্ঠানটি। এসব তথ্য জেমিনাইয়ের সেবার মান উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এদিকে জেমিনাইয়ের তথ্য নিয়ন্ত্রণের সেটিংসেও পরিবর্তন আনছে গুগল। আগে 'কিপ অ্যাক্টিভিটি' অপশন চালু বা বন্ধ করার মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কথোপকথন চ্যাট হিস্ট্রিতে সংরক্ষণ এবং সেসব তথ্য এআই মডেল প্রশিক্ষণে ব্যবহারের অনুমতি, দুটিই একসঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। নতুন ব্যবস্থায় এ দুটি বিষয় আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ফলে ব্যবহারকারীরা চাইলে নিজেদের চ্যাট হিস্ট্রি চালু রেখেও কথোপকথন এআই মডেল প্রশিক্ষণে ব্যবহারের অনুমতি বন্ধ রাখতে পারবেন।

যারা আগে থেকেই কিপ অ্যাক্টিভিটি বন্ধ রেখেছেন, তাদের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থায় চ্যাট হিস্ট্রি সংরক্ষণ ও মডেল প্রশিক্ষণ, দুটির অনুমতিই বন্ধ থাকবে। আর যাদের অপশনটি চালু ছিল, তাদের চ্যাট হিস্ট্রি আগের মতোই চালু থাকবে।

তবে মডেল প্রশিক্ষণে কথোপকথন ব্যবহারের অনুমতি নতুন সেটিংস থেকে আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বজুড়ে জেমিনাই অ্যাপে এ পরিবর্তন চালু করা হবে বলে জানিয়েছে গুগল।

বিটিআরসির নতুন চেয়ারম্যান ওয়াহিদ-উজ-জামান



প্রযুক্তি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মেজর জেনারেল মো. ওয়াহিদ-উজ-জামান (অব.)। ১৫ নভেম্বর সরকার তাকে এ পদে নিয়োগ দেয় এবং ১৮ নভেম্বর তিনি যোগদান করেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে দীর্ঘ ৩৭ বছরের কর্মজীবনে নেতৃত্ব, প্রশাসন ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি। সেনা সদর দপ্তরের আইটি পরিদপ্তরের পরিচালক, ৮৬ স্বতন্ত্র সিগন্যাল ব্রিগেডের কমান্ডার এবং মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) কমান্ড্যান্টসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন ওয়াহিদ-উজ-জামান।

২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিটিআরসির স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালকও ছিলেন তিনি। এ ছাড়া কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি কর্মকর্তা এবং ক্রোয়েশিয়ায় জাতিসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক ও তিনটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এ কর্মকর্তা ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটিতে স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন।

ব্যাখ্যায় মাইক্রোসফট সিইও

একসঙ্গে ৬০ হাজার কর্মীকে বিদায়ের সুযোগ

প্রযুক্তি প্রতিবেদক



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের মাধ্যমে কাজের ধরন বদলে যাচ্ছে। এ পরিবর্তনের সঙ্গে কর্মীদের খাপ খাইয়ে নিতে ৬০ হাজার কর্মীকে স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাইক্রোসফট। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সত্য নাদেলা বলেছেন, কর্মীদের ওপর জোর করে ছাঁটাই চাপিয়ে না দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতেই এ উদ্যোগ। গত অক্টোবরে কর্মীদের জন্য বাইআউট বা স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দেয় মাইক্রোসফট। বুধবার ডিলবুক সামিটে সাংবাদিক অ্যান্ড্রু রস সরকিনের সঙ্গে আলোচনায় এ সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করেন সত্য নাদেলা।

মহাকাশে গতি বাড়ছে রহস্যময় এক গ্রহাণুর

প্রযুক্তি ডেস্ক



মহাকাশে অধিকাংশ গ্রহাণুর আচরণ বেশ অনুমানযোগ্য। এগুলো মহাকর্ষ বা সূর্যের বিকিরণ চাপের মতো বাহ্যিক শক্তির ধাক্কায় নির্দিষ্ট পথে ছুটে চলে। তবে ১৯৯৮ কেওয়াই২৬-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। এটি এমনভাবে গতি বাড়িয়ে চলেছে, যা একটি সুশৃঙ্খল গ্রহাণুর প্রত্যাশিত আচরণের সঙ্গে মিলছে না। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো কেওয়াই২৬ কোনো সাধারণ গ্রহাণু নয়। এটি গাঢ় বা ডার্ক কমেট বা ধূমকেতু হতে পারে, যা অদৃশ্য গ্যাস নির্গমনের কারণে ভিন্ন পথে চলছে। গ্রহাণুটির পৃষ্ঠ ও অভ্যন্তরের তাপমাত্রার একটি কৃত্রিম মডেল তৈরি করেছেন জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মহাকাশ প্রকৌশলী করবিন হ্যানসেন ও মাসাতোশি হিরাবায়াশি। সম্প্রতি ইকারাস সাময়িকীতে গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়, ১৯৫৮ কেওয়াই২৬-এ পানি বাষ্পীভবনের হার বরফ ধরে রাখার জন্য অনেক বেশি।

মহাকাশে থাকা পাথর মূলত দুটি বড় শ্রেণিতে বিভক্ত। এর একটি গ্রহাণু এবং অন্যটি ধূমকেতু। গ্রহাণু মূলত পাথরের টুকরা। অন্যদিকে ধূমকেতুতে বরফ থাকে। সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করার সময় এই বরফ গ্যাসে পরিণত হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ধূমকেতু মহাকর্ষের বল ছাড়া সামান্য বাড়তি গতি পায়। ধূমকেতুর কথা বলা হলে আমাদের মনে ভেসে ওঠে একটি চকচকে ও উজ্জ্বল আভাসম্পন্ন বস্তুর ছবি, যার পেছনে দীপ্তিময় লেজ রয়েছে। তবে সব ধূমকেতু একরকম হয় না। ডার্ক কমেট বা গাঢ় ধূমকেতুর ক্ষেত্রে তাদের ধূমকেতুসুলভ কার্যকলাপ দৃশ্যমান হয় না। সাধারণ ধূমকেতুর মতো সেগুলো গ্যাস নির্গমন করলেও দৃশ্যমান লেজ থাকে না। ফলে এগুলোকে দেখতে অনেকটা সাধারণ গ্রহাণুর মতোই লাগে।

ছোট এই গ্রহাণু প্রতি ৫ দশমিক ৩৫ মিনিটে একবার নিজের অক্ষের ওপর ঘুরছে। তাই ধারণা করা হচ্ছে, ১৯৯৮ কেওয়াই২৬ গ্রহাণুটি গাঢ় ধূমকেতুও হতে পারে। ধূমকেতুর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর বরফযুক্ত গঠন। দীর্ঘ সময় ধরে সুস্থ বরফ টিকে থাকার জন্য তাপমাত্রাকে প্রায় ১৪৫ কেলভিন বা মাইনাস ১২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকতে হয়। গবেষকরা দেখেছেন, কেওয়াই২৬-এর সবচেয়ে ঠান্ডা অঞ্চলগুলোরও সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করার সময় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অন্তত ২১২ কেলভিন বা মাইনাস ৬১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। মানুষের জন্য এটি অত্যন্ত ঠান্ডা হলেও ধূমকেতুর বরফ টিকে থাকার পক্ষে অনেক বেশি উষ্ণ। গবেষকরা হিসাব করে দেখেছেন, এই তাপমাত্রায় যদি কেওয়াই২৬-এর ভরের ১ শতাংশ জলের বরফ হতো, তবে তা মাত্র ২ হাজার বছরের সামান্য বেশি সময়ে গলে যেত। কেওয়াই২৬ গ্রহাণুকে শতকোটি বছরের পুরোনো বলে দাবি করা হলেও এটি কত বছর ধরে বর্তমান কক্ষপথে রয়েছে, তা স্পষ্ট নয়।

এবার মোবাইল নেটওয়ার্ক ছাড়াই চলবে মেসেঞ্জার

আইটি ডেস্ক

মোবাইল নেটওয়ার্কের প্রচলিত সংযোগ না থাকলেও এবার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মেসেঞ্জার ব্যবহার করা যাবে। এ সুবিধায় ব্যবহারকারীরা বার্তা পাঠানো ও গ্রহণের পাশাপাশি ভয়েস ও ভিডিও কলও করতে পারবেন। তবে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মেসেঞ্জার ব্যবহারের সুযোগ নির্ভর করবে মোবাইল অপারেটর, গ্রাহকের প্যাকেজ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার স্যাটেলাইট কভারেজের ওপর।



আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানটি। মেসেঞ্জারের তথ্য অনুযায়ী, কোনো মোবাইল ডিভাইস স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কে যুক্ত হলে অ্যাপের চ্যাট বিভাগে 'ইউ আর কানেক্টেড বাই স্যাটেলাইট' লেখা একটি বার্তা দেখা যেতে পারে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী বুঝতে পারবেন, তার ডিভাইসটি স্যাটেলাইট সংযোগ ব্যবহার করছে। তবে স্যাটেলাইট সংযোগে মেসেঞ্জার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এ ধরনের সংযোগে বার্তা পাঠানো ও গ্রহণে বিলম্ব হতে পারে। ইন্টারনেটের গতি কম কিংবা সংযোগ অস্থিতিশীল থাকতে পারে। ভয়েস ও ভিডিও কলের মান কমে যাওয়া, মাঝপথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া কিংবা কল সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থতার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া আবহাওয়ার কারণে স্যাটেলাইট সংযোগের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। বড় আকারের ছবি ও ভিডিও পাঠাতে বেশি সময় লাগতে পারে, এমনকি কখনো তা পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। সংযোগ ব্যবহারের সময় মেসেঞ্জার ধীরগতিতে কাজ করতে পারে বা সাময়িকভাবে সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারে।

স্যাটেলাইট সংযোগ পেতে যা করবেন

স্যাটেলাইট সংযোগে মেসেঞ্জার ব্যবহারে সমস্যা হলে কয়েকটি বিষয় অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই নিশ্চিত হতে হবে, সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটর স্যাটেলাইট সেবা দিচ্ছে কিনা এবং গ্রাহকের ব্যবহৃত প্যাকেজে এ সুবিধা রয়েছে কি না। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্যাটেলাইট সেবা চালু আছে কিনা, সেটিও জানতে হবে। সংযোগ পেতে খোলা জায়গায় গিয়ে আকাশের দিকে পরিষ্কার দৃষ্টিসীমা রয়েছে, এমন স্থানে অবস্থান করতে হবে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আবার চেষ্টা করা যেতে পারে। পাশাপাশি মেসেঞ্জার অ্যাপ ও মোবাইল ডিভাইসের সফটওয়্যার হালনাগাদ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?

USBD VOICE নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone

- Get your free Business number today.
- Unlimited Calling to US and Canada.
- Music on Hold.
- Virtual Auto Attendant.
- Receive and Call from anywhere in the world.
- and many more ....



*Tax and 3 years contract required.

CALL NOW 888-383-7188

Address: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

http://usbdvoice.com

রোহিঙ্গা গণহত্যায় মিয়ানমারকে দায়ী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাহিনী ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো গণহত্যা সনদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড সংঘটিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে কোনো জনগোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা, তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে গুরুতর ক্ষতিসাধন এবং ওই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ। বিচারকদের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযানের পেছনে জনগোষ্ঠীটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ধ্বংস করার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। গণহত্যার অভিযোগ প্রমাণের জন্য আন্তর্জাতিক আইনে যে বিশেষ অভিপ্রায় প্রয়োজন, আদালত তার প্রমাণ পেয়েছে। রায় ঘোষণার আগে আদালত ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্য, আন্তর্জাতিক তদন্তকারীদের প্রতিবেদন, বিভিন্ন নথিপত্র এবং অন্যান্য প্রমাণ পর্যালোচনা করে। এসব প্রমাণে দেখা যায়, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে আগুন দিয়েছে এবং বুলডোজার দিয়ে বাড়িঘর ও স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সামরিক অভিযানের সময় পুরুষ ও কিশোরদের হত্যা, নারী ও মেয়েদের ধর্ষণ এবং ব্যাপক যৌন সহিংসতার ঘটনাও ঘটেছে। আদালত আরও জানায়, সামরিক অভিযানের সময় শিশু ও নবজাতকদের ওপর চালানো চরম সহিংসতার প্রমাণও পাওয়া গেছে। এসব ঘটনা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী কাজ করেছে–এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আদালতে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালের সামরিক অভিযানে প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গা নিহত হন। উত্তর রাখাইন রাজ্যের প্রায় ৪০০টি গ্রাম আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়। ওই বছরের সামরিক অভিযান থেকে প্রাণ বাঁচাতে প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এর ফলে বাংলাদেশে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শরণার্থী সংকটের সৃষ্টি হয়। আদালত আরও বলেছে, গণহত্যা প্রতিরোধ, অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা এবং গণহত্যা সনদের বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মিয়ানমার তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া গণহত্যার তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট করার বিষয়টিও আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আইসিজের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই রায় গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গাদের জন্য একটি শক্তিশালী স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। গুতেরেস বলেন, ভয়াবহ এসব অপরাধের দায়মুক্তি যে গ্রহণযোগ্য নয়, এই রায় তারই পুনঃনিশ্চিতকরণ। তিনি আরও বলেন, মিয়ানমারে দায়মুক্তির অবসান এবং অপরাধীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা জাতীয় পুনর্মিলন ও স্থায়ী শান্তির জন্য অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক আইন এবং গণহত্যা সনদ সব রাষ্ট্রেরই মেনে চলা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে ২০১৯ সালের নভেম্বরে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আইসিজেতে মামলা করে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া। ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদ লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে দেশটি আদালতের কাছে মিয়ানমারকে দায়ী করার আবেদন জানায়। মামলাটি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের অন্যতম আলোচিত বিচারিক কার্যক্রমে পরিণত হয়। ২০২৬ সালের ১২ থেকে ২৯ জানুয়ারি মামলার মূল বিষয়ে প্রকাশ্য শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এতে উভয় পক্ষের বক্তব্য, সাক্ষ্য ও বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করে আদালত। মিয়ানমার দাবি করেছিল, ২০১৭ সালের সামরিক অভিযান ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বৈধ নিরাপত্তা অভিযান। তবে আদালত সেই যুক্তি গ্রহণ করেনি। রায়ে আইসিজে মিয়ানমারকে গণহত্যা সনদের অধীনে তার বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছে। আদালত বলেছে, গণহত্যা বা সনদে নিষিদ্ধ অপরাধে জড়িত থাকার যুক্তিসংগত সন্দেহ রয়েছে–এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কার্যকর তদন্ত করতে হবে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে তাদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে গণহত্যা সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। রায়ে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের অধিকার ও প্রত্যাবাসনের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আদালত বলেছে, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। মিয়ানমারের বেআইনি কর্মকাণ্ডের কারণে দেশের ভেতরে কিংবা দেশের বাইরে বাস্তুচ্যুত হওয়া রোহিঙ্গাদের নিজ নিজ বসতভিটায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ এবং পরিবারের সদস্যদের পুনর্মিলন নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া গণহত্যার কারণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও এর সদস্যদের যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য মিয়ানমারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং কীভাবে তা দেওয়া হবে, সে বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে আদালত। এ লক্ষ্যে রায়ে নির্ধারিত দুই বছরের মধ্যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পদ্ধতি এবং প্রত্যাবাসনসহ অন্যান্য পুনর্বাসনমূলক পদক্ষেপের বিষয়ে আদালতে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে মিয়ানমারকে। আইসিজের এই রায় চূড়ান্ত, মামলার দুই পক্ষের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক এবং এর বিরুদ্ধে আপিলের কোনো সুযোগ নেই। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে এই রায় আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর আগে ২০০৭ সালে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা বনাম সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো মামলায় আইসিজে বলেছিল, ১৯৯৫ সালের স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছিল সার্বিয়া এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতেও ব্যর্থ হয়েছিল। তবে সার্বিয়া নিজে গণহত্যা সংঘটিত করেছে বলে আদালত রায় দেয়নি। ২০১৫ সালে ক্রোয়েশিয়া বনাম সার্বিয়া মামলায় দুই দেশের পাল্টাপাল্টি গণহত্যার অভিযোগ খারিজ করে দেয় আদালত। সে ক্ষেত্রে গণহত্যার জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ের পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সেই তুলনায় মিয়ানমারের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবারের রায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই প্রথম আইসিজে সরাসরি কোনো রাষ্ট্রকে গণহত্যা সংঘটনের জন্য দায়ী করেছে। এদিকে বাংলাদেশে এখনো ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী অবস্থান করছেন।

মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার চালু খরচ ২ লাখ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যয় দুই লাখ টাকার মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে সরকার মোটামুটিভাবে সক্ষম হয়েছে।'

বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য আগ্রহী বাংলাদেশি কর্মীদের যাতায়াত ব্যয়সহ সার্বিক অভিবাসন ব্যয় কমিয়ে আনার বিষয়টিকে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও জানান তিনি। মালয়েশিয়ার সঙ্গে সে আলোচনা করে দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ পুনরায় চালুর প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আল্লাহর রহমতে সরকার এ প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করতে সক্ষম হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশি কর্মীদের বিদেশ যেতে খরচ সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সরকারের আলোচনা ও উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। এসব দেশে অভিবাসন ব্যয় দুই লাখ টাকার মধ্যে রাখা সম্ভব না হলেও অন্তত কর্মীদের সামর্থ্যের মধ্যে রাখার চেষ্টা চলছে। বিদেশে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা এবং অভিবাসন খাতে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদ সদস্য যে সমস্যাগুলোর কথা তুলে ধরেছেন, পলাতক স্বৈরাচারী শাসনামলে সেগুলো চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ওই সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই সময় গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এর ফলে কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল অথবা নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত ও সীমিত করেছিল। ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনের প্রথম ৩০ মিনিট প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্ধারিত ছিল। গত ৯ নভেম্বর জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয়। কার্য উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সংক্ষিপ্ত এ অধিবেশন আজ প্রধানমন্ত্রীর সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। বৈঠকে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, ইরান পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বিশেষ করে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে নতুন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরির সম্ভাবনা আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা কমানোর বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। তবে চীন এখনই যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় অংশ নিতে আগ্রহী নয় বলে আগে জানিয়েছে। ফলে এ বিষয়ে কোনো সমঝোতা হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

অন্যদিকে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের জন্য এই বৈঠক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাশিয়ার অবস্থান ও প্রভাব তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। ইউক্রেন যুদ্ধ, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এবং রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বৈঠকটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের জন্যও এই সম্মেলন কূটনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার দুই প্রেসিডেন্টকে চীনের মাটিতে একই বৈঠকে নিয়ে আসার মাধ্যমে বেইজিং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নিজের প্রভাব ও নেতৃত্বের সক্ষমতা তুলে ধরতে চায় বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

ইউক্রেন ইস্যুও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের উদ্বেগের কেন্দ্রে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ইউক্রেনের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই দেশটির ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় শক্তিগুলোর মধ্যে আলোচনা হতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ট্রাম্পের নির্ধারিত আলোচনায় ইউক্রেনের পরিবর্তে ইরান ও পারমাণবিক অস্ত্রের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে পারে। এদিকে শেনজেনে অচউঈ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়গুলোও আলোচনায় রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক উত্তেজনা প্রশমনের সম্ভাবনাও এ সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বিশ্লেষকদের মতে, এই বৈঠক থেকে তাৎক্ষণিক কোনো বড় চুক্তি বা সমঝোতা না এলেও তিন পরাশক্তির নেতাদের সরাসরি আলোচনার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গতিপথ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাওয়া যেতে পারে। বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এই বৈঠকের ফলাফল এবং পরবর্তী কূটনৈতিক পদক্ষেপের দিকে এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর।

আ.লীগ নিষিদ্ধ ও শেখ হাসিনার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রয়েছে কি না, এমন প্রশ্নেরও সরাসরি উত্তর দেননি দপ্তরের মুখপাত্র। লন্ডনভিত্তিক আইন সংস্থা ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সের পক্ষ থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাসপোর্ট ও এনআইডি কার্ডের জন্য দিল্লিতে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারের কাছে আবেদন জানানোর পরও বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণ জানতে চাওয়া হয়। জবাবে ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেন, এটি বাংলাদেশিদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়।

শেখ হাসিনার ঢাকায় ফেরার আগ্রহের বিষয়ে বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিশেষ অবস্থান বা ভিন্ন মতামত রয়েছে কি না, জানতে চাওয়া হলেও মুখপাত্র এ বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। বিষয়টিকে বাংলাদেশের জনগণের সিদ্ধান্তের ওপরই ছেড়ে দেন তিনি।

প্রশ্নোত্তর পর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের বিষয়টিও উঠে আসে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে কোটা সংস্কার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বৈষম্যহীন প্রশাসন ও সব মতের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবি সামনে আসে। ওই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকার ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়। বাংলাদেশে সাংবাদিকদের গ্রেফতার এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে প্রশ্ন তোলা হয়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, গত ৪ নভেম্বর একটি টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তাকক্ষ থেকে সিনিয়র সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা রয়েছে। এ ছাড়া আরও কয়েক ডজন সাংবাদিককে কয়েক মাস আগে গ্রেফতারের পর বিনা বিচারে আটক রাখার অভিযোগ তুলে গণমাধ্যমে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নজরে আনা হয়।

এ বিষয়ে দপ্তরের মুখপাত্রের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে এবং দুই দেশের স্বার্থ এগিয়ে নিতে কার্যকর ও সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী। এ ধরনের সহযোগিতা উভয় দেশের জন্যই লাভজনক বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করে। শেখ হাসিনার পাসপোর্ট, দেশে ফেরার আগ্রহ, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ এবং সাংবাদিকদের গ্রেফতারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিগত অবস্থান তুলে ধরেনি। বরং এসব বিষয়ে বাংলাদেশের জনগণের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব এবং বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার বিষয়টিই তাদের বক্তব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনার পাসপোর্ট ও এনআইডি-সংক্রান্ত আবেদন এবং তা নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ইউএনডিপির আঞ্চলিক পরিচালক কান্নি উইগ্নারাজার সঙ্গে বৈঠকে জহির উদ্দিন স্বপন বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং মসৃণ উত্তরণ কৌশল (স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি–এসটিএস) বাস্তবায়নে সংস্থাটির কারিগরি সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়ন, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কারিগরি সহায়তা বাংলাদেশের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। জবাবে কান্নি উইগ্নারাজা বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাণিজ্যসংক্রান্ত আইন আধুনিকায়ন এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে ইউএনডিপির সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, ইউএনএফপিএর কর্মসূচি বিভাগের উপপরিচালক সোয়োলতুয়া বায়ারার সঙ্গে বৈঠকে জহির উদ্দিন স্বপন জনসংখ্যা গবেষণা, নির্ভরযোগ্য জনসংখ্যা উপাত্ত সংগ্রহ এবং তথ্য-প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে সংস্থাটির সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের আহ্বান জানান। এ সময় সোয়োলতুয়া বায়ারা বাংলাদেশে মাতৃ ও প্রজননস্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, ধাত্রীসেবা সম্প্রসারণ, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং রোহিঙ্গা নারীসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও সহায়তায় ইউএনএফপিএর চলমান কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং সহযোগিতার পরিধি বাড়ানোর বিষয়ে সংস্থাটির অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। বৈঠকগুলোতে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা সংসদীয় কমিটির সদস্যদের সরকারের কার্যক্রমের ওপর কার্যকর নজরদারি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার সক্ষমতা বাড়াতে ইউএনডিপি ও ইউএনএফপিএর চলমান কর্মসূচিগুলোকে আরও সময়োপযোগী করার বিষয়ে প্রস্তাব দেন। উভয় সংস্থার প্রতিনিধিরা তাঁর এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। পাশাপাশি এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১ ডিসেম্বর থেকেই নতুন মজুরি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তৃতীয় সভার নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। সভা স্থগিত হওয়াকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের মধ্যে কোনো ধরনের সন্দেহ বা অবিশ্বাস তৈরি না করার আহ্বান জানিয়ে চেয়ারম্যান বলেন , মজুরি নির্ধারণের লক্ষ্যে বোর্ডের সদস্যরা ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম , নারায়ণগঞ্জ ও সাভারের বিভিন্ন পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেছেন । ছোট , মাঝারি ও বড় – সব ধরনের কারখানায় শ্রমিক , মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । শ্রমিকদের প্রকৃত জীবনযাত্রার ব্যয় ও পারিবারিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য আরও সরেজমিনে পরিদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে জানিয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন , '২৩ নভেম্বরের আগে আশুলিয়া ও গাজীপুরের মতো শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকদের আবাসস্থল পরিদর্শন করা হতে পারে । শ্রমিকদের বেতন কত , পরিবারের সদস্য কতজন , তাদের ওপর কতজন নির্ভরশীল এবং কী পরিস্থিতিতে তারা বসবাস করছেন – এসব তথ্য আমরা সংগ্রহ করছি । সরেজমিনে না গেলে অনেক বাস্তবতা জানা সম্ভব নয় । ”

নতুন মজুরি ঘোষণার বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করে চেয়ারম্যান বলেন , তিনি কখনোই ১ ডিসেম্বর নতুন মজুরি ঘোষণা করার কথা বলেননি । বরং নতুন মজুরি চূড়ান্ত হলে তা ২০২৬ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করার লক্ষ্য রয়েছে । গেজেট প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকবে যে বর্ধিত মজুরি ২০২৬ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে প্রাপ্য হবে । এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা বিভ্রান্তি নেই । মজুরি নির্ধারণে মালিক শ্রমিক – উভয় পক্ষের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে চেয়ারম্যান জানান , শ্রমিকপক্ষ ইতিমধ্যে কয়েকটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে । কিছু গবেষণাভিত্তিক সংগঠনও বোর্ডকে তথ্য - উপাত্ত দিয়েছে । তবে মালিকপক্ষ এখনো তাদের প্রস্তাব জমা দেয়নি । ২৩ নভেম্বরের সভায় মালিকপক্ষ প্রস্তাব দেবে বলে আশা করা হচ্ছে । চলতি নভেম্বর মাসের মধ্যেই নতুন মজুরি ঘোষণা সম্ভব কি না– এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন , মজুরি চূড়ান্ত করার আগে দুপক্ষের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা ও দর- কষাকষির প্রয়োজন রয়েছে । কোনো পক্ষের ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে তা বাস্তবায়নযোগ্য নাও হতে পারে । মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক অসন্তোষের মধ্যে ১ নভেম্বর ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করে সরকার । এরপর ৪ নভেম্বর বোর্ডের প্রথম সভায় ডিসেম্বর থেকে নতুন বেতনকাঠামো কার্যকরের ঘোষণা দেওয়া হয় । ৯ নভেম্বর দ্বিতীয় সভায় শ্রমিকপক্ষ সর্বনিম্ন ৩২ হাজার টাকার প্রস্তাব দেয় । সেদিন মালিকপক্ষ প্রস্তাব না দিয়ে সময় চায় । সেই অনুযায়ী গত সোমবারের সভায় মালিকপক্ষের প্রস্তাব দেওয়ার কথা ছিল । তবে ওই দিন সকালবেলায় সভাটি স্থগিত করা হয় ।

আ.লীগ ঠেকাতে এক হচ্ছে সব দল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্র আরও জানায় , বৈঠকে জুলাইয়ের পক্ষের সব দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করতে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন বিরোধীদলীয় নেতা। পাশাপাশি গণভোটের আলোকে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নেরও দাবি জানান তিনি। দলীয় সূত্রে জানা গেছে , আন্দোলন - সংগ্রামে থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আগামী সপ্তাহের শেষ দিকে আলোচনা ও বৈঠকে বসার পরিকল্পনা চলছে । এর অংশ হিসেবে আলোচনার রূপরেখা তৈরির পাশাপাশি বৈঠক আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সম্ভাব্য এই বৈঠকে জুলাই সনদে স্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে । এরই মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ শুরু করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির শীর্ষস্থানীয় এক নেতা গতকাল বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকাকে বলেন , আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বিএনপির একটি সম্ভাব্য বৈঠক ২৭ বা ২৮ নভেম্বর হতে পারে। বৈঠকের স্থান এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। যদিও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি আশরাফ উদ্দিন নিজান। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন , ‘ গতকাল (বুধবার) পার্লামেন্ট পার্টি মিটিংয়ে আমি বলেছিলাম , ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমরা ১৭ বছর আন্দোলন - সংগ্রাম করেছি। আগামী দিনে জাতীয় রাজনীতির যেকোনো সংকটে গণতন্ত্র এবং মানুষের কথা বলার ও বাকস্বাধীনতার অধিকার রক্ষা সকল শক্তি করতে আন্দোলনের ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং তা প্রতিহত করবে । ’ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জামায়াতের এক নেতা আজকের পত্রিকাকে বলেন , ‘ সব দলকে নিয়ে আলোচনায় বসার ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো , একটি অভিন্ন ভিত্তি বা রেফারেন্স পয়েন্ট থাকতে হবে । সেই ভিত্তি হবে জুলাই সনদ ও গণভোট । এ বিষয়ে সবাই ইতিবাচক অবস্থান নিলে বাকি বিষয়গুলোর সমাধান সহজ হয়ে যাবে । ” গতকাল ১১ দলীয় ঐক্যের বৈঠক শেষে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক জানান , বিরোধীদলীয় নেতা সরকারপ্রধানের ডাকে প্রাথমিক সাড়া দিয়েছেন। ঐক্যের প্রশ্নে সরকারও বিষয়টি অনুভব করছে এবং স্বীকার করছে । তবে ঐক্যের প্রধান ভিত্তি হতে হবে জুলাই বিপ্লবের চেতনা বাস্তবায়ন এবং গণভোটের রায় কার্যকর করা ।,

জানতে চাইলে জামায়াতের সংসদীয় দলের মুখপাত্র নাজিবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন , ফ্যাসিবাদের প্রশ্নে কোনো ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই

জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রত্যাবাসনের উপযোগী পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তাবটির কার্যকর বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আঞ্চলিক অংশীজনদের সম্মিলিত উদ্যোগ আরও জোরদার করার আহ্বান জানান বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের উৎপত্তি মিয়ানমারে এবং এর সমাধানও মিয়ানমারেই নিহিত। এদিকে, প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) উল্লেখ থাকার বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটির ওপর ভোটের আহ্বান জানায়। ভোটের ব্যাখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র জানায়, আইসিসি-সংক্রান্ত উল্লেখের বিষয়ে তাদের সাধারণ অবস্থান সব সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই একই। তবে মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

একই সঙ্গে বাংলাদেশে ১২ লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাকে দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করে যুক্তরাষ্ট্র। রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও সহযোগিতার বিষয়টিও এ প্রস্তাবের মাধ্যমে আবারও সামনে এসেছে।

ঝাউবন কেটে নির্মাণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

জানান , এসব স্থাপনা নির্মাণের জন্য বেশ কিছু ঝাউগাছ কেটে গোড়াসহ উপড়ে ফেলা হয়েছে । উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ - দুর্বিপাকে ঝাউবন সুরক্ষা দেয় উল্লেখ করে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) কক্সবাজারের সাধারণ সম্পাদক করিম উল্লাহ কলিম বলেন , ' ঝাউবন হচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের সৌন্দর্য । কার্নিভ্যাল হোক , তা চাই ; কিন্তু বন কেটে কেন করতে হবে ? ' ঝাউবন কাটা নিয়ে দুদিন ধরেই

কক্সবাজারে হোটেল শৈবালসংলগ্ন সৈকতের তীরের ঝাউগাছ কেটে রাখা হয়েছে । চলছে সমালোচনা । ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) কক্সবাজারের আহ্বায়ক ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেন , ' পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যেস - ইভেন্ট হোক , তা আমরা চাই । কিন্তু ঝাউবন কেটে পরিবেশ ধ্বংস করে উৎসব আয়োজন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । " তবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ এহসানুল কবিরের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়েছে , কার্নিভ্যাল আয়োজনের জন্য হোটেল শৈবাল এলাকার কোনো ঝাউগাছ কাটা হয়নি কিংবা বনাঞ্চলের কোনো ক্ষতি করা হয়নি । বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উড়োজাহাজের ওঠানামার নিরাপত্তার স্বার্থে এয়ার

ফানেল রুটে বন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে ঝাউগাছের ওপরের অংশ ছেঁটে ছোট করেছে । এ বিষয়ে কক্সবাজার বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক গোলাম মোর্তুজা হোসাইন বলেন , বন বিভাগের সদস্যদের উপস্থিতিতে উড়োজাহাজের ওঠানামার নিরাপত্তার স্বার্থে ঝাউবাগানের কিছু গাছের আগার অংশ কাটা হয়েছে । তবে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কোনো গাছ সম্পূর্ণ কেটে ফেলেনি । তবে কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের সদর রেঞ্জ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান জানান , এ বিষয়ে বন বিভাগের কাছ থেকে কোনো ধরনের অনুমতি নেওয়া হয়নি ।

ঝাউবন কেটে পর্যটন কার্নিভ্যাল

শেষ পৃষ্ঠার পর

এদিকে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ওঠার পর গত সোমবার বিকেলে কার্নিভ্যালের স্থল পরিদর্শনে যায় কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) কাজী তারিকুর রহমানের নেতৃত্বে বন বিভাগের একটি দল । গত মঙ্গলবার তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন , সম্প্রতি বিমান চলাচলের নিরাপত্তার স্বার্থে কিছু গাছের আগার অংশ এবং ঝড়ে পড়ে থাকা কিছু গাছ কাটা হয়েছে । কার্নিভ্যালের স্থলে কোনো গাছ কাটা হয়েছে কি না , তা তদন্ত

করে দেখছে বন বিভাগ । তিনি আরও জানান , বুধবার জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে একটি দল সরেজমিনে বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে । ঝাউবন কাটা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে এই নিয়ে সমালোচনা । খোদ স্থানীয় সংসদ সদস্য লুৎফুর রহমান কাজলও এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট দিয়েছেন । পোস্টে তিনি লিখেছেন , ' কক্সবাজার পর্যটন কার্নিভ্যালের নামে ঝাউবন নিধনকারীদের আইনের আওতায় আনা দরকার । '

জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ চাইল

শেষ পৃষ্ঠার পর

হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ এর পরিচালক সুহাস চাকমা বলেন, নিজ দেশে ফিরে আসার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং বাংলাদেশের সংবিধানেও স্বীকৃত। তিনি জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১৩(২) অনুচ্ছেদ এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির (ওঈঈচজ) ১২(৪) অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এসব বিধানে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ দেশে ফিরে আসার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

সুহাস চাকমা আরও বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের বাংলাদেশ ত্যাগ এবং পুনরায় দেশে প্রবেশের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদেও নাগরিকদের আইনের সমান আশ্রয় ও সুরক্ষার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ২০২১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের একটি রায়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, নাগরিকের চলাচলের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হলে তার আইনগত ভিত্তি থাকতে হবে এবং তা জনস্বার্থে যুক্তিসংগত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর দাবি, আইনি ভিত্তি ছাড়া নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে এ ধরনের অধিকার সীমিত করা অসাংবিধানিক হতে পারে। শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান ও প্রত্যর্পণ প্রসঙ্গে রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ জানায়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতে যান। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এবং বর্তমান সরকারও ভারতকে তাঁর প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়েছে। সুহাস চাকমার দাবি, বাংলাদেশ-ভারত প্রত্যর্পণ চুক্তিতে এমন কোনো বিধান নেই, যার মাধ্যমে প্রত্যর্পণের অনুরোধের মুখে থাকা কোনো ব্যক্তিকে পাসপোর্ট বা ভ্রমণ নথি দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা যায়। তিনি চুক্তির ২০ অনুচ্ছেদ এবং ওঈঈচজ-এর ১২(৪) অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন।

রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ এর মতে, কোনো নাগরিক নিজ দেশে ফিরতে চাইলে তার জাতীয়তা যাচাই করে পাসপোর্ট অথবা উপযুক্ত ভ্রমণ নথি দেওয়া আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সংস্থাটি মনে করে, শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ক্ষেত্রে ভ্রমণ নথি না দেওয়া তাঁর মৌলিক অধিকার বাধাগ্রস্ত করার শামিল। তবে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়টি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আইনি পরিস্থিতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে দেশে বিচারিক রায় ও প্রত্যর্পণসংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। ফলে তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে মানবাধিকার, সাংবিধানিক অধিকার, বিচারিক প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক–সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় শেখ হাসিনার দেশে ফেরার অধিকার নিয়ে রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ এর জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ চাওয়ার উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মতপ্রকাশের কারণে ১০ মাসে ভুক্তভোগী ১১১

শেষ পৃষ্ঠার পর

১৪ জন , চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ৮ জন করে এবং বগুড়ায় ৬ জন ভুক্তভোগী রয়েছেন । এইচআরএসএসের প্রতিবেদনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় , মতপ্রকাশের কারণে মামলা , হামলাসহ নানা রকম হয়রানির ঘটনায় ভুক্তভোগীদের বেশির ভাগই প্রধানমন্ত্রী , তাঁর পরিবার , সরকার ও বিএনপি নেতাদের সমালোচনা করেছিলেন । সংগঠনটির তথ্য অনুযায়ী , চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে প্রধানমন্ত্রী , তাঁর পরিবার , সরকার ও বিএনপি নেতাদের সমালোচনার কারণে ভুক্তভোগী হয়েছেন ৬২ জন , যা মোট ভুক্তভোগীর প্রায় ৫৬ শতাংশ । ধর্মীয় বিষয় ও ধর্মীয় ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বক্তব্য বা সমালোচনার কারণে ২৩ জন (২০ শতাংশ) ভুক্তভোগী হয়েছেন । জুলাই গণ - অভ্যুত্থানের সমালোচনার কারণে ১০ জন (৯ শতাংশ) , সংবাদ প্রকাশের কারণে সাতজন (৬ শতাংশ) এবং বিএনপি নেতার মানহানির অভিযোগে আরও সাতজন (৬ শতাংশ) লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন । এইচআরএসএস বলেছে , ১১ নারী ভুক্তভোগীর মধ্যে ৭ জন জুলাই আন্দোলনের সমালোচনার অভিযোগে রাষ্ট্র সংলগ্ন ফোরামের

করা জিডির আসামি হয়েছেন । পেশাগত পরিচয় জানা গেছে এমন ৮৪ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে ২৫ জন সাংবাদিক , যা মোটের ২৯ শতাংশ । সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা - কর্মীদের সংশ্লিষ্টতাই সবচেয়ে বেশি। আলোচনায় গোলটেবিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সাইবার আইনের বিতর্কিত ধারা সংশোধনের আহ্বান জানানো হয় । সভাপতির বক্তব্যে এইচআরএসএসের নির্বাহী পরিচালক ইজাজুল ইসলাম বলেন , ডিজিটাল নিরাপত্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয় । সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের নামে যেন ভিন্নমত দমন , সাংবাদিকতা নিয়ন্ত্রণ , নাগরিক হয়রানি কিংবা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সুযোগ তৈরি না হয় , তা নিশ্চিত করতে হবে । আলোচনায় অংশ নিয়ে মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন বলেন , সাইবার সুরক্ষার নামে একের পর এক আইন করা হলেও সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না । বরং এসব আইনের অপব্যবহার করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা - কর্মীরা সমালোচকদের হয়রানি করছেন । ইংরেজি সংবাদপত্র ডেইলি ওয়াদারের সম্পাদক শফিকুল আলম বলেন , সাইবার সুরক্ষা আইনে মতপ্রকাশের কারণে কারাদণ্ডের কোনো বিধান থাকা উচিত নয় । তবে ইচ্ছাকৃতভাবে কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হলে জরিমানার বিধান রাখা যেতে পারে । আলোচনায় আরও অংশ নেন ভয়েস ফর রিফর্মের সহসমন্বয়ক ফাহিম মাশরুর , নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শিব্বির আহমেদ , সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রিয়া আহসান চৌধুরী , ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জাইমা ইসলাম প্রমুখ ।

৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ইমদাদ চৌধুরী বলেন, শেখ হাসিনা তাঁর অনুপস্থিতিতে পরিচালিত বিচারপ্রক্রিয়ায় দেওয়া রায়কে চ্যালেঞ্জ করতে চান। এ জন্য দেশে ও বিদেশে আইনজীবী নিয়োগ এবং আপিল পরিচালনার নিশ্চয়তার পাশাপাশি নিজের নিরাপত্তার বিষয়টিও তিনি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ইমদাদ চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী, শেখ হাসিনা শিশু হত্যাসহ বিভিন্ন অন্যায় ও অনিয়মের অভিযোগে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বিচার দাবি করেছেন। পাশাপাশি তিনি বিপদগ্রস্ত নেতা-কর্মীদের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সহিংসতার শিকার পরিবারগুলোকে বিচার দাবিতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

সাক্ষাৎ শেষে ইমদাদ চৌধুরী বলেন, শেখ হাসিনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক দেখেছেন। তাঁর ভাষায়, 'নেত্রীকে চব্বিশের জুলাইয়ের আগের মতোই দেখলাম।' ইমদাদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীসহ আরও কয়েকজন। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে নয় সদস্যের আরেকটি প্রতিনিধিদলও শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে জানান ইমদাদ।

তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কমোডিয়া, লন্ডন ও বাংলাদেশ থেকেও আওয়ামী লীগের তিন নেতা ওই সময় দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাতের পরিবেশ সম্পর্কে ইমদাদ চৌধুরী বলেন, গণভবনে শেখ হাসিনা যেভাবে নেতা-কর্মীদের আপ্যায়ন করতেন, এবারও তাঁর সঙ্গে একই ধরনের পরিবেশে সবাই একসঙ্গে খাবার গ্রহণ করেছেন। ইমদাদ আরও জানান, শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণাকে সামনে রেখে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাঁর সফরসঙ্গী হতে আগ্রহীদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে শেখ হাসিনাকে অবহিত করেছেন তিনি ও সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল। এদিকে, গত দুই বছরে নিউইয়র্ক থেকে নয়াদিল্লি গিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, ড. প্রদীপ কর ও অ্যাডভোকেট শাহ বখতিয়ারসহ যুক্তরাষ্ট্রের আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ হাসিনার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৩ নভেম্বর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন এবং তাঁকে সামরিক বিমানে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে করা প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেননি। তিনি বলেন, ভারতের পক্ষ থেকে যে আইনি বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে, তা মূলত প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়াসংক্রান্ত।

ব্যয় ৪ হাজার কোটি

শেষ পৃষ্ঠার পর

পর্যালোচনায় এবং নকশার সীমাবদ্ধতা দূর করতে ওভারপাস , আন্ডারপাস , ফ্লাইওভার ও পথচারী আন্ডারপাস যুক্ত হচ্ছে । নতুন কিছু অবকাঠামো যুক্ত হওয়ায় ব্যয় আগের চেয়ে প্রায় ২৩ শতাংশ বাড়ছে । তবে প্রকল্পের মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৯ কিলোমিটার সড়ক , সেতু ও ফ্লাইওভার নির্মাণ বাবদ ব্যয় বাড়ছে না । মূল প্রকল্পে দুই লেনের এই মহাসড়ককে উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ছয় লেনে উন্নীত করা পরিকল্পনা ছিল । সংশোধিত ডিপিপিতে মহাসড়কের দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত রয়েছে । এতে ১৭ টি ফ্লাইওভার ও রেল ওভারপাস , যানবাহন চলাচলের ২২ টি আন্ডারপাস , হালকা যানের জন্য ৩৪ টি আন্ডারপাস , ৮৯ টি পথচারী আন্ডারপাস , ১৫ টি ক্যাটল আন্ডারপাস এবং ২ টি বন্য প্রাণী আন্ডারপাস নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে । এ ছাড়া ফুটওভার ব্রিজের সংখ্যা ২৬ টি থেকে বাড়িয়ে ৪৫ টি করার প্রস্তাব রয়েছে । মূল ডিপিপিতে ফ্লাইওভার ও রেল ওভারপাস ছিল ১৩ টি । প্রকল্পের নথিতে বলা হয়েছে , সংশোধিত নকশা বাস্তবায়িত হলে ঢাকা (কাঁচপুর) থেকে সিলেট যেতে সময় লাগবে প্রায় তিন ঘণ্টা । বিদ্যমান নকশার তুলনায় ভ্রমণের সময় গড়ে দুই ঘণ্টা কমবে । পাশাপাশি যানবাহনের গতি , সড়কের সক্ষমতা ও যাত্রার সময়ের নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে । দুর্ঘটনার প্রবণতা এবং বায়ুদূষণও কমবে । নথি অনুযায়ী , ২০১৫ সালে মূল নকশা প্রণয়ন এবং ২০২০ সালে তা পর্যালোচনা করা হয় । ব্যয় কমাতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় সুপারিশ করা ২২ টি ওভারপাস ও ২৭ টি আন্ডারপাস বাদ দেওয়া হয়েছিল । এতে মহাসড়কে নিরাপদে পারাপার ও যানবাহনের দিক পরিবর্তনের সুযোগ সীমিত হওয়ার

এক্সপ্রেসওয়ে হচ্ছে ঢাকা - সিলেট ব্যয় বাড়ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি যানবাহনের কাঙ্ক্ষিত গতি অর্জনেও ঝুঁকি তৈরি হয় । এ পরিস্থিতিতে ' ভ্যালু অ্যাডিশন ইন রোড সেফটি ' (ভিএআরএস) নামে পরামর্শক সেবা যুক্ত করা হয় । যানবাহন চলাচলের তথ্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামত বিশ্লেষণ করে গুরুত্বপূর্ণ মোড় , বাজার , শিল্পাঞ্চল ও অর্থনৈতিক অঞ্চলে নিরাপত্তা অবকাঠামো নির্মাণের সুপারিশ করা হয় । এসব সুপারিশ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) পর্যালোচনা করে । পরে ২০২৫ সালে অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় সড়ক নিরাপত্তার সঙ্গে আপস না করার মত আসে । সংশোধিত প্রকল্পে প্রতি ৫০০ মিটারে পথচারী পারাপারের ব্যবস্থা , স্থানীয় ও ধীরগতির যানবাহনের জন্য প্রতি ৮০০ মিটারে এবং ভারী যানবাহনের জন্য প্রতি ৪ কিলোমিটারে ইউটার্ন রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে । এ ছাড়া মহাসড়কে নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও বহির্গমন , ফুটপাত , সার্ভিস লেন , উঁচু নিউ জার্সি ব্যারিয়ার , বাস বে , ট্রাক লে- বাই এবং সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও রিকশার স্ট্যান্ড নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে ।

ভূমি অধিগ্রহণে ধীরগতি , বাড়ছে প্রকল্পের মেয়াদ প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবের অন্যতম কারণ ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরে ধীরগতি । প্রকল্পের নথি অনুযায়ী , ২০১৮ সালে অনুমোদিত সহায়ক প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে । এখন পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি ৫৫ শতাংশ এবং ইউটিলিটি স্থানান্তর হয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। ফলে ঠিকাদার নিয়োগের পরও মাঠপর্যায়ে নির্মাণকাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া করোনা মহামারি , লকডাউন ও সীমিত দাপ্তরিক কার্যক্রমের কারণে প্রথম দেড় বছর কাজ ব্যাহত হয় । প্রকল্পের নথিতে বলা হয়েছে , ২০২০ সালের পর ঢাকা - সিলেট মহাসড়কে বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি । এতে সড়কের ওপরের স্তরসহ কোথাও কোথাও বেস লেয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ায় আরও দুই বছর বিদ্যমান মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এ খাতের ব্যয়ও সংশোধিত ডিপিপিতে যুক্ত হয়েছে । সংশোধিত প্রস্তাবে সরকারের অর্থায়ন ৩ হাজার ৬৭৩ কোটি ৮৯ লাখ টাকা থেকে বেড়ে ৫ হাজার ৩ কোটি ৮২ লাখ টাকা হচ্ছে। এদিকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়ন ১৩ হাজার ২৪৪ কোটি ৬৮ লাখ থেকে বেড়ে ১৫ হাজার ৯৫০ কোটি ২৫ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এ জন্য ঋণচুক্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে না। ভ্যাট , কর ও প্রশাসনিক ব্যয় বহন করবে সরকার। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে একনেকে অনুমোদন পাওয়া প্রকল্পটি ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার কথা ছিল । সংশোধিত প্রস্তাবে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে । জমি অধিগ্রহণ প্রকল্পের মেয়াদও ২০২৩ থেকে বাড়িয়ে প্রথমে ২০২৫ এবং পরে ২০২৭ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে । সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো . মনিরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন , বাজেটের সীমাবদ্ধতার কারণে ঢাকা - সিলেট মহাসড়কের মূল নকশা থেকে কিছু প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বাদ দেওয়া হয়েছিল । তবে সড়ক নিরাপত্তা নিরীক্ষায় সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়েছে । সরকার অনুমোদন দিলে এসব অবকাঠামো প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ।

অন্যথায় কিছু জায়গায় যানজটের আশঙ্কা থাকবে। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ২০২৯ সালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলে তাঁরা আশাবাদী। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মহাসড়কটি এক্সপ্রেসওয়েতে রূপ নেবে । সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের ব্যয় - সুবিধা অনুপাত (বিসিআর) ১ দশমিক ৮ থেকে বেড়ে ৩ দশমিক ৪৩ এবং অর্থনৈতিক অভ্যন্তরীণ মুনাফার হার (আইআরআর) ১৮ দশমিক ১৮ থেকে ২৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ হবে । পাশাপাশি ৫ লাখ গাছ রোপণ , ২০৯ কিলোমিটার সড়কে সিসিটিভিসহ আইটিএস স্থাপন ও ভেটিভার প্রযুক্তিতে মাটি সংরক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে ভূমি অধিগ্রহণ , ইউটিলিটি স্থানান্তর ও ডিপিপি অনুমোদন বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে জমি পাওয়া ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার এলাকায় বিভিন্ন অবকাঠামোর কাজ চলছে।

নাগরিকত্ব থাকলেই শেখ হাসিনা পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকারী নন: শামা

ঢাকা

বাংলাদেশের নাগরিক হলেই যে কেউ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকারী হন না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে দ্বিপক্ষীয় প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে শামা ওবায়েদ বলেন, "বাংলাদেশের নাগরিক হলেই আপনি বাংলাদেশের পাসপোর্ট পাবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই। কেউ যদি দণ্ডিত অপরাধী হন, তাহলে তাঁকে পাসপোর্ট দিতে বাংলাদেশ সরকার বাধ্য নয়।"

তিনি বলেন, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব থাকলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকার তৈরি হয় না। বিশেষ করে কেউ অপরাধে দণ্ডিত হলে বিষয়টি ভিন্নভাবে বিবেচিত হয়। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ওই রায়ের পর শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশ একাধিকবার কূটনৈতিক চ্যানেলে ভারতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। শামা বলেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। সেই চুক্তির আওতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একাধিকবার ভারতকে চিঠি দিয়েছে।"

তিনি আরও জানান, শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার আইনি প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন কারিগরি বিষয় পর্যালোচনা করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো কাজ করছে। সরকার প্রত্যাশা করছে, বিদ্যমান প্রত্যর্পণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়া রায়ের আইনি পরিণতি কার্যকর করা সম্ভব হবে। শামা ওবায়েদ বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী অন্য যেকোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির মতো তিনিও এখানে আসবেন এবং তাঁর সাজা ভোগ করবেন।"

শেখ হাসিনাকে অন্য কোনো উপায়ে, যেমন ট্রাভেল পাসের মাধ্যমে দেশে ফেরার সুযোগ দেওয়া হবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তি ব্যবহার না করার কারণ নেই। তিনি বলেন, "ভারত কেন প্রত্যর্পণ চুক্তির সুবিধা নেবে না? এই চুক্তি তো রয়েছেই।"

শামার মতে, এ চুক্তির আওতায় সহযোগিতা বাড়লে ভারতে অবস্থানরত ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত বা দণ্ডিত বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার পথও সহজ হবে। শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরানোর ক্ষেত্রে ভারত কোনো শর্ত দিয়েছে–বিশেষ করে আপিলের সুযোগ বা নতুন করে বিচারের নিশ্চয়তা চেয়েছে–এমন খবরের বিষয়ে জানতে চাইলে শামা বলেন, এ ধরনের কোনো আনুষ্ঠানিক বার্তা বাংলাদেশ পায়নি।তিনি বলেন, "এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের এমন কোনো আলোচনা হয়নি।"

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ওপর শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যুর প্রভাব নিয়ে প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক শেখ হাসিনার বিষয়টির চেয়ে অনেক বিস্তৃত। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক শেখ হাসিনার চেয়ে অনেক বড় বিষয়।"

দ্বিপক্ষীয় অমীমাংসিত বিষয়গুলো কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। এদিকে বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের কনস্যুলার সংলাপ বাতিল করা হয়নি, বরং পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে আয়োজনের জন্



কানাডার প্রবাসী পত্রিকার আয়োজনে নিউইয়র্কে মতবিনিময় ও প্রীতিভোজ

হুমায়ুন কবীর ঢালী

গত দুদিন ধরেই প্রকৃতি সেজেছিল এক বিষণ্ণ অথচ স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে। আকাশজুড়ে ছিল মেঘের আনাগোনা, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর হিমেল ঠান্ডা বাতাস। প্রবাসের যান্ত্রিক জীবনের মাঝে এমন ভেজা আবহাওয়া যেন এক অদ্ভুত নস্টালজিয়া তৈরি করে। ঠিক এই সময়েই কানাডা থেকে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছালেন কানাডা থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় সংবাদপত্র 'দৃগ্ধ প্রবাসী'র প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক মনিরুজ জামান এবং বিশিষ্ট সম্পাদক ও কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল।

দুলাল ভাই আমার দীর্ঘদিনের বড় ভাই এবং প্রাণের বন্ধু। দুলাল ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয়ের পরিধি তিন দশকেরও বেশি সময়ের। তবে 'দৃগ্ধ প্রবাসী'র প্রধান সম্পাদক, সফল ব্যবসায়ী ও নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী মনিরুজ জামান ভাইয়ের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে সম্প্রতি–নভেম্বরের ১১ তারিখে, এক বুধবারের সন্ধ্যায়। দুলাল ভাই অবশ্য দুদিন আগেই জানিয়েছিলেন তাঁদের এই নিউইয়র্ক সফরের কথা। জামান ভাই মূলত তাঁর ব্যবসায়িক কাজে এসেছেন এবং তাঁর এই দীর্ঘ যাত্রার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে সঙ্গে রয়েছেন কবি ও সম্পাদক দুলাল ভাই।

সেদিন সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আমেজে আমরা চারজন মিলে চুটিয়ে আড্ডা দিলাম জ্যাকসন হাইটসের পরিচিত সেই 'আড্ডা রেস্টুরেন্টে'। অনেকেই হয়তো মনে মনে ভাববেন, চারজন মানুষ একসঙ্গে বসে আড্ডা জমানোর হিসাবটা কীভাবে মিলল! আসলে, জামান ভাই নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে সফরসকারী তাঁর পুরোনো বন্ধু লেনিনকেও সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন সেই অন্তরঙ্গ আড্ডার মাঝেই তাঁরা একটি সুন্দর প্রস্তাব রাখলেন। তাঁরা জানালেন, নিউইয়র্কে যাঁরা নিয়মিত লেখালেখি ও সাংবাদিকতা চর্চার সাথে যুক্ত আছেন, এমন ১০-১২ জন প্রথিতযশা লেখক ও সাংবাদিককে নিয়ে একটি ঘরোয়া প্রীতি সভার আয়োজন করতে চান। আর এই আয়োজনের পুরো দায়িত্বটা তাঁরা আমার কাঁধেই অর্পণ করলেন।

তাঁদের অনুরোধ ও আগ্রহকে সম্মান জানিয়ে দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হলো–১৩ নভেম্বর, শুক্রবার, ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে আটটায়। স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হলো সেই পরিচিত 'আড্ডা রেস্টুরেন্ট'-কেই। মূলত তাঁদের এই নিউইয়র্ক আগমনকে কেন্দ্র করে প্রবাসী মননের একটি মিলনমেলা ঘটানোই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

নিউইয়র্ক শহরে আমাদের পরিচিত মুখ ও শুভানুধ্যায়ীদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। আর যদি সমমনা সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের কথা বলি, সে সংখ্যা তো মোটেও ১০-১২ জনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। তবুও, ব্যস্ততম এই শহরে যাদের সাথে প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়, যাদের সাথে আড্ডার টেবিলে আবর্তিত হয় বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ নিয়ে নানা ভাবনা–এমন জনাকয়েক স্বজন ও বন্ধুকে ফোন ও মেসেজের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানিয়ে দিলাম। আমন্ত্রণ রক্ষা করতে তাঁরাও এলেন নির্দিষ্ট সময়ে। একে একে আড্ডার টেবিলে হাজির হলেন কৃতি ব্যক্তিত্বরা। এলেন সাপ্তাহিক 'জাগো প্রহরী'র সম্পাদক ও প্রকাশক মাহাবুবুর রহমান, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব শাবান মাহমুদ, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান বার্তা সম্পাদক ও ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার সাজ্জাদ হোসেন সবুজ, অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'খবর ডটকম'-এর প্রকাশক, সম্পাদক ও লেখক শিবলীর আহমেদ, জাগো প্রহরীর সহকারী সম্পাদক মো. আবুল কাশেম, 'প্রজ্ঞা' পত্রিকার সম্পাদক উত্তম কুমার সাহা, সাপ্তাহিক 'ঠিকানা'র বার্তা প্রধান শহীদুল ইসলাম, নালন্দা'র প্রকাশক রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল, মোহাম্মদ আবীর এবং লেনিন।

এ ছাড়াও, আমাদের মূল আনুষ্ঠানিক আড্ডা শুরু হওয়ার পূর্বেই পূর্বনির্ধারিত ব্যস্ততা ও অন্যান্য তাড়ার কারণে জামান ভাই ও দুলাল ভাইয়ের সাথে সংক্ষিপ্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ সেরে বিদায় নেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, 'বাংলা গেজেটে'র সম্পাদক লাভলু আনসার, সাপ্তাহিক 'সন্ধান' সম্পাদক সঞ্জিবন সরকার এবং 'এটিএন বাংলা ইউএসএ'-র বার্তা সম্পাদক কানু দত্ত। নির্ধারিত সময়ে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে আড্ডার পরিবেশ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। সভার শুরুতে আড্ডার মধ্যমণি মনিরুজ জামান উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের সাথে পরিচিত হন। এর পরেই শুরু হয় বাঙালির আবহমানকালের চিরাচরিত প্রাণখোলা আড্ডা ও মননশীল আলোচনা। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে প্রবাস জীবন এবং মাতৃভূমির বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চালচিত্র। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিটি মানুষের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে গভীর উদ্বেগ। রাজনৈতিক অস্থিরতা, মবসন্ত্রাস, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, লাগামহীন দুর্নীতি এবং আইনের অপব্যবহার নিয়ে উপস্থিত প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ, 'দৃগ্ধ প্রবাসী'র প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক মনিরুজ জামান অত্যন্ত আবেগঘন ও গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলেন,

> "আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাস করি না কেন, নিজ জন্মভূমির প্রতি আমাদের যেমন রয়েছে অপার ভালোবাসা, তেমনই রয়েছে এক গভীর দায়বদ্ধতা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অদম্য নেতৃত্বে পরাধীনতার রক্তক্ষয়ী শৃঙ্খল ভেঙে আমরা অর্জন করেছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। অথচ আজ বড় দুঃখের সাথে আমাদের দেখতে হচ্ছে–চব্বিশের ৫ আগস্টের পর এই স্বাধীন দেশের মাটিতে জাতির জনকের ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হয়েছে, ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর বাড়িটি বুলডোজার দিয়ে মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন সুপরিকল্পিতভাবে মুছে ফেলা হচ্ছে, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান ও নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আজ চাঁদাবাজি ও নানামুখী হয়রানির শিকার হয়ে দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তারা যেন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' পরিস্থিতিতে পড়েছেন। অতীতে দেশের প্রায় প্রতিটি সরকারই কমবেশি উন্নয়ন করেছে, কিন্তু বিগত পনেরো বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর এবং তা সারা বিশ্বের দরবারে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। অথচ ৫ আগস্টের পর সেই উন্নয়নের বহু অর্জনই রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়ে ধ্বংস করা হয়েছে, যা আমাদের মতো দেশপ্রেমিক মানুষের হৃদয়ে গভীর রক্তক্ষরণ ঘটায়।"

জামান ভাইয়ের পর জাগো প্রহরীর সম্পাদক সাংবাদিকতা ও পত্রিকা প্রকাশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও ইচ্ছার কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমি দেশে থাকতেই এই পত্রিকা প্রকাশ শুরু করি। আমেরিকা আসার পর কিছুদিন বন্ধ ছিল। কিন্তু যখন দেখলাম আমাদের কথা, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের কথা, জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা কোনো পত্রিকা বলছে না, তখন আবারো জাগো প্রহরী প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হলাম এবং প্রকাশ শুরু করলাম।"

কথামালার ক্যানভাসে যোগ দেন সম্পাদক ও কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল। তিনি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর দীর্ঘ সাধনার লেখালেখির কথা এবং তার ফলে স্বাধীনতা বিরোধীদের দ্বারা বারবার হেনস্তা ও নিগৃহীত হওয়ার স্মৃতি রোমন্থন করেন। তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমি যখন লেখালেখি শুরু করি, সে সময়টা খুব সহজ ছিল না। তখন অনেকেই বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কলম ধরার নূন্যতম সাহস পেত না। কিন্তু আমি প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেই লিখে গেছি। আমার লেখনীর মাধ্যমে বারবার এই দেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের আসল মুখোশ উন্মোচন করার চেষ্টা করেছি। কানাডায় পালিয়ে থাকা কুখ্যাত খুনি নুর চৌধুরীর বাসার গেটেও আমি জুতা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানাতে পিছপা হইনি।" এরপর একে একে আলোচনায় অংশ নেন বিএফইউজে মহাসচিব শাবান মাহমুদ। তিনি তাঁর স্কুলজীবন থেকে শুরু করে ছাত্র রাজনীতির সোনালী দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করেন। জানান, কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিকতার পবিত্র ব্রতকে তিনি লালন করে গেছেন। ওয়াশিংটন দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার সাজ্জাদ হোসেন সবুজ তাঁর দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের দিনগুলো, সাংবাদিকতার বর্ণাঢ্য পথচলা এবং পরবর্তীতে সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। এভাবেই একে একে টেবিলে উপস্থিত প্রত্যেকেই মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। সবার বক্তব্যের মূল সুর এবং আশাবাদের বাণী একটাই–মাতৃভূমিকে ভালোবেসে নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আবার একটিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং দেশবিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।ত সোয়া দশটা পর্যন্ত চলা এই মননশীল আড্ডা ও প্রীতি সংলাপের আনুষ্ঠানিক ইতি ঘটে সবার অংশগ্রহণে আয়োজিত এক সুস্বাদু প্রীতিভোজের মধ্য দিয়ে।



লন্ডনে আ.লীগ-এনসিপি সংঘর্ষ, আহত চার

লন্ডন

যুক্তরাজ্যের লন্ডনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলামকে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে আওয়ামী লীগ ও এনসিপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে এনসিপি। আহত কয়েকজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের বরাতে জানা গেছে, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন কিংস কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) স্থানীয় সময় রাত ১০টার দিকে পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ড এলাকায় মেফেয়ার হলের সামনে ও পেছনের সড়কে এ সংঘর্ষ ঘটে। অনুষ্ঠান শেষে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও প্রায় ২০ মিনিট ধরে হাতাহাতি হয়। এ সময় সড়কে পার্ক করা কয়েকটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লন্ডন পুলিশ কয়েক দফা লাঠিচার্জ করে। প্রত্যক্ষদর্শী ও আয়োজকদের ভাষ্য অনুযায়ী, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আসা অতিথিদের লক্ষ্য করে হলের বাইরে অবস্থান নেওয়া আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা ডিম ও পানির বোতল ছোড়েন।

পরে তাঁরা অতিথিদের ওপর চড়াও হন। অনুষ্ঠান শেষে পরিস্থিতি সংঘর্ষে রূপ নেয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর যুক্তরাজ্য সফরে যাওয়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ছাত্রনেতাদের বিভিন্ন কর্মসূচি ঘিরে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বিক্ষোভ ও বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ শনিবার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও নাহিদ ইসলামকে হেনস্তার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। এর আগে লন্ডনে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর সফর ঘিরেও বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল।



সম্প্রীতির বন্ধনে সার্কেল নিউইয়র্ক ৮৩-৮৫'র ফ্রেন্ডস এ্যান্ড ফ্যামিলি নাইট

নিউইয়র্ক

সার্কেল নিউইয়র্ক ৮৩-৮৫ ফেন্ডস এবং ফ্যামিলি নাইট 'আনন্দ ও সম্প্রীতির মিলনমেলা' ৭ নভেম্বর জামাইকায় একটি পার্টি হলে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত অবধি এই ফ্যামিলি নাইট বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরিবারের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পরিণত হয় এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে যারা ১৯৮৩ সালে এস এস সি এবং ১৯৮৫ সালে এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের নিয়ে সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের এপারে প্রবাসে আমেরিকায় বসবাসরত বন্ধুদের নিয়ে গঠিত হয়েছে এই সংগঠন।

বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রবাস-জীবনের নানা ব্যস্ততার মাঝে এমন আয়োজন পুরোনো বন্ধুত্বকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে, পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ়? করে এবং পরিবারগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে। হাসি, আড্ডা, স্মৃতিচারণ ও আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে সময়টুকু হয়ে ওঠে অত্যন্ত উপভোগ্য ও স্মরণীয়। মঞ্জুরুল হক মঞ্জু ও নাজ রহমানের সঞ্চালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য দেন পাপ্পু। এ সময় অসুস্থ সদস্য এবং তাদের পরিবারের জন্য দোয়া করা হয়। কোরান তেলাওয়াত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠা?নের সুচনা হয়। তেলাওয়াত কর্?রেন মিরাজ। গীতা পাঠ কর্?রেন দেব্?ব্রত। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে বন্ধু পাপ্পী এবং তাদের সন্তানেরা। অনুষ্ঠানে কর্?বিতা আবৃত্তি, গান ,যাদু প্রদর্শন করা হয়। প্রথম পর্ব পরিচালনা করে ছোট ফাইজা ও নবনী। এরপর উত্তরীয় পরিয়ে সবাইকে স্টেজে আনা হয় এবং গ্রুপ ছবি তোলা হয়। সবার অংশগ্রহনের সাথে সঙ্গীতের মুছর্নায় এক অবর্ননীয় আবহ তৈরী করেন বন্ধু দেব এর পুত্র অর্ক এবং কৌশিক এর কন্যা কৃত্তিকা । বড়দের পরিবেশনায় আবৃত্তি করেন ডাঃ আনিস, শাহীনা কেয়া, এবং সিকদার। সঙ্গীত পরিবেশন করে রুবন বিল্লুর, সৈয়দ করিম লাভলু,মঞ্জুরুল হক মঞ্জু, দেবব্রত ও তার স্ত্রী। যাদু প্রদর্শন করে মঞ্জু। পাঁচ কাপলকে নিয়ে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়।

ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সফল করতে নিউইয়র্কে গণসংযোগ ও পথসভা

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে প্রবাসীদের মধ্যে জনমত গঠন এবং সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এ সমাবেশ ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে আওয়ামী লীগের সাবেক উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, সাবেক সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু, সাবেক প্রেস মিনিস্টার শাবান মাহমুদ এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা প্রদীপ রঞ্জন কর অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মহিউদ্দিন দেওয়ান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্যসচিব শেখ আতিকুল ইসলাম ও নুরুজ্জামান সর্দার।

সমাবেশে বক্তারা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে সামনে রেখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আগামী ডিসেম্বরকে সামনে রেখে প্রবাসে জনসংযোগ, প্রচারণা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানান তাঁরা। এ সময় উপস্থিত নেতাকর্মীরা 'শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে', 'চলো চলো, ঢাকা চলো'সহ বিভিন্ন স্লোগানে সমাবেশস্থল মুখরিত করে তোলেন। ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে সর্বাত্মক সফল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে সামনে রেখে প্রবাসী



বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রচারণা ও জনসংযোগ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যেই এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমাবেশে সম্প্রতি গোপালগঞ্জে ঘটে যাওয়া ঘটনারও তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। বক্তারা ওই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁরা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, আব্দুর রাহিম বাদশা, হিন্দাল কাদের বাপ্পা, স্বীকৃতি বড়ুয়া, নাজিম উদ্দিন, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।



USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

গোপালগঞ্জে থমথমে পরিস্থিতি, জনমনে আতঙ্ক

গোপালগঞ্জ

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ, হামলা ও সহিংসতার ঘটনার পরও গোপালগঞ্জের পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। সোমবার নতুন করে কোনো বিক্ষোভ বা সহিংসতার ঘটনা না ঘটলেও জেলা শহরসহ বিভিন্ন উপজেলায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও মোড়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী (এসআরবি) ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। আতঙ্কে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না সাধারণ মানুষ।

রোববারের হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। হামলার আশঙ্কায় অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে আত্মীয়স্বজনের বাসায় আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জেলা বিএনপির নেতারা। গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শরীফ রফিকুজ্জামান বলেন, বিশেষ করে গোপালগঞ্জ শহর ও টুঙ্গিপাড়ার নেতাকর্মীরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন।

তিনি হামলা ও সহিংসতায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। তবে সোমবার দুপুর পর্যন্ত এ ঘটনায় কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি। জেলা পুলিশের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

রোববারের সহিংসতার পর বিকেলেই গোপালগঞ্জে ছয় প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়। সোমবার আরও চার প্লাটুন সদস্য যুক্ত হওয়ায় জেলায় মোট ১০ প্লাটুন বিজিবি দায়িত্ব পালন করছে। বিজিবি সদর দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গোপালগঞ্জের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে বিজিবি সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চাহিদা ও পরামর্শ অনুযায়ী বিজিবি সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলা ও দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয়সংখ্যক আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলেও জানিয়েছে বাহিনীটি।

মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারী বিজিবি সদস্যদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে বডি-ওর্ন ক্যামেরা। পাশাপাশি ড্রোন ও অন্যান্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের সরাসরি ভিডিও সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

বিজিবি সদর দপ্তরের মনিটরিং সেল থেকে সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ



করা হচ্ছে, যাতে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। পুলিশ ও বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যদেরও জেলার বিভিন্ন সড়ক ও মহাসড়কে টহল দিতে দেখা গেছে। তবে নিরাপত্তা জোরদার করা হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক কাটেনি। শহরের রাস্তায় মানুষের উপস্থিতি তুলনামূলক কম। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খোলা থাকলেও বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কম বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

এদিকে, জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপারের (এসপি) পর এবার গোপালগঞ্জের তিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) বদলি করা হয়েছে। ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি মোস্তাফিজুর রহমানের সই করা এক চিঠিতে বদলির আদেশ দেওয়া হয়। বদলি হওয়া কর্মকর্তারা হলেন টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি আইয়ুব আলী, কোটালীপাড়া থানার ওসি রিয়াদ মাহমুদ এবং কাশিয়ানী থানার ওসি মাহফুজুর রহমান। তাঁদের কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন থানায় পদায়ন করা হয়েছে।

এর আগে গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক আরিফ-উজ-জামান ও পুলিশ সুপার মো. হাবীবুল্লাহকে বদলি করা হয়। তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক জিএম সরফরাজ এবং ফেনীর পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার। রোববার গোপালগঞ্জ শহরে দিনভর বিক্ষোভ মিছিল, অগ্নিসংযোগ এবং বিএনপি নেতাদের বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এ সময় গ্রামীণ ব্যাংকের একটি স্থাপনায় আগুন দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। টুঙ্গিপাড়ায় পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় করা মামলার বাদী উপপরিদর্শক (এসআই) মোসলেম আলীকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, এসব ঘটনার সঙ্গে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা জড়িত।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আগামী ১৯ নভেম্বর দেশে 'লকডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে দেওয়ার দাবিতে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। কর্মসূচির প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই রোববার গোপালগঞ্জ শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা। ওই মিছিল থেকেই পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ রয়েছে।

রোববারের সহিংসতার পরপরই জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও কয়েকটি থানার ওসির পদে রদবদল করা হয়েছে। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ভবিষ্যতে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করলে সরকার কঠোর অবস্থান নেবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

এদিকে, রোববার বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দলীয় সূত্রের দাবি, ডিসেম্বরকে সামনে রেখে রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠে সক্রিয় থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ওই বৈঠকে।

সব মিলিয়ে প্রশাসনিক রদবদল, অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন এবং অভিযান অব্যাহত থাকলেও গোপালগঞ্জে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরেনি। বিশেষ করে হামলার আশঙ্কায় বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়া এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক জেলার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।



অভিমত প্রকাশে উন্মুক্ত দৈনিক

তরুণ কণ্ঠ

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ E-mail: torunkanthabd@gmail.com
www.dailytorunkantho.com
e.dailytorunkantho.com

LiveNewsbangla.com

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

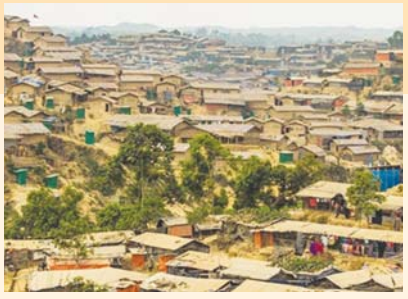
ই-মেইলঃ editorlivenewsbangla@gmail.com
infolivenewsbangla@gmail.com

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com
রেজি: ডিএইস ৭৩৩৯৬১৭ ■ বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৭
৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ ■ ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪৮
২০ নভেম্বর ২০২৬ ■ শুক্রবার

শেষ পৃষ্ঠা

রোহিঙ্গা সংকট

জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস, দ্রুত প্রত্যাবাসন চায় বাংলাদেশ



- রোহিঙ্গাদের ব্যাপক বাস্তুচ্যুতির নয় বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে কোনো অর্থবহ অগ্রগতি হয়নি ■ রাষ্ট্রদূত
- দীর্ঘস্থায়ী সংকট বাংলাদেশের অর্থনীতি সমাজ, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করছে ■ রাষ্ট্রদূত

শিব্বীর আহমেদ, *নিউইয়র্ক*

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বিপুল সমর্থনে গৃহীত হয়েছে। ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নেতৃত্বে উত্থাপিত বার্ষিক এ প্রস্তাবের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ, ন্যায়বিচার নিশ্চিত এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি নতুন করে আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তাবটি গ্রহণের আগে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূত শঞ্চিতা হক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে চলমান রোহিঙ্গা সংকটের জরুরি ও টেকসই সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, রোহিঙ্গাদের ব্যাপক বাস্তুচ্যুতির নয় বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে কোনো অর্থবহ অগ্রগতি হয়নি। দীর্ঘস্থায়ী এই সংকট বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করছে। একই সঙ্গে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেও নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত শঞ্চিতা হক আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গাম্বিয়ার দায়ের করা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলার আসন্ন রায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গাম্বিয়া ভার্সেস মায়ানমার মামলার রায় রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হতে পারে। চলতি বছরের প্রস্তাবে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এবং আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এতে সহিংসতা বন্ধ, বাধাহীন মানবিক সহায়তা নিশ্চিত এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিচার ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তাবে ২০২৬ সালের জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যানসহ রোহিঙ্গা মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক অধিকার, বিশেষ করে ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং মিয়ানমারে তাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদে, মর্যাদার সঙ্গে ও দ্রুত এরপর পৃষ্ঠা ২৭



কক্সবাজারে হোটেল শৈবালসংলগ্ন সৈকতের তীরে। ছবিটি গত মঙ্গলবার তোলা —খবর

ঝাউবন কেটে নির্মাণ হচ্ছে ‘পর্যটন কার্নিভ্যাল’

কক্সবাজার

দেশি - বিদেশি পর্যটকদের বিনোদনের জন্য কক্সবাজারে হোটেল শৈবালসংলগ্ন সৈকতের তীরে বসছে ‘ পর্যটন কার্নিভ্যাল ’। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের উদ্যোগে ২২ নভেম্বর শুরু হয়ে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই আয়োজন। তবে কার্নিভ্যাল উপলক্ষে বিভিন্ন স্থাপনা ও স্টল নির্মাণের জন্য সৈকতের তীরের শতাধিক ঝাউগাছ কাটা হয়েছে। পরিবেশবাদী ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা , এমনকি খোদ স্থানীয় সংসদ সদস্যও এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে , হোটেল শৈবালের ৩৫ একর জায়গাজুড়ে অনুষ্ঠিত হবে এই কার্নিভ্যাল। উৎসবটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে স্পেলবাউন্ড কমিউনিকেশনস লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান । পর্যটকদের বিনোদনের জন্য কার্নিভ্যাল প্রাঙ্গণে থাকবে ১৫ টি বিশেষ জোন । এগুলোর মধ্যে ওয়েলনেস জোনে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির ব্যবস্থা , এক্সপেরিয়েন্স জোনে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এবং ক্যাম্পিং জোনে সমুদ্রের সান্নিধ্যে রাতযাপনের সুযোগ থাকবে । এ ছাড়া ওপেন থিয়েটার জোনে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে । ওপেন লাইব্রেরি অ্যান্ড টেলিস্কোপ জোনে থাকবে বই পড়া এবং রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ। মার্কেট জোনে স্থানীয় এবং ঐতিহ্যবাহী পণ্যের প্রদর্শন , বিক্রিসহ কক্সবাজার সৈকত গ্রু ২২ নভেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে ‘পর্যটন কার্নিভ্যাল’। হোটেল শৈবালের ৩৫ একর জায়গাজুড়ে হবে এই আয়োজন । ঝাউবন কাটা নিয়ে পরিবেশকর্মী , স্থানীয় সংসদ সদস্যের ক্ষোভ । এক্সিবিশন জোনে পর্যটনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে । এই আয়োজনের জন্য চলছে কর্মযজ্ঞ । গত সোমবার বিকেলে কার্নিভ্যাল প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা যায় , বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের পাশাপাশি ভাস্কর্য তৈরির কাজ চলছে । স্থানীয় বাসিন্দারা এরপর পৃষ্ঠা ২৭

হাসিনার দেশে ফেরা নিশ্চিত করতে

জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ চাইল আরআরএজি

বাপা নিউজ

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজ দেশে ফিরে আসার অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে ভারতের মানবাধিকারবিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি সংস্থা রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ (RRAG)। সংস্থাটি জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিশেষ প্রতিবেদকদের এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইকোনমিক টাইমস-এর ৯ নভেম্বর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে নির্বাসিত অবস্থায় থাকা শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে আসার জন্য নতুন পাসপোর্টের আবেদন করেছিলেন। তবে ৫ নভেম্বর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির জানান, শেখ হাসিনাকে নতুন সাধারণ পাসপোর্ট কিংবা দেশে ফেরার জন্য ট্রাভেল পাস দেওয়া হবে না। তাঁকে বাংলাদেশ-ভারত প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় দিল্লি থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে এরপর পৃষ্ঠা ২৭

মতপ্রকাশের কারণে ১০ মাসে ভুক্তভোগী ১১১

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এইচআরএসএসের প্রতিবেদন

- সাইবার আইনের বিতর্কিত ধারা সংশোধনের আহ্বান
- পেশা জানা ৪ ভুক্তভোগীর মধ্যে ২৫ জন সাংবাদিক
- মতপ্রকাশের কারণে আইনি হয়রানি ও গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ হয়েছে সাইবার আইন

বাংলাদেশে চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে মতপ্রকাশের কারণে ৩৮ টি জেলায় মোট ১১১ জন ভুক্তভোগী হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক , শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক দলের নেতা - কর্মীরা । এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করার কারণে গ্রেপ্তার হয়েছেন ১৭ জন । মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) গতকাল বুধবার প্রকাশ করা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে । রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ২০২৬ : মামলা , হামলা ও গ্রেপ্তারের প্রবণতা ও মানবাধিকার বিশ্লেষণ (জানুয়ারি - অক্টোবর ২০২৬) ’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। জাতীয় ও স্থানীয় গণমাধ্যম এবং মাঠপর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে এইচআরএসএস। ‘মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সাইবার সুরক্ষা আইন, বাস্তবতা ও মানবাধিকার শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন এইচআরএসএসের মনিটরিং অফিসার আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। তিনি জানান , মতপ্রকাশের কারণে আইনি হয়রানি ও গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ হয়েছে সাইবার আইন। চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে মতপ্রকাশের কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় মতপ্রকাশের কারণে ১০ মাসে শেষ পৃষ্ঠার পর ভুক্তভোগী ১১১ জনের মধ্যে ১০০ জন পুরুষ এবং ১১ জন নারী । ভুক্তভোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ভোলায় ১৫ জন । এ ছাড়া ঢাকায় এরপর পৃষ্ঠা ২৭



দিল্লিতে আ.লীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক

৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফেরার প্রত্যাশা

নয়াদিল্লি

আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশে ফেরার প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। গত ১৩ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে দলীয় নেতাদের সঙ্গে এক সাক্ষাতে তিনি দেশে ফেরার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন বলে জানিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী। এরপর পৃষ্ঠা ২৭

ঢাকা-সিলেট এক্সপ্রেসওয়ে হচ্ছে

ব্যয় ৪ হাজার কোটি

স্যামুয়েল এস. পিনারু

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ককে ছয় লেনের এক্সপ্রেসওয়েতে রূপান্তর করা হচ্ছে। এ জন্য চলমান ছয় লেন মহাসড়ক প্রকল্পের প্রথম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ । মূল অনুমোদিত ১৬ হাজার ৯১৮ কোটি টাকা থেকে ব্যয় ৪ হাজার ২৩ কোটি টাকা বেড়ে হচ্ছে ২০ হাজার ৯৪১ কোটি টাকা । বাস্তবায়নের মেয়াদও ২০২৬ সালের ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ২০২৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । ব্যয় কমাতে আগের মহাসড়ক উন্নয়নের (ছয় লেনের) মূল প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া ২২ টি ওভারপাস ও ২৭ টি আন্ডারপাস সংশোধিত ডিপিপিতে যুক্ত করা হয়েছে । সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফ্লাইওভার । প্রস্তাব অনুযায়ী , ঢাকা - নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর থেকে সিলেটের পীর হাবিবুর রহমান চত্বর পর্যন্ত ২০৯ দশমিক ৩২৮ কিলোমিটার এই এক্সপ্রেসওয়েতে থাকবে নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও বহির্গমন সুবিধা । সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে । সূত্র বলেছে , সড়ক নিরাপত্তা এরপর পৃষ্ঠা ২৭

সংশোধিত প্রস্তাব

- মূল প্রকল্প ছিল ২০৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ছয় লেনের মহাসড়ক নির্মাণ
- ব্যয় কমাতে বাদ দেওয়া ২২ ওভারপাস ও ২৭ আন্ডারপাস আবার যুক্ত
- এক্সপ্রেসওয়ে হলে কাঁচপুর থেকে সিলেটে যেতে লাগবে প্রায় তিন ঘণ্টা
- প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ৫৫ শতাংশ , সড়ক নির্মাণে ৩০ শতাংশ অগ্রগতি

আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?
RingGrid নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone



Only 19.99* per Month per user

CALL NOW
888-383-7188
http://ringgrid.com

*Tax and 3 years contract required.
Adress: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

প্রধান সম্পাদক: শিব্বীর আহমেদ , প্রকাশক ও সম্পাদক: মো মশিউর রহমান মজুমদার, বার্তা সম্পাদক: রিমা ওয়াহিদ। খবর কতৃক ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ১ই, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক -১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৬৪৬-৭২৫-০০৬৭, ই-মেইল: news@khabor.com Web: khabor.com